CMYK
চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK
সিস্টার Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 8 April, 2020 ■ আগরতলা, ৮ এপ্রিল, ২০২০ ইং ■ ২৫ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে প্রথম করোনা আক্রান্ত মহিলার সংস্পর্শে আগত ৮৭ জন কোয়ারেন্টাইনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল।। ত্রিপুরায় প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মহিলার সংস্পর্শে আগত অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ১৭ জনের নমুনা পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছে। তাঁদের রিপোর্ট আসলে ত্রিপুরায় আরও কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন কিনা নিশ্চিত হওয়া যাবে। তাছাড়া, মহিলার সংস্পর্শে আসা পরিবারের সদস্য, আত্মীয় পরিজন, প্রতিবেশী, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মী সহ মোট ৮৭ জনকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। চিকিৎসকদের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর দাবি, ওই মহিলা ট্রেনে গুয়াহাটি থেকে আগরতলায় আসার পথে করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন।

এদিন তিনি বলেন, উদয়পুর গকুলপুরের বাসিন্দা ওই মহিলা গত ১৪ মার্চ আগরতলা থেকে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। ১৫ মার্চ তিনি গুয়াহাটি পৌঁছান এবং কামাখ্যা মন্দিরের কাছে একটি হোটেল থাকেন। সেখান থেকে তিনি ১৬ মার্চ কামাখ্যা মন্দিরে যান। ১৬ এবং ১৭ মার্চ দুদিন পল্টনবাজারে সুখমণি হোটেলে থাকেন। এর পর তিনি ১৮ মার্চ ত্রিপুরাসুন্দরী এক্সপ্রেসে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ওই মহিলার ট্রেনের টিকিট ছিল এস-৫ বগিতে। কিন্তু তিনি এস-৪ বগিতে সফর করেছেন। তিনি জানান, ১৯ মার্চ ভোররাত ৩-টা নাগাদ আগরতলায় পৌঁছে লোকাল ট্রেনে তিনি উদয়পুরে যান।

এদিকে, গত ৩ এপ্রিল সর্দি, কাশি, জ্বর নিয়ে গোমতি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসক দেখান তিনি। কিন্তু তাতে রোগ ভাল না হওয়ায় তিনি ৫ এপ্রিল প্রথমে আইএলএস হাসপাতালে যান। সেখানে দেখামাত্রই চিকিৎসকরা তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ওই মহিলাকে ফ্লু ক্লিনিক থেকে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেন চিকিৎসকরা। তার পর তাঁকে মহিলা মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। কিন্তু রাতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা দেখামাত্রই তাকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করেন এবং গতকাল তার নমুনা পরীক্ষা করা হয়। তাতে তার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি নিজস্ব।

শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, ত্রিপুরায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সন্ধান মিলতেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সংস্পর্শে কারা ছিলেন তা খুঁজে বের করা হয়েছে। তিনি বলেন, ওই মহিলার স্বামী, মেয়ে এবং নাতিন-সহ অ্যাম্বুলেন্সের চালককে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তারা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, তাই তাঁদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তিনি বলেন, মহিলার পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী সহ ৩৯ জনকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, তাঁর সংস্পর্শে আসা ৭ জন চিকিৎসোককেও কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। সাথে জিরানিয়ায় মহিলার বাপের বাড়ির সদস্য ১২ এবং ১৮ জন স্বাস্থ্যকর্মীকেও কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়েছে। মহিলার বাপের বাড়ির সদস্যদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, আইএলএস এবং গোমতি জেলা হাসপাতালের দুই চিকিৎসক ছাড়া ৮৭ জনকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

করোনা আক্রান্ত মহিলার বাড়ির এক কিমি এলাকা জুড়ে সিল, যুদ্ধকালীন তৎপরতা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল।। ত্রিপুরায় করোনা ভাইরাসে প্রথম মহিলা আক্রান্তের সন্ধান মিলতেই যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে পরিস্থিতি মোকাবিলায় নেমে পড়েছে প্রশাসন। আক্রান্ত মহিলা উদয়পুর গকুলপুর এলাকার বাসিন্দা। তাই গকুলপুরের ১ কিমি এলাকা সিল করে দেওয়া হয়েছে। কেবল স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জরুরি প্রয়োজনে মানুষ বাড়ি থেকে বের হতে পারবেন। এছাড়া, দোকানপাট, বাজারহাট সমস্ত কিছু বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিয়েছে গোমতি জেলা প্রশাসন।

মঙ্গলবার এ-বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে গোমতির জেলাশাসক টি কে দেবনাথ বলেন, গত ১৮ মার্চ ওই মহিলা গুয়াহাটি থেকে ত্রিপুরাসুন্দরী এক্সপ্রেসে আগরতলার উদ্যেশ্যে রওনা হন। ওই ট্রেন ১৯ মার্চ পৌঁছে আগরতলায়। তার পর লোকাল ট্রেনে তিনি উদয়পুর যান এবং উদয়পুর স্টেশন থেকে অটো করে গকুলপুরের বাড়িতে যান তিনি। তাই যাঁরা ওই ট্রেনের এস-৪ ও এস-৫ বগিতে সফর করেছেন, তাঁদের মধ্যে যদি কোনও ধরনের কোভিড-১৯ (করোনা) সংক্রান্ত লক্ষণ থাকে, তবে অবশ্যই তাঁদের নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করতে বলেছেন জেলাশাসক। সাথে তিনি ১৯ মার্চ আগরতলা লোকাল ট্রেনে উদয়পুর সফর করেছেন এমন কেউ কোনও লক্ষণ মনে হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকদের সংস্পর্শে যেতে আহ্বান জানান তিনি। তাঁর আবেদন, রাজ্যবাসীর সুস্বাস্থ্যের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে গাফিলতি একদম করবেন না।

এদিন জেলাশাসক বলেন, ওই মহিলার পরিবারের তিনজন, তাঁদের মধ্যে সাত বছরের বাচ্চা এবং গতকাল যে গাড়িতে করে মহিলা আগরতলার জিবি হাসপাতালে গিয়েছিলেন তার চালককে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ওই গ্রামের ২৯ জনকেও প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে ইতিমধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, সমস্ত বিষয়ে পর্যালোচনা চলছে। আরও কয়েকজনকে প্রয়োজনে কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হতে পারে।

তাঁর কথায়, আক্রান্ত মহিলার বাড়ি থেকে চারিদিকে এক কিলোমিটার পর্যন্ত কোর এরিয়া হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সে অনুযায়ী ওই এলাকার কোনও মানুষ বাড়ি থেকে বের হতে পারবেন না। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ থাকবে। তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস প্রশাসনিকভাবে পৌঁছানো হবে। তিনি বলেন, পশ্চিম দিকে উদয়পুর ডন বসকো স্কুল, দক্ষিণ দিকে হাউজিং বোর্ড চৌমুহনি, পূর্ব দিকে উদয়পুর বালিকা বিদ্যালয় এবং উত্তর দিকে গকুলপুর মসজিদ পর্যন্ত গোটা এলাকা সিল করা হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা দ্রুতগতিতে কাজ করে চলেছে। তবে জনগণেরও আমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

গোমতির জেলাশাসক আরও বলেন, আক্রান্ত মহিলা একেবারে ঘরোয়া প্রকৃতির। গ্রামীণ এলাকার মহিলারা যেমন পরিবার, গ্রামের মানুষের সাথে মেলামেশা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলায় মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতনের এক বছরের ৩০ শতাংশ এবং বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের দুই বছরের টাকা খরচের সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল।। করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিধানসভার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুখ্য সচেতক, বিরোধী দলনেতা এবং বিধায়কদের বেতন ৩০ শতাংশ কেটে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল দুই বছরের জন্য করোনা খাতে ব্যবহারের সিদ্ধান্তে ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে।

এ-বিষয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত মন্ত্রী ও সাংসদদের বেতন ৩০ শতাংশ কেটে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই টাকা করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় ব্যবহার করা হবে। সে মোতাবেক ত্রিপুরা সরকারও মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন কেটে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১ বছর ওই টাকা কেটে রাখা হবে। তিনি বলেন, আজ মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, বিধানসভার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুখ্য সচেতক, বিরোধী দলনেতা এবং বিধায়কদের মূল বেতনের ৩০ শতাংশ কেটে রাখা হবে। তাতে ১ বছরে ত্রিপুরা সরকারের ১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হবে।

এছাড়া, বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলও ২ বছরের জন্য করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় খরচ করা হবে। তিনি জানান, মন্ত্রিসভা আজ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরের বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের প্রতি বিধানসভা ক্ষেত্রের ৫০ লক্ষ টাকা করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় খরচ করা হবে।

কোভিড-১৯ আক্রান্ত নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক, প্রতিক্রিয়া শিক্ষামন্ত্রীর ভুলের জন্য পরে দুঃখ প্রকাশ গৌতম দাশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল।। করোনা সংক্রান্ত ইস্যুতে ভুল তথ্য প্রচার করলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস। বর্তমান জটিল পরিস্থিতিতেও এই রাজনীতি দুর্ভাগ্যজনক বলে কটাক্ষ করলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

সোমবার উদয়পুরের এক মহিলা কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত বলে সন্ধান মিলেছে। তৎক্ষণাৎ স্বাস্থ্য দপ্তর ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হয়ে যায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। গোমতী জেলা থেকে আগরতলা সর্বত্রই ব্যাপক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। এরই মধ্যে মঙ্গলবার সকালে সামাজিক গণমাধ্যমে রোগিনী সম্পর্কে অসত্য তথ্য প্রচার করেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস।

আজ সকালে তিনি বলেন, আক্রান্ত ওই মহিলা গোমতী জেলা হাসপাতালে ৬ দিন ধরে জেনারেল ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন। কোনও ধরনের সরকারি তথ্য ছাড়াই তিনি বলেন, এই ছয় দিন ওয়ার্ডে থাকাকালীন নাকি রোগিনীর সঙ্গে বহু মানুষের যোগাযোগ হয়েছে। কিন্তু আসল সত্য হচ্ছে অন্যটা। আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, জেলা হাসপাতালে ওই মহিলা ভর্তিই ছিলেন না। তিনি আউটডোরে ডাক্তার দেখিয়ে ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল থেকে চলে আসেন।

শুধু তাই নয় এদিন সিপিএম রাজ্য সম্পাদকের আরও কিছু বক্তব্যকে খণ্ডন করেন রতন লাল নাথ। গৌতম দাস অভিযোগ করেন, প্রতিটি জেলা হাসপাতালে কেন কোভিড-১৯ এর পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়নি। অথচ ডাক্তারি ব্যবস্থাপনায় আজকের পরিস্থিতিতে এটা একেবারেই সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ না জেনেই ধরনের অভিযোগ করেছেন বলে বক্তব্য মন্ত্রীর।

গৌতম দাস রাজ্য সরকারকে এও প্রশ্ন করেছিলেন, কেন আইজিএম হাসপাতালে পৃথকভাবে রাখা হবে না রোগীকে? এ বিষয়ে স্বাস্থ্য সচিব জানিয়েছেন, জিবি হাসপাতালে কোভিড-১৯ এর জন্য আলাদা নির্দিষ্ট ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রোগীর অন্যান্য যে লক্ষণগুলি থাকে সেগুলি চিকিৎসা করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আইজিএম হাসপাতালে নেই। ফলে জিবিপিতে এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী রতন লাল নাথ আহ্বান রাখেন, বর্তমান কঠিন সময় যেন শুধুমাত্র রাজনীতির জন্য এই ধরনের বক্তব্য রাখা না হয়। এতে মানুষ যেমন বিভ্রান্ত হয় তেমনি এই গোটা প্রক্রিয়ায় যারা যুক্ত রয়েছেন তাদের উপরও প্রভাব পড়ে। এই সংক্রান্ত বিষয়ে গৌতম দাসের বক্তব্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারী ভাবে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীদের জন্য মাস্ক সরবরাহ করতে তৈরী করা হচ্ছে মাস্ক। মঙ্গলবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

পরিস্থিতি দেখে লকডাউন বাড়ানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবেঃ স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (হি. স.)।। দেশে করোনাভাইরাসের আতঙ্ক ক্রমেই বাড়ছে। মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১০০। রোজই লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে ১৪ এপ্রিলের পর লকডাউন উঠে যাবে কিনা সেই নিয়ে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। এদিকে, স্বাস্থ্য মন্ত্রক স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, পরিস্থিতি দেখে লকডাউন বাড়ানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সূত্রানুসারে, বহু রাজ্য কেন্দ্রকে অনুরোধ করেছে লকডাউনের সময়সীমা বাড়ানোর জন্য। এরই মধ্যে মঙ্গলবার স্বাস্থ্য মন্ত্রক এক সাংবাদিক সম্মেলন করেছে। সেই সম্মেলনে মন্ত্রককে লক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ চিকিৎসা সামগ্রীর অভাব ঊনকোটি হাসপাতালে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল।। হাসপাতালে নেই চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষার ব্যবস্থা। তারই প্রতিবাদে মঙ্গলবার ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা বিক্ষোভে সামিল হয়। হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের অভিযোগ হাসপাতালে তাদের জন্য নেই পর্যাপ্ত হ্যান্ড গ্লাভস, সেনিটাইজার, মাস্ক সহ অন্যান্য সামগ্রী। ফলে তারা নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছে।

এতে করে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে। এই বিষয়ে হাসপাতালের এমএসকে জানানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। টাই এইদিন তারা বিক্ষোভে সামিল হয়। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক। কথা বলেন হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে। কিন্তু হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা তাদের দাবিতে অনড় থাকে। এইদিকে হাসপাতালের এমএস নিজেও অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেন। তিনি জানান দপ্তর থেকে সামান্য কিছু হ্যান্ড গ্লাভস পাওয়া গেছে। সেই গুলি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রদান করা হয়েছে।

তিনি নিজেও অসুরক্ষিত বলে জানান সংবাদ প্রতিনিধিদের। যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের আশ্বাস দেন সহসাই তিনি দপ্তরের সাথে কথা বলে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করবেন। এম এস-এর কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়ার পর হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা পুনরায় কাজ শুরু করেন।

এদিকে, জিবি হাসপাতালের চিত্রও মঙ্গলবার অন্যরকম দেখা গিয়েছে। ওপিডিতে রোগীর কোন লাইন নেই। টিকিট কাউন্টারেও কোন কর্মী দেখা যায়নি। ছিল না বেসরকারী সিকিউরিটি গার্ডদের কোন কড়াকাড়ি। প্রাণচঞ্চল জিবি হাসপাতাল ও হাসপতালের বাইরে জিবি বাজারের চেহেরা একেবারেই অন্যরকম।

করোনা মোকাবিলায় খরচে লাগাম টানা সহ একগুচ্ছ পরামর্শ দিলেন সোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা মোকাবিলায় খরচে লাগাম টানা সহ একগুচ্ছ পরামর্শ দিলেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তিকালীন সভাপতি সোনিয়া গান্ধী।মঙ্গলবার চিঠি লিখে তিনি আর্জি জানান, বিজ্ঞাপন বাবদ খরচে রাশ টানুক কেন্দ্র সরকার। সেই সঙ্গে নতুন সংসদভবন নির্মাণ-সহ সংসদভবনকে ঘিরে কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পও আপাতত বন্ধ রাখার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি।সমস্ত সাংসদের বেতনের ৩০ শতাংশ কেটে নেওয়ার সিদ্ধান্ত সমর্থন করে আরও বেশ কিছু পদক্ষেপ করতে হবে বলে আবেদন করেছেন সোনিয়া গান্ধী।

করোনায় মোকাবিলায় কী কী করা যেতে পারে, তা নিয়ে রবিবারই বিরোধী নেতাদের ফোন করে পরামর্শ চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার জবাবেই এ দিন তাঁকে চিঠি লেখেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তিকালীন সভাপতি। তাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঁচটি পরামর্শ দেন তিনি।

নতুন সংসদভবন নির্মাণ এবং সংসদ চত্বরের সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পে ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বর্তমান পরিস্থিতিতে তা-ও বন্ধ রাখার কথা বলেন কংগ্রেস নেত্রী। তাঁর কথায়, "আমি নিশ্চিত, এখন যে ঐতিহাসিক ভবনগুলি রয়েছে, সেখানেই সংসদের কাজ দিব্যি চলতে পারে। এমন কোনও তাড়া নেই যে এই সঙ্কট কেটে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না। ওই টাকায় বরং নতুন হাসপাতাল পরিকাঠামো তৈরি, ডায়গনস্টিক সেন্টার নির্মাণ, সেই সঙ্গে যাঁরা সামনে থেকে করোনার সঙ্গে লড়াই করছেন তাঁদের নিরাপত্তার সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।"

সাংসদদের বেতনের ৩০ শতাংশ কেটে নেওয়ায় সমর্থন জানালেও, বাজেটের মোট ব্যয় বরাদ্দও ৩০ শতাংশ কমানো হলে ভাল হত বলে জানান সোনিয়া। এতে বছরে আড়াই লক্ষ কোটি টাকা বাঁচবে এবং সেই টাকায় পরিযায়ী শ্রমিক, সাধারণ শ্রমিক, কৃষক এবং মাঝারি, ছোট এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব হবে।

একই ভাবে খরচ বাঁচাতে প্রধানমন্ত্রী, সমস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রী এবং আমলাদের বিদেশ যাত্রাও আপাতত স্থগিত রাখতে হবে বলে জানান তিনি। দেশের স্বার্থে এবং জরুরি প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রী অনুমতি নিয়ে তবেই বিদেশ যাওয়া যাবে বলে জানান তিনি।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থাকা সত্ত্বেও করোনার মোকাবিলায় সম্প্রতি 'পিএম কেয়ারস' তহবিল গড়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই 'পিএম কেয়ারস' তহবিলে জমা পড়া প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন সনিয়া। তাঁর যুক্তি, এতে কোথায় কত টাকা খরচ হচ্ছে তার হিসাব থাকবে। গোটা প্রক্রিয়াটা আরও স্বচ্ছ হবে এবং বিশ্বাসযোগ্যতাও বাড়বে। খামোকা দু'টো আলাদা তহবিল গড়া হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। সোনিয়া বলেন, ব্যবহার না হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় তহবিলে ৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকা পড়ে রয়েছে। তার সঙ্গে 'পিএম কেয়ারস' তহবিলের টাকা যোগ হলে প্রান্তিক মানুষের খাদ্যসঙ্কট দূর করা যাবে।

CMYK
CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১৭৮ ▫ ৮ এপ্রিল ২০২০ ইং ▫ ২৫ চৈত্র ▫ বুধবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ঘুমন্ত কংগ্রেসের লড়াই

কথায় আছে 'ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না'। এই কথা বেশীর ভাগ সময়ই আমরা অনুসরণ করিতে চাহি না। গোটা বিশ্ব জুড়িয়া এখন করোনার বিরুদ্ধেই লড়াই। উঠিতে বসিতে করোনা ছাড়া কোনও কথা নাই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এখন করোনর বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ চালাইতেছেন। সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী একাধিক রাজ্যের করোনা আক্রান্তদের সংখ্যাতত্ব নিয়া বক্তব্য রাখিয়াছেন। কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল রায়ের ইহাতে আপত্তি আছে। এই সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর পরবর্তী প্রতিক্রিয়া বা সংশোধনীমূলক কোনও বক্তব্য না দেখিয়া প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল রায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করিয়াছেন। গোপালবাবুর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিবার এই পদ্ধতি নাগরিক সমাজ যথার্থ বলিয়া মানিয়া নিতে পারবেন কিনা সন্দেহ আছে। মুখ্যমন্ত্রীর নিকট হইতে রাজ্যের বা দেশের মানুষ সবসময়ই যথাসম্ভব সঠিক তথ্য পাইবার আশা করিতেই পারেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রদত্ত তথ্য যদি সঠিক বা যথার্থ না হয় তাহা হইলে থানা পুলিশ কোর্ট কাছারির আশ্রয় না নিয়া সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা যাইত। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়াও গোপালবাবু বিষয়টি নজরে নিতে পারিতেন। গোপালবাবু নিজের বুদ্ধি বিবেচনা যাহা উচিত বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন। ইহা তাঁহার ব্যক্তি স্বাধীনতা।

রাজনীতি বড় কঠিন জিনিষ। খবরে প্রকাশ, গোপালবাবু যে প্যাডে তিনি থানায় অভিযোগ জমা করিয়াছেন সেই প্যাডে 'অশোক স্তম্ভ' রহিয়াছে। জনৈক আইনজীবী গোপাল রায়ের বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা করিয়া বসেন। ব্যস, পুলিশ তো নিজেদের বীরত্ব দেখাইয়াই গিয়াছে। পুলিশ গোপল রায়ের বাড়ীতে গিয়াছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছে। গোপালবাবুর অভিযোগ যে, পুলিশ কোনও অনুমতি ছাড়া তাঁহার বাড়ী সার্চ করিয়াছে। তিনি নাকি টেলিফোন করিয়া কংগ্রেস নেতাদের তাহার বাড়ী আসিতে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি পিযুষ বিশ্বাস ও প্রাক্তন বিধায়ক সুবল ভৌমিক গোপল রায়ের বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া নিজেরা ফিরিয়া আসিয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল রায় মামলা করিয়া রাজনীতির হিরো বানাইবার পথ রুদ্ধ করিয়া দিল একটি অসাবধনতা। থানাায় জমা দেওয়া লেটার হেডে অশোক স্তম্ভের ব্যাবহার করিয়া। কারণ তিনি এখন লেটার হেডে অশোক স্তম্ভ ব্যবহার করার অধিকারী নহেন।

পেঁয়াজের আকালের সময় গোপালবাবু পেঁয়াজের মালা গলায় পরিয়া সংবাদ সম্মেলন করিয়াছেন নিজের বাড়ীতে। তখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রদেশ সভাপতি পিযুষ বাবু যথেষ্ট রুষ্ঠ হইয়াছিলেন। সম্প্রতি পুলিশী হানার সময় গোপালবাবুর ডাকে পিযুষ সুবলরা যে তেমন সাড়া দেন নাই তাহা স্পষ্ট। বারবার ডাকিবার পর অনেক পরে পিযুষ সুবল গোপালবাবুর বাসভবনের সামনে গিয়া দাঁড়ান। সেখান হইতে তাহারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। কংগ্রেস যে কংগ্রেসেরই শত্রু তাহা বারবারই প্রমাণিত হইয়াছে। পিযুষবাবু ও সুবলবাবু গোপালবাবুর বাড়ির গেইটে আসিয়াছিলেন স্রেফ লোক দেখানোর জন্য। কংগ্রেসের প্রদেশ নেতৃত্বের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ও ফাটল যে কত ব্যাপক তাহা এই ঘটনায় আরও স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। আসলে ল্যাং মারামারির ঘটনা প্রাচীন এই দলকে এরাজ্যে মানুষের ভরসাস্থল হইয়া উঠিতে দিল না। গোপাল রায়ের বাড়ীতে পুলিশ না পাঠাইলে মুখ্যমন্ত্রীর ভাবমুর্ত্তি আরও উজ্জ্বল হইত বলিয়া রাজনৈতিক প্রাজ্ঞরা দাবী করেন। কংগ্রেসের তীব্র অনৈক্যের কারণে ইহা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, রাজ্যের বিরোধী শক্তি ক্ষীয়মান। গণতন্ত্র ও মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বিরোধী দল বিশেষ করিয়া কংগ্রেস কোনও কার্য্যকর ভূমিকাই পালন করিতে পারিতেছে না।

করোনা মোকাবিলায় রাজ্যগুলিকে অক্সিজেনে সরবরাহ বজায় রাখার পরামর্শ

নয়াদিল্লি,৭ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর অন্যতম উপসর্গ শ্বাসকষ্ট। তাই অক্সিজেনের উৎপাদন ও সরবরাহে যাতে কোনও ঘাটতি না থাকে, সেজন্য চিঠি লিখে রাজ্যগুলিকে প্রস্তুত থাকতে বলল কেন্দ্র। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব রাজীব ভল্লা দেশের বিভিন্ন রাজ্যকে চিঠি লিখে, চিকিৎসার বিভিন্ন জিনিস উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও আন্তঃরাজ্য পরিবহণে খেয়াল রাখার কথা বলেন।

দেশে হু হু করে বাড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা। ইতিমধ্যেই দেশের একাধিক প্রান্তে স্থানীয় পর্যায়ে গোষ্ঠী সংক্রমণের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে।করোনাভাইরাসের অন্যতম উপসর্গ শ্বাসকষ্টে অক্সিজেনের মজুত রাখা নিয়ে রাজ্যগুলিকে চিঠি দিল কেন্দ্র। অক্সিজেনের উৎপাদন ও সরবরাহে যাতে কোনও ঘাটতি না থাকে, সেজন্য রাজ্যগুলিকে আজ চিঠি লিখেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব রাজীব ভল্লা। চিকিৎসার বিভিন্ন জিনিস উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও আন্তঃরাজ্য পরিবহণে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সে দিকেও খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে রাজ্য প্রশাসনকে।

একজন রোগীর থেকে এক মাসে ৪০৬ জন সংক্রামিত হতে পারেন

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : একজন রোগীর থেকে এক মাসে ৪০৬ জন সংক্রামিত হতে পারেন। লকডাউনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার গুরুত্ব তুলে ধরে সার্বিকভাবে লকডাউন মেনে চলার আর্জি জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব লব আগরওয়াল।

মঙ্গলবার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, লকডাউন মেনে চললে কীভাবে কমানো যেতে পারে সংক্রমণ। এদিন স্বাস্থ্য সচিব লব আগরওয়াল বলেন, একজন রোগীর থেকে এক মাসে ৪০৬ জন সংক্রামিত হতে পারেন। আর যদি কেউ লকডাউনের নিয়ম মেনে চলেন, তাহলে একজন রোগীর থেকে মাত্র ২.৫ জন সংক্রামিত হয়। তাই সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং যে এই মুহূর্তে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেকথাই বলেছেন স্বাস্থ্য সচিব।

মঙ্গলবার কেন্দ্রের রিপোর্ট আনুযায়ী ভারতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪,৪২১। মৃত্যু হয়েছে ১১৭ জনের।

লকডাউনের শেষ সপ্তাহটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ : বেঙ্কাইয়া নাইড়ু

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : লকডাউনের শেষ সপ্তাহটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মঙ্গলবার একথা বলে উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু জানান, সংক্রমণের তথ্যের উপরই সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে লকডাউন শেষ হবে, নাকি সময়সীমা বাড়ানো হবে।

লকডাউন শেষ হবে নাকি সময়সীমা বাড়ানো হবে, তা নিয়েই চলছে ঘোর জল্পনা। এখনও কোনও স্পষ্ট বার্তা না পাওয়া গেলেও, শোনা যাচ্ছে বিশেষজ্ঞরা চাইছেন বাড়ানো হোক লকডাউন। ইতিমধ্যেই অনেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে লকডাউন বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন। ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন বাড়ানো হলে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসা সম্ভব বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। রিপোর্ট অনুযায়ী, সরকার লকডাউন বাড়ানোর কথা নতুন করে চিন্তাভাবনা করছে।

এবিষয়ে মঙ্গলবার উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু বলেন, লকডাউনের শেষ সপ্তাহটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংক্রমণের তথ্যের উপরই সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি আরও বলেন, লকডাউন বাড়লেও যেন মানুষ একইভাবে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

করোনা সংক্রমণ রোধে লকডাউন—তারপর ?

গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল

পরমাণু বোমা নয়, করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে বর্তমান বিশ্ব এখন জবুথবু। কারণ করোনা ভাইরাস জনিত কোভিড-১৯ মারণ ব্যাধিতে এ পর্যন্ত (নিবন্ধ রচনার সময়) গোটা বিশ্বে ৬৫ হাজারের অধিক লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছেন। আক্রান্ত ১২ লক্ষাধিক। তুলনায় এরোগে আমাদের দেশে এপর্যন্ত মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা কম হলেও প্রতিদিনই সংখ্যাটি কিন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। উদ্বেগ সেখানেই। যেহেতু রোগটি আতিমাত্রায় সংক্রামক ও এরোগের কোন ভ্যাক্সিন এখনো আবিষ্কৃত হয়নি তাই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার মাধ্যমেই রোগটি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। সেজন্যে বর্তমানে প্রায় গোটা বিশ্বজুড়েই চলছে লকডাউন। চলছে আমাদের দেশ তথা রাজ্যেও। এমুহূর্তে বিশ্বজুড়ে প্রচারিত সংবাদ এই যে, এই রোগের আতুরঘর চিন নাকি শুধু এই লকডাউনের মাধ্যমেই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এনেছে। যদিও অনেকেই তা বিশ্বাস করতে রাজী নয়। পক্ষান্তরে সময় মতো পদক্ষেপের অভাবে ইউরোপ মহাদেশের ইটালি, স্পেন, ফ্রান্স বা আমেরিকার মতো উন্নত দেশগুলিতে চলছে মৃত্যুর মিছিল। অন্যদিকে আর একটি আশার খবরই এই যে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়া মানেই জীবনের আশা একেবারে বাদ-বিষয়টি তেমন নয়। কারণ নির্দিষ্ট ওষুধ না থাকলেও সময়মতো সতর্কতা ও প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমেই করোনা ভাইরাস আক্রান্ত অনেক রোগীই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। যাই হোক। যেহেতু এখন অবিধ এরোগের যথার্থ কোন ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি তাই আত্মতুষ্টির কোন অবকাশ নেই। তাই করোনা ভাইরাসের মারণ আঘাত থেকে বাঁচতে সতর্কতা ও সচেতনতার কোন বিকল্প নেই। এঅবস্থায় লকডাউন একটা আপদকালীন ব্যবস্থা। বাঁচার প্রশ্নে একে মানতে দেওয়া উচিৎ তবে এব্যবস্থা তো অনির্দিষ্টকাল চলতে পারে না। কারণ এই লকডাউনের কারণে দেশের অর্থনীতি বিশেষ করে শ্রমজীবি ও কৃষক সমাজের অবস্থা ইতিমধ্যেই সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। শুধু দান, খয়রাতির মাধ্যমে দেসের এই বিপুল জনসংখ্যাকে বাঁচানো সম্ভব নয়। চাই বিকল্প পথ। সঠিক দিশা যার মাধ্যমে করোনা ভাইরাস মোকাবিলার পাশাপাশি অর্থনীতির ভগ্নদশা থেকেও উত্তরণ সম্ভব। উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা। তবে আজকের নিবন্ধে শুধু করোনা ভাইরাসজনিত সমস্যা নিয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ

রাখতে চাই।

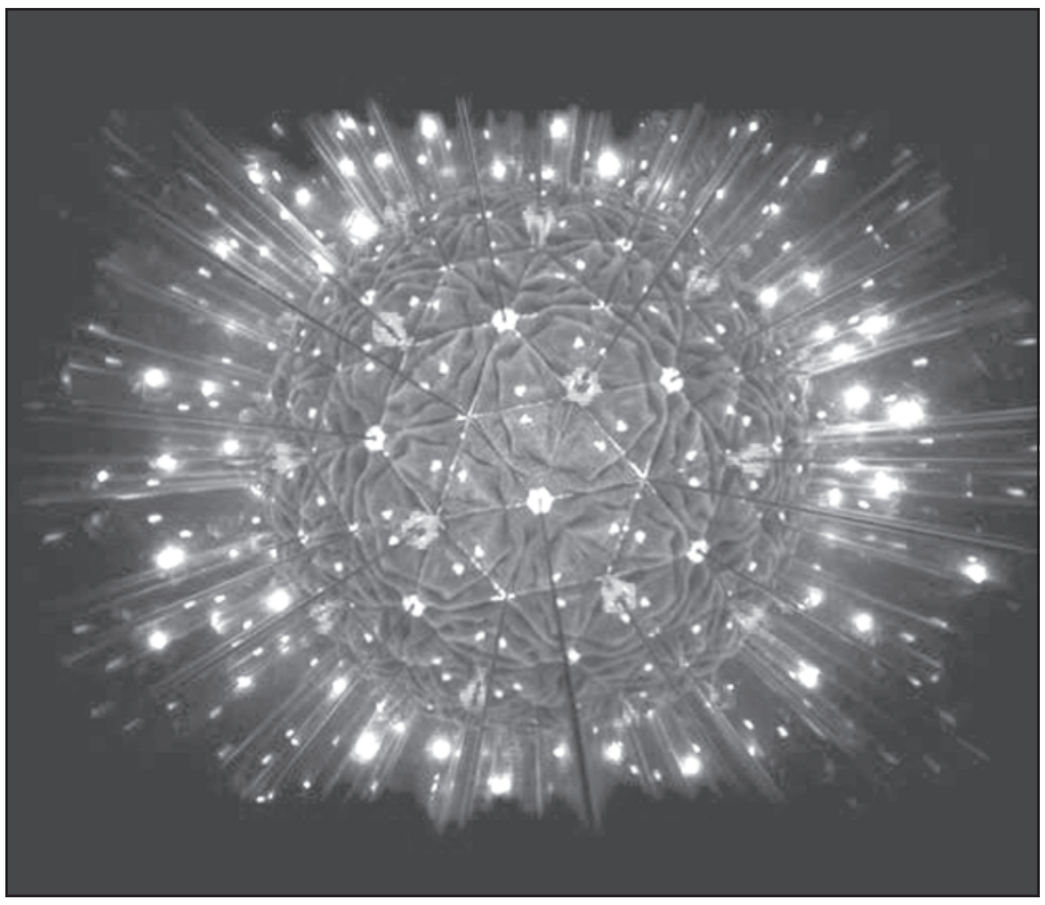

১) আগামী ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন চলার পর সরকারী নির্দেশে উঠে গেলে স্বাভাবিক কারণেই মানুষের মধ্যে মেলামেশা বাড়তে থাকবে। সেটি বিপদজনকে সময়। কারণ তখন নূতন ভাবে করোনা ভাইরাসের আক্রমণের সম্ভাবনা প্রবলভাবে দেখা দিতে পারে। তাই যতদিন পর্যন্ত না করোনা ভারিস জনিত কোভিড-১৯ মারণ ব্যাধির সুনির্দিষ্ট ওষুধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি আবিস্কৃত হচ্ছে ততদিন মানুষ যাতে যতদূর সম্ভব সামাজাকি দূরত্ব বজায় রেখে চলে তার জন্যে বিরামহীনভাবে সমাজের সর্বস্তরের প্রচার চালিযে যেতে হবে।

২) স্কুল, কলেজ, সরকারী অফিস বা কলকারখানার মতো প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রচুর সংখ্যায় লোক একসঙ্গে থাকবে সেখানে মাস্ক ও নির্দিষ্ট সময় অন্তর হ্যান্ডওয়াশ ব্যবহারকে বাধ্যতামূলক করা উচিৎ। নার্সারী বা কেজি স্কুলের বাচ্চাদের জন্যে বিশেষ সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালীন ছুটি।

৩) লকডাউন সত্ত্বেও উত্তোরত্তোর কোভিড-১৯ রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি থেকে বোঝা যাচ্ছে এখানো যে কোন ভাবে সংক্রমণ হয়ে চলেছে অথবা পুরানো সংক্রমনেরই নূতন ভাবে আত্মপ্রকাশ হচ্ছে। এই প্রবণতা রোধের জন্য দেশ তথা রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপক অনুসন্ধানের পাশাপাশি তথ্যগোপন কারীর বিরুদ্ধে দেশের স্বার্থে উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে বাধ্যতা মূলক ভাবে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানোই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজনে এদের জন্যে এমুহূর্তে থেকেই কঠোর তম আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

৪) বর্তমান যুগে ক্যান্সার, এইডসের কারণে যেমন প্রতিবছর পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন হানি ঘটছে তেমনি অতীতে ম্যালেরিয়া, গুটিবসন্ত, প্লেগ ইত্যাদি রোগে গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর উজার হয়ে গেছে। তখন এগুলি ছিল মানুষের কাছে সাক্ষাৎ যমদূতের মতো। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আসামান্য অগ্রগতির ফলে এসব রোগের চিকিৎসা পদ্ধতিই এখন মানুষের অয়ত্বে। ফলে মানুষের গড় আয়ুও আগের তুলনায় বেড়ে গেছে অনেক। একইভাবে সাম্প্রতিক কালের সোয়াইন ফ্লু, ইবোলা ভাইরাসের মতো রোগের যথার্থ ওষুধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় এখন তা মানুষের নিয়ন্ত্রণে। অনুরূপভাবেই নিকট ভবিষ্যতেই হয়ত করোনা ভাইরাস জনিত কোভিড-১৯ রোগেরও ওষুধ আবিষ্কৃত হবে। ততদিন পর্যন্ত মানুষ সাবধানে থাকুক, কিন্তু আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে যাতে না মরে সেজন্যে সরকারী বেসরকারী সর্বস্তরের মিডিয়াগুলির নিরবিচ্ছিন্ন প্রচার প্রোপাগান্ডা দরকার। কারণ আতঙ্ক, টেনশনে মানুষের শীররের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যেমন কমায় তেমনি শরীরে দেখা দেয় নূতন নূতন রোগের উপসর্গ।

৫) করোনা ভাইরাসের মতো মারণ ব্যাধি সৃষ্টিকারী বিভিন্ন নিত্য নূতন ভাইরাস উৎপত্তির পেছনে বিশেষজ্ঞগণ এপর্যন্ত যে সমস্ত কারণ খুঁজে পেয়েছেন তা হল-মানুষের অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভাস বা জীবনযাপন ও পরিবেশ দূষণ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ ফল এই যে, মানুষের রক্তে অম্লের মাত্রা যত বাড়ে তত বিভিন্ন রোগের জীবাণু বাসা বাঁধার সুযোগ পায়। আর অম্লের মাত্রা বাড়া কমা নির্ভর করে খাদ্যাভাসের উপর। পরীক্ষাতে এটা প্রমাণিত যে, যে যত বেশি মাত্রায় আমিষ ভক্ষণ করে তার শরীরের রক্তে অম্লের ভাগ তত বেশি হয়। চিনারা স্বভাবগতভাবেই আমিষাসী। আর চিনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর যেখান থেকে মারণ ভাইরাস করোনা প্রথম সৃষ্টি সেখানকার মানুষদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে বাদুড়, প্যাঙ্গোলিনও কুকুরের মাংস। কজেই উল্লেখিত প্রাণীদের দেহ থেকেই যে করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত। দীর্ঘ চারমাসের লড়াইয়ের মাধ্যমে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসার পর সম্প্রতি আবার চিনের মানুষ আগের মতো বাদুড়, প্যাঙ্গোলিনের মাংস খাওয়া শুরু করলে নূতন ভাবে করোনার সংক্রমণ দেখা দেয়। বর্তমানে এই সংখ্যাটি দেড় হাজারের অধিক। ২০০৩ সালে চিনে যখন সার্স ভাইরাস ছড়িয়েছিল উদাহরণ ভুরি ভুরি রয়েছে মানুষের যেহেতু বাঁচার জন্যে খাওয়া। খাওয়ার জন্য বাঁচা নয়-তাই শরীরকে রোগমুক্ত রাখার ক্ষেত্রে সঠিক খাদ্য নির্বাচন অতীব জরংরি। এক্ষত্রে বিতর্ক এড়িয়ে বলা যায় মানুষের দাঁত, পাকস্থলী ও জল পান করার প্রকৃতি যেহেতু তৃণভোজী প্রাণীদের মতো তাই প্রাকৃতিক গঠন অনুযায়ী যে যতবেশি নিরামিষ তথা সাত্বিক আহারভোগী হবেন ততই তিনি সুস্থ নীরোগ থাকতে সক্ষম হবেন। সেই সঙ্গে যদি যোগাভ্যাসের অনুশীলন করা যায় তো কথাই নেই। মুণি ঋষিদের জীবন শৈলী থেকেও উল্লেখিত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যেতে পারে। প্রকৃতির উপর মানুষের যতেচ্ছতার ফলে প্রতিনিয়ত যেমন অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদ পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে পরিবেশের ভারসাম্য হচ্ছে তেমনি সৃষ্টি হয়ে চলেছে নিত্যনূতন আনুবিক্ষনিক স্পেসিস্ তথা অনুজীব বা ভাইরাস। যাদের অধিকাংশই বর্তমানের বিভিন্ম জটিল রোগের জন্য দায়ী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এযুগের মহান দার্শনিকও ঋষি শ্রীপ্রভাত রঞ্জন সরকার ১৯৮৩ সালে তাঁর বৈজ্ঞানিক মাইক্রোবাইটাম তত্ত্ব দিতে গিযে বলেছিলেন যে, মানুষের স্বাত্বিকীজীবন যাপন, ধনাত্মক চিন্তা-ভাবনা যেমন পজিটিভ মাইক্রোবাইটাকে তার দিকে আকর্ষিত করে জনকল্যাণ কর পথে তাকে চালিত করে, তেমনি অনিয়ন্ত্রিত জীবনশৈলী তথা তমাসিকী জীবন যাপনও ঋণাত্মক ভাবনা-চিন্তা ক্ষতিকর নেগেটিভ মাইক্রোবাইটাকে তার দিকে টেনে এনে শরীরে নিত্যনূতন রোগের প্রার্দু ভাব ও মানসিক অধোগতি ঘটায়। বর্তমানের করোনা ভাইরাস সৃষ্ট বিশ্বের ত্রাস মারণ ব্যাধি কোভিড-১৯ সেই নেগেটিভ মাইক্রোবাইটার প্রভাবজনিত কিনা ভবিষ্যত গবেষণাই তা প্রমাণ করবে। ভূমা মানসের রহস্যজনক উৎসারণ এই মাইক্রোবাইটাম তত্ত্বের ভিতর লুকিয়ে রয়েছে সৃষ্টির অনেক গোপন তথ্য। করোনা ভাইরাস নিয়ে বিশ্বজুড়ে বর্তমান গবেষণার পাশাপাশি উল্লেখিত মাইক্রোবাইটামতত্ত্বের গবেষণা ভবিষ্যতে নিত্য নূতন ওষুধ আবিষ্কার থেকে শুরং করে বিজ্ঞানের অনেক সমস্যারই সমাধন করবে বলে সংশ্লিষ্টদের অভিমত।

অপ্রকৃতিস্থ পথ হরকরা

ভুভময় মৈত্র

প্রাণীমাত্রেরই সাধারণভাবে 'মহল্লা' বানিয়ে থাকার পরস্পরা আছে। সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে যে, এই ধরনের 'কলোনি' বানানোর একদম শুরুর দিকের প্রমাণ পাওয়া যাবে আধ বিলিয়ন বছর আগে। 'এক বিলিয়ন' মানে একশো কোটি, আর অর্ধেক মানে পঞ্চাশ কোটি বছর। কেমব্রিজ এবং অক্সেফোর্ডের কয়েকজন গবেষণক সম্প্রতি খুঁজে পেয়েছেন এরকম কিছু প্রমাণ। এই ধরনের জীবের নাম যার 'রোঞ্জোমর্ফ', তার কিছু ফসিল পাওয়া গিয়েছে সমুদ্রে মধ্যে, কানাডার নিউফাইন্ডল্যান্ডে। চল্লিশটা বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া এই ফসিলের একটা তরিত্রগত দিক পরিষ্কার। এরা কলোনি করে বাঁচত। একে-অপরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকত সরু এক ধরনের সুতোর ফিলামেন্ট) মাধ্যমে। তার মধ্য দিয়ে খাবার যাতায়াত করত না, কি প্রজননের কাজ হত, তা নিয়ে গবেষমা চলছে। এরপর বিবর্তনের পথ ধরে মানুষ এসেছে। ছোটবেলা ইতিহাসে আমরা পড়েছি প্রস্তর যুগের গল্প। তখনও মানুষ কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো একসঙ্গে ঘুরে বেড়াত, শিকারটিকার করত। কিন্তু তাকে 'পরিপূর্ণ সমাজ' বলা ঠিক হবে না। মোটের উপর খ্রিস্টাপূর্বাব্দ এক লক্ষ বছরের যে ইতিহাস, তাতে সমাজের কথা বলতে গেলে যিশুর জন্মের হাজার পাঁচ বছর আগে থেকে বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করাই ভাল। অর্থাৎ মানুষ একসঙ্গে মিলে চাষবাস থেকে রাজনীতি, ভাব-ভালবাসা থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ এসব শুরু করেছে হাজার সাতেক বছর আগে। তারপর ষোষড় শতক থেকে অঙ্ক এবং বিজ্ঞানের যে মারকাটারি অগ্রগতি, তাতে

সবথেকে সুবিধে পেল মানুযে-মানুযে। যোগাযোগ। গত সহস্ত্রব্দের শেষে ইন্টারনেটের সার্থক রূপায়ণের পর সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ আজ মুঠোফোনে জব্দ। পার্থিক সমাজ এবং অপার্থির আন্তর্জালভিত্তিক জনসমষ্টির জটিল আলোচনায় আর না এগিয়ে, একটা ছোট অঙ্ক আগে কষে ফেলা যাক। ধরুন, আপনি একশো লোককে চেনেন। এবার সেই একশো লোকের প্রত্যেকে চেনে আর ও একশে করে লোককে। এইভাবে চলতে থাকলে এই পৃথিবীর সাতশো কোটি মানুষের সবার কাছে একজন মানুষ পৌঁছে যেতে পারেন মাত্র পাঁচটি যোগাযোগের মাধ্যমে। সবটা তো পুরো কাঁটা। কাঁটায় মেলানো যায় না। কারণ, আপনার চেনা একশো আর বন্ধুরা জানা একশোর মধ্যে কিছু একই মানুষ থাকতে পারেন। সেক্ষেত্রে ব্যাপ্তি কিথুটা কমবে। তবে অবাক করার মতো বিষয় হল, পাঁচ না হলে মাত্র ছ'জনের মাধ্যমে একজন কিছু এই পৃথিবীর অন্য একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। আগে এই যোগাযোগের খরচা ছিল অনেক বেশি। কিন্তু আন্তর্জালের যুগে তা একেবারে বিনামূল্যে না হলেও, খরচ নগণ্য। মাসে তিনশো, অর্থাৎ, দিনে মোটামুটি দশ টাকা খরচ করলেই কেল্লা ফতে, সস্তা তো বোঝাই গেল। তবে এবার সময়ের অঙ্কটা করে ফেলা য়াক। দিনে চব্বিশ ঘণ্টা। তার মধ্যে আমরা মোটের উপর বড়জোর ঘণ্টা দুই অবসর সময় পাই। অর্থাৎ, একশো কুড়ি মিনিট। মিনিটে দশটা করে বার্তা পড়লেও মোট পড়া সম্ভব বারোশো বার্তা। এর মধ্যে আপনি যদি লেখেন, তাহলে পড়ার সময় আরও কমে গেল।

যাই হোক, পড়া বা লেখা সবমিলিয়ে অবসর সময়ে হাজার খানেক বার্তার আদানপ্রদানও প্রায় অসম্ভব। এর মধ্যে গান বা ছায়াছবির টুকরো ধরলে আরও মুশকিল। আপনার বন্ধ যদি হয় একশো, তাহলে হয়তো তাদের থেকে গড়ে মোট শ'খানেক বার্তাই পাওয়া যায়। আরও বেশি মুশকিল হল দলে। একেকটা দলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে কথোপকথনের সম্ভাবনা থাকে। একটু সহজ অঙ্ক কষলেই দেখবেন যে, কুড়ি জনের দল হলে তার মধ্যে ১৯০ রকম 'একের সঙ্গে এক' কথাবার্তা হতে পারে এরকম এক একটা রাস্তায় যদি গড়ে পাঁচটা করে কথা হয়, তাহলেই গ্রুপে না'শো মেসেজ।

এখানে কিন্তু নিজের জীবনের যে সময়টুকু প্রতিদিন খরচ হচ্ছে তার দাম দশ টাকার অনেক অনেকে বেশি। সেই মূল্যকে দেবেন, কে-ই বা দেবেন না---সেই বিচার ব্যক্তিবিশেষে নির্ধারিত হবে।

তবে সময়ের অপ্রতুলতার কথা ফিরে আসবেই। তার কারণ ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সময়ের পরিমাপ একেবারেই সমান। এখানে 'হ্যাভ' বা 'হ্যাভ নট' তত্ত্ব কাজ করে না। সেই হিসেবে নিজের লেখার কথা ছেড়েই দিন। যতটা 'বার্তা আপনি দিনে পাচ্ছেন, সেটুকু পড়াই কর্মরত যে কোনও সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব।বয়স্ক মানুষ, যাঁরা চাকরি করেন না।, এবং যাদের সাংসারিক কাজ বেশ কম, একমাত্র তাঁদের পক্ষেই দিনে আট-দশ ঘণ্টা মুঠোফোনের অপার্থির জগতে ব্যয় করা সম্ভব। কিন্তু কাজের মানুষ হলে সে সুযোগ একেবারেই কম।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

মঙ্গলবার আগরতলার দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

আগামী এক বছর অসমের মুখ্যমন্ত্রী-সহ সব বিধায়কের বেতনের ৩০ শতাংশ যাবে কোভিড-১৯ তহবিলে

গুয়াহাটি, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : কেন্দ্রের আদলে এক বছর পর্যন্ত অসমের মুখ্যমন্ত্রী-সহ সব বিধায়কেরও বেতনের ৩০ শতাংশ যাবে কোভিড-১৯ তহবিলে। মঙ্গলবার রাজ্য ক্যাবিনেটে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে।
মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভায় আরও যে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেগুলির আংশিক তথ্য দিয়ে অর্থ, স্বাস্থ্য ও পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানান, প্রথমত রাষ্ট্রীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের অধীনে যাঁদের রেশন কার্ড নেই তাঁদের ১০০০ টাকা করে প্রদান করা হবে। যে সব গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৫ হাজার জনবসতি আছে সেই সব এলাকার ১৫০টি পরিবার ১০০০ টাকা করে পাবে। ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার জনবসতি সম্পন্ন এলাকার ২০০টি পরিবার পাবে সরকারি এই সুবিধা। গ্রাম পঞ্চায়ত সভাপতি ও সদস্যের পরিবারবর্গ এই সাহায্য পাবে না। রেশন কার্ড নেই অথচ দরিদ্র, তাঁরা এই সুবিধা লাভ করবেন। সুবিধাপ্রাপক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ সাবধানতা অবলম্বন করতে পঞ্চায়েত সভাপতি ও সদস্যদের অনুরোধ জানিয়েছেন মন্ত্রী ড় শর্মা।
তিনি জানান, লকডাউনের সময়সীমা বাড়ানোর ব্যাপারে নতুন করে রাজ্য সরকার কোনও নির্দেশনা জারি করবে না। জেলাশাসকদেরও এ সম্পর্কিত কোনও ধরনের নীতি-নির্দেশনা রাজ্য সরকার দেবে না। কিন্তু লকডাউনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি-নির্দেশনা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। লকডাউন প্রত্যাহৃত হওয়ার পর কী কী বন্ধ থাকবে বা কী কী খোলা থাকবে তা পরে জানানো হবে। তবে সামাজিক দূরত্ব অবশ্য বজায় রেখে চলতে হবে। তাছাড়া ১৩ এপ্রিল কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেট বৈঠকের পর লকডাউন সম্পর্কে বিস্তারিত খবর পাওয়া যাবে বলে জানান মন্ত্রী। মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব জানান, পুলিশ ও স্বাস্থ্য পরিষেবার অধীনে কর্মরতদের ৫০ লক্ষ টাকার বিমা সাহায্যের ঘোষণা করা হয়েছিল। আজকের ক্যাবিনেট বৈঠক এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, পুলিশ ও স্বাস্থ্য পরিষেবা ছাড়াও কোভিড-১৯ রোগীর চিকিৎসার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকে ৫০ লক্ষ টাকার বিমা সাহায্যের সুবিধা দেওয়া হবে।

এনআরএসে প্রথম ৩০ জনের করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি স): আতঙ্কের মাঝে খুশির খবর।করোনা আক্রান্ত হয়ে এন আর এস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয় এক যুবকের।আর সেই আতঙ্কে ভুগছে গোটা এন আর এস হাসপাতাল। আর সেই আতঙ্কে ৭৯ জন চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও নার্সকে পাঠানো হয়েছে কোয়ারেন্টিনে।তবে, এনআরএসে প্রথম ৩০ জনের করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ।
সূত্রের খবর,করোনা আক্রান্ত রোগী মৃত্যুর জের, এনআরএসের ৭৯ জন ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী কোয়ারেন্টিনে।প্রথম দফায় ৩০ জনের রিপোর্ট রিপোর্ট নেগেটিভ। রাতে আসবে আরও ২দ্র জনের রিপোর্ট। কয়েকদিন আগে মহেশতলার এক যুবক শারীরিক কিছু সমস্যা নিয়ে এন আর এস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের পুরুষ ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিলেন। শনিবার তার অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাকে সিসিইউতে রাখা হয়। এরপর ধীরে ধীরে ওই যুবকের করোনা সংক্রমনের উপসর্গগুলি প্রকাশ পেতে থাকায় তার নমুনা তড়িঘড়ি পাঠানো হয় নাইসেডে। এরপর শনিবারই মৃত্যু হয় ওই যুবকের। কিন্তু তার মৃত্যুর পরে রিপোর্ট আসে করোনা পজেটিভ।
এই ঘটনার পরেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এন আর এস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ৭৯ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নার্সের পাঠানো হয়েছে কোয়ারেন্টিনে।৭৯ জনের মধ্যে ৩৯ জন চিকিৎসক। প্রত্যেকেরই হচ্ছে করোনা পরীক্ষা। পাশাপাশি জীবাণুমুক্ত করতে বন্ধ রাখা হয়েছে সিসিইউ ও পুরুষ মেডিসিন বিভাগ।কলকাতা পুরসভার সঙ্গে যোগাযোগ করে জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে এনআরএস হাসপাতালে ওই বিভাগ।

ডিমা হাসাওয়ে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান

হাফলং (অসম), ৭ এপ্রিল (হি.স.) : সমগ্র রাজ্যের বিদ্যালয়গুলি এখন হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান চালিয়ে যাচ্ছে। কোভিড ১৯ সংক্রমণ সমগ্র বিশ্ব জুড়ে অতিমারির আকার ধারণ করেছে। ভারতও এ থেকে ছাড় পায়নি। সমগ্র দেশ জুড়ে ২১ দিনের লক ডাউন চলছে। যার দরুন রাজ্যের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। কবে খুলবে এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সে নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা। যার দরুন রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ অনলাইনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করার নির্দেশ করেছে।
এই নির্দেশ জারির পর হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে শিক্ষাদান চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্যের বিদ্যালয়গুলি। লক ডাউন ইতিমধ্যে ১৪ দিন অতিক্রম করেছে। পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের জারি করা নির্দেশে উল্লেখ করা হয়ছে, রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হোয়াটস অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে ছাত্র ছাত্রীদের পাঠদান করতে হবে। সরকারের এই নির্দেশ মেনে ডিমা হাসাও জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ইতিমধ্যে অনলাইনে পাঠ দান শুরু করেছে। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবকের মোবাইল ফোনে হোয়াটস অ্যাপের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলি পাঠদান অব্যাহত রেখেছে। যে সকল অভিভাবকে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন নেই তাদের পার্শবর্তী কারও অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের মাধ্যমে হলেও পাঠদান অব্যাহত রাখা হয়েছে।
ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন স্কুল বিশেষ করে বেসরকারি স্কুলগুলি স্কুলের রুটিন অনুসারে হোয়াটস অ্যাপের মাধ্যমে ক্লাস অব্যাহত রেখেছে। হাফলঙের সেইন্ট অ্যাগনেস কনভেন্ট হায়ার সেকেন্ডারি, স্কুল ডন বসকো হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সহ হাফলঙের অনান্য বেসরকারি স্কুলগুলি স্কুলের রুটিন অনুযায়ী ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছে।

‘ডিটেনশন ক্যাম্প থেকেও ভয়ংকর কোয়ারেন্টাইন সেন্টার’, সাম্প্রদায়িক অপপ্রচারের দায়ে গ্রেফতার অসমের বিধায়ক আমিনুল

নগাঁও (অসম), ৭ এপ্রিল (হি.স.) : ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক অপপ্রচারের দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে মধ্য অসমের নগাঁও জেলার অন্তর্গত ধিঙের এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলামকে। কোভিড-১৯ সংক্রমণ এবং দিল্লির মরকজ নিজামউদ্দিনে তবলিগ-ই জামাত-কাণ্ডের পর সোশাল মিডিয়ায় লাগাতার বিতর্কিত পোস্ট করছিলেন আমিনুল। এগুলি আপত্তিকর ছিলই, কিন্তু তাঁর সর্বশেষ ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক এক অডিও ক্লিপ পুলিশের হস্তগত হলে সক্রিয় হয়ে ওঠে রাজ্য প্রশাসন।
অসম পুলিশের হাতে যে অডিও ক্লিপ এসেছে তাতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সতর্ক করে বিধায়ক আমিনুল বলেছেন, ‘ডিটেনশন ক্যাম্প থেকেও ভয়ংকর কোয়ারেন্টাইন সেন্টার। কোয়ারেন্টাইনের নামে ইঞ্জেকশন দিয়ে মারার পরিকল্পনা করছে সরকার।...’ তাই তিনি স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কোনও সহযোগিতা না করতে তবলিগ-ই জামাত-ফেরত মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছিলেন। অডিওয় তিনি আরও বলেছেন, নিজামউদ্দিন থেকে আগত করোনা পজিটিভ বলে শনাক্ত জাগিরোডে তিন রোগীকে কোনও পরীক্ষা না করেই স্বাস্থ্য বিভাগ তাঁদের কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত বলে ঘোষণা করেছে। এমন-কি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে সুস্থ মুসলমানদের হয়রান করা হচ্ছে, ইঞ্জেকশন দিয়ে করোনা আক্রান্ত করা হয় বলেও অপপ্রচার চালাচ্ছিলেন সংখ্যালঘু এই নেতা। কেবল তা-ই নয়, কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যারা গিয়েছেন তারা আর ঘুরে আসবেন না বলেও সহজ-সরল মুসলমান সমাজকে বিপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করছেন বিধায়ক আমিনুল ইসলাম।
এদিকে অডিও ক্লিপ পুলিশের হাতে পৌঁছামাত্র সোমবার রাতে ধিঙে তাঁর বাড়িতে হানা দেয় নগাঁও পুলিশ। রাতেই বাড়ি থেকে তাঁকে নগাঁওয়ে পুলিশ গেস্ট হাউসে নিয়ে আসা হয়। রাত দুটো পর্যন্ত বিধায়ক আমিনুল ইসলামকে জেরা করেন পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা। অডিওয় তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর, তা স্বীকার করার পর মঙ্গলবার ভোররাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে নগাঁও সদর থানায় ৮৭৭/২০০২ নম্বরে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২০(বি), ১৫৩(এ), ১২৪(এ), ২৯৫(এ) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের সাথে একজোট হয়ে কাজ করার আবেদন বামেদের

কলকাতা,৭ এপ্রিল (হি স): বর্তমানে আতঙ্কে ভুগছে শহরবাসী। আর তারই মাঝে মঙ্গলবার নবান্নে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করেন সিপিএম। বৈঠকে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের সঙ্গে একজোট হয়ে কাজ করার আবেদন বামেদের। করোনা মোকাবিলায় কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় এসব আলোচনার পাশাপাশি,এই পরিস্থিতিতে কীভাবে কাজ করতে হবে তা নিয়ে ১৭ দফা দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরকাছে স্মারকলিপিও জমা দেয় বামেদের তরফে।
নবান্ন সূত্রে খবর, এদিন দেশের বিভিন্ন রাজ্যে থাকা এই রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের কীভাবে বাড়িতে ফেরানো যায়, চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু , সিপিআইএমের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র , বাম শরিক নেতা মনোজ ভট্টাচার্য র ছাড়াও আরও অনেকে।

সিউড়িতে একাধিক জায়গায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ড, ভষ্মীভূত বাজার

বীরভূম, ৭ এপ্রিল(হি. স.) : বীরভূমের সিউড়িতে পৃথক তিনটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেল সিউড়ির বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন কোট বাজার কাপড় বাজার এলাকা র দোকান। এই ঘটনায় পাশেই সরকারি আবাসন এর দুটি হাউজিংয়ে অগ্নিকাণ্ড ছড়িয়ে পড়ে। ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে এলাকায়। মঙ্গলবার দুপুরে বিধ্বংসী এই অগ্নিকাণ্ড কি ঘটে কোট বাজার এলাকায়। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবি প্রায় ৫০ টির বেশি দোকানের আগুন লাগে এবং কয়েক লক্ষাধিক টাকার মালপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যাই। এদিন স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সিউড়ি শহরের বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন মীন ভবনের কাছে কোর্ট বাজারের কাপড়ের দোকানগুলোতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। কাপড়ের দোকান ছাড়া সেখানে মোবাইলে রিচার্জ জুতো চপ্পল ঘড়ি চশমা টুপি প্রভৃতি অন্যান্য বেশকিছু দোকান ছিল। সেগুলো সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। এদিন দুপুর আনুমানিক দুটো নাগাদ অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি নজরে আসে। দোকানগুলি অস্থায়ীভাবে কাঠ, বাশ, প্লাস্টিক, টিন প্রভৃতি দিয়ে নির্মাণ করা এবং সেগুলি পরপর পাশাপাশি অবস্থান করায় যাতায়াতের রাস্তা খুবই সংকীর্ণ ছিল। তাই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়াও সময়মতো দমকলের গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও রাস্তাগুলি সংকুচিত হওয়ায় ভিতরে ঢুকতে সমস্যা হয়। আর সেই সময় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে একটি থেকে আরেকটি দোকানে। তবে কিভাবে আগুন লাগলো সেই কারণ নিয়ে ধন্দে সবাই।
ব্যবসায়ীদের দাবি, লকডাউনের আগে চৈত্র সেলের জন্য বহু টাকার জামা কাপড় মজুদ করা হয়েছিল। যেহেতু বর্তমানে দোকান বন্ধ তাই কার্যত সব মালপত্র পুড়ে ছাই বলে আরও দাবি তাদের। দমকল বাহিনী প্রায় ঘন্টা তিনেকের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় ব্যবসায়ী শেখ মিরাজ, শেখ আব্বাস রা জানান,’লকডাউন থাকার কারণে ওই বাজার চত্বর এলাকা দুপুরের সময় কার্যত জনমানব শূন্য ছিল। দুপুরে হঠাৎ কিছু বোঝার আগেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে একটি দোকান থেকে আরেকটি দোকান। এখন বাজার বন্ধ থাকলেও বহু দোকানে অনেক মালপত্র মজুদ ছিল। প্রায় কয়েক লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।’
অন্যদিকে কাপড়ের বাজারের পাশে থাকা একটি সরকারি আবাসনে ছড়িয়ে পড়ে এই আগুন। রাস্তার ধারে উড়ে আসা আগুন সরকারি আবাসন এর দুটি হাউজিংয়ের ছড়িয়ে পড়ে। সেইসঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ায় আবাসনের ভেতরে থাকা বৃহদাকার দুটি গাছে, আবাসন এর চারপাশে পড়ে থাকা শুকনো পাতায় এবং ভেতরে থাকা একটি জলশূন্য শুকনো জলাশয় আগুন ছড়িয়ে পড়ে নিমেষের মধ্যে। ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় আবাসনের ভেতরের দুটি হাউজিংয়ের। দ্রুত হারে আগুন ছড়িয়ে পড়তে দেখে আবাসনের সরকারি কর্মচারী এবং তাদের পরিবার বাড়ির জিনিসপত্র সেখানেই ফেলে ছুটে বাড়ির বাইরে থেকে বেরিয়ে অন্যত্র চলে যান। এরইমধ্যে আগুনের তীব্রতায় সরকারি আবাসনের দুটি হাউজিংয়ে জানালা-দরজা থেকে শুরু করে বাইরে রাখা বিভিন্ন সামগ্রী আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়।
অন্যদিকে এর কিছুক্ষণ আগেই শিউলির আরো দুটি পৃথক জায়গাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সেখান থেকে দমকলের ইঞ্জিন গুলি আগুন নিভিয়ে ফিরতে কিছুক্ষণ দেরি হওয়ায় কাপড় বাজারের আগুন ছড়িয়ে পড়ে অনেক খানি। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ সরকারি কোন নির্দেশ উপেক্ষা করে বেআইনিভাবে সম্পূর্ণ জায়গা অবরুদ্ধ করে এই কাপড় বাজার চলছে দীর্ঘদিন ধরে। কোনরকম বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই বিপজ্জনকভাবে শিউলির একটি গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল এলাকায় কোন সরকারি নিয়ম না মেনেই অবৈধভাবে এই বাজার অবস্থান করছে বলে অভিযোগ। গত ৬ মাস আগে এই একই বাজারে একই জায়গায় বিধ্বংসী আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে। কিন্তু তার পরেও কেন এইভাবে সংকীর্ণ অবস্থায় বেআইনিভাবে একটি বাজার অবস্থান করছে সে নিয়ে প্রশাসনের কোনো হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। অগ্নিকাণ্ডের সময় জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও তারা কার্যত ছিলেন দর্শকের ভূমিকায়। কারণ অগ্নিকাণ্ডের তদন্তের পর কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে জেলা পুলিশকে দেখা যায়নি। অন্যদিকে এদিন সিউড়িতে আরো দুটি পৃথক জায়গায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সিউড়ি আব্দারপুর এলাকায় অবস্থিত এফসিআই গোডাউনে পেছনে শুকনো মাঠে গাছ পাতায় আগুন লেগে যায় আচমকা। ঘটনায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে এফসিআই গোডাউন লাগোয়া এলাকায়। ক্ষণিকের মধ্যে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনায় এফসিআই গোডাউন এ কোন ক্ষতি হয়নি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। যদিও গোডাউনে কর্মীরা জানিয়েছেন আর কিছুক্ষণ দেরি হলেই এই আগুন এফসিআই গোডাউনে থাকা কয়েক হাজার বস্তা চাল ডাল আলু পুড়িয়ে তছনছ করে দিত। কারণ এখন লকডাউন এর জেরে বিপুল পরিমাণ সরকারি খাদ্য সামগ্রী এই এফসিআই গোডাউন এই মজু ত করা হয়। যদিও এই আগুনের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এফসিআই গোডাউন এর পেছনে থাকা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়। সেখানে বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আগুন ছড়িয়ে পড়ে বলে জানা গেছে। তবে সেখানে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এছাড়া সিউড়িতে দিন আরো একটি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে কেন্দুয়া শিব তলা এলাকায় একটি বাড়িতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে ওই বাড়িতে আগুন লাগে। দমকলের দুটি ইঞ্জিন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বাড়ির বাসিন্দাদের দাবি লক্ষাধিক টাকার জিনিসপত্র আগুনে পুড়ে গেছে।

অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে নিয়ে আনাহারে করিমগঞ্জ জেলার এক দিনমজুর, কান্না শুনছেন না কেউ

করিমগঞ্জ (অসম), ৭ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা মহামারি থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করার জন্য দেশ জুড়ে লকডাউন চলছে। যা আজ ১৪ দিনে পড়েছে। লকডাউন মানে সব বন্ধ। দিনমজুরের রোজগারের পথও বন্ধ। গৃহবন্দি হয়ে অসহায় ভাবে দিনযাপন করছেন এমন অনেকেই আছেন। এদের মধ্যে একজন হলেন রূপা দে। স্বামী-স্ত্রী দুজনের সংসার। শারীরিকভাবে অক্ষম রূপা। এর চেয়ে বড় ব্যাপার হলো তিনি আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা। ঘরে নেই পর্যাপ্ত খাবার। ওষুধপত্র কেনার জন্য হাতে নেই টাকা। বাড়ি করিমগঞ্জ জেলার লঙ্গাই-এর পার্শবর্তী কাটাখালে অবস্থিত ঠাকুরপাড়া কলোনিতে। স্বামী সেবক দে পেশায় দিন মজুর। পরিবারে নেই কোনও রেশন কার্ড। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় সব সময় চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হয়। নিয়ম করে ওষুধ খেতে হয়। কিন্তু রূপা এ সব খেতে পারছেন না।
রূপা দের এই করুণ পরিস্থিতির খবর পান লায়ন্স ক্লাব কাটিগড়া গ্রেটারের সভাপতি শমীন্দ্র পাল। মঙ্গলবার তিনি ছুটে যান রূপা দের বাড়ি। যাবার সময় মুদি দোকান থেকে ১০ কিলো চাল, ডাল, আলু, রিফাইন্ড তেল, পেঁয়াজ, লবণ, পাপড়, সব ধরনের মশলা, চিড়া, বিস্কুট, চা সহ অনুসঙ্গিক খাদ্য সামগ্রী নিয়ে যান। সামগ্রীগুলি রূপা ও স্বামী সেবক দেৰ হাতে তুলে দেন শমীন্দ্র। আর চিকিৎসা বাবদ কিছু টাকা রূপার হাতে দেন।
তিনি শমীন্দ্র পালের দান পেয়ে আকাতরে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। রূপা জানান, বাড়ির মালিক অভিনাশ আচার্য রেশন কার্ডের মাধ্যমে যে চাল পেয়েছেন, সেখান থেকে কিছু চাল দিয়েছিলেন বলেই গত রাতে খাবার জুটেছিল তাদের। তিনি আরও জানান, সরকারি সাহায্য পাওয়ার জন্য তাদের অবস্থা জানিয়েছিলেন সরকারি আধিকারিক বা জনপ্রতিনিধিদের। কেউ পাশে দাঁড়াননি। কাটাখালের সেক্রেটারির কাছে নিজের অবস্থা বিষয়ে বলেও কোনও সাহায্য পাননি। উল্টো তাঁকে জেলাশাসকের কার্যালয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সেক্রেটারি। কিন্তু এই লকডাউনের মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় কীভাবে ডিসি কার্যালয়ে যাবেন, এনিয়ে চিন্তিত ছিলেন তিনি।
এদিকে ওয়ার্ড সদস্য বিশু চন্দের সাহায্য চাইলে তিনি নাকি বলেন, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকলে কাজ হবে। কিন্তু তাদের তো ব্যাংকে খাতা

ছয়ের পাতায়

আতঙ্কিত না হয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে, বার্তা অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি স):লকডাউন খোলার পর ভারতীয় অর্থনীতি চাঙ্গা করতে নোবেল জয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অ্যাডভাইজারি বোর্ডের মাথায় রেখে সোমবারই গ্লোবাল অ্যাডভাইজারি বোর্ড গঠন করেছে রাজ্য সরকার। আর এরপরই মঙ্গলবার নবান্নে এক বৈঠকে ভিডিওকলে যোগ দিয়েছিলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই বৈঠকে করোনা মোকাবিলায় ”আতঙ্কিত না হয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে” এমনটাই বার্তা দেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়।
এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ” আমরা অন্য কোনও সময়ে কথা বলতে পারলে বোধহয় ভালো লাগত, কারণ এই সময়টা সারা পৃথিবীর জন্যই সত্যি খুব খারাপ সময়। এই সময়ে তাই আতঙ্কিত না হয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে। আতঙ্কিত হলে বিচারবুদ্ধির স্খলন হয়”। এরপর মুখ্যমন্ত্রীকে নোবেলজয়ী বলেন ” বাজারগুলো খোলা হচ্ছে সেখানে সবাই যাতে মাস্ক ব্যবহার করে এবং ক্রেতা-বিক্রেতাদের ক্ষেত্রে যাতে যথাযথ স্যানিটাইজ করা হয়, সেটা দেখে নিলে খুব ভাল হয়। বাজারে ঢোকা ও বেরোনোর সময়ে হাত স্যানিটাইজ করা উচিত।আপনি কয়েকটি লক্ষণরেখা এঁকে দিয়েছিলেন বাজারগুলিতে। কিন্তু অনেক সময়ে সেই লক্ষণরেখার ওপারে চলে যায় মানুষ। সেক্ষেত্রে যদি ইট রেখে দেওয়া যায়, তাহলে বোধহয় ভাল হয়। ইট সহজে টপকাবে না মানুষ”।
পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী নোবেল জয়ী কে বলেন, ”আপনি ভালো থাকবেন ” একথা বললে তিনি প্রতুত্তরে মুখ্যমন্ত্রী কে বলেন , ” আমি তো ঘরবন্দি। অফিসের কাজ করছি বাড়ি থেকে। আমার কোনও ভয় নেই। আপনি এত জায়গায় ঘুরে বেড়ান। আপনি সাবধানে থাকবেন। আপনার জন্য চিন্তা হয়”।

অসমে আরও এক, এবার হইলাকান্দির জনৈক সৌদি-ফেরত ব্যক্তি করোনা-আক্রান্ত, সংখ্যা বেড়ে ২৮

গুয়াহাটি, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : অসমে আরও এক ব্যক্তির শরীরে কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তিনি সৌদি আরব ফেরত হাইলাকান্দি জেলার বাসিন্দা। এ নিয়ে রাজ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২৮ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে।
মঙ্গলবার রাতে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা ট্যুইট করে এই খবর দিয়েছেন। এখন প্রতিদিনই রাজ্যে বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। আজ সকালে ধুবড়ির একজনকে এই মারণ সংক্রমণে আক্রান্ত বলে জানিয়েছিলেন মন্ত্রী। আক্রান্ত ধুবড়ির নাগরিকের সঙ্গে দিল্লির মরকজ নিজামউদ্দিনে তবলিগ-ই জামাতের সম্পর্ক ছিল। তিনিও গিয়েছিলেন তবলিগ-ই জামাতে। কিন্তু হাইলাকান্দির নতুন আক্রান্ত ব্যক্তি সম্প্রতি সৌদি আরব থেকে এসেছিলেন বলে ট্যুইট করে জানান তিনি।

হাজরা রোডে বিউটি পার্লারের আড়ালে বেআইনিভাবে বিদেশি মদ বিক্রি

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি স): করোনা কাঁটায় দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। করোনা সংক্রমণ এড়াতে লকডাউন চলছে কলকাতাতেও।কিন্তু এই লকডাউন এর মাঝেই হাজরায় এক বিউটি পার্লারে বেআইনিভাবে মদ বিক্রির অভিযোগ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিউটি পার্লারে হানা আবগারি দফতরের সাউথ ডিভিশন এর অফিসাররা।
লক ডাউন এর জেরে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সমস্ত মদের দোকান।আর সেই সুযোগ নিয়েই চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছিল ওই বিউটি পার্লারের আড়ালে বিদেশী মদ। এমনটাই খবর আবগারি দফতর সূত্রে।আবগারি দফতর সূত্রে আরও খবর ,শুল্ক ফাঁকি দিয়ে প্রচুর পরিমাণে মদ মজুদ করা হচ্ছিল ওই বিউটি পার্লারে।লকডাউন সময় তা চড়া দামে বিক্রিও করা হচ্ছিল। ইতিমধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ওই পার্লার। বেআইনিভাবে বিদেশি মদ বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে একজনকে।

কেন্দ্র লকডাউন ঘোষণার পরে নিজেরাই তা ভাঙাচ্ছে, সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা,৭ এপ্রিল (হি স):”কেন্দ্রীয় সরকার জন-ধন প্রকল্পের নামে কী সব সুবিধা দিচ্ছে। আর তার জন্য হাজার হাজার লোক লাইনে দাঁড়াচ্ছে। কেন্দ্র লকডাউন ঘোষণার পরে নিজেরাই তা ভাঙাচ্ছে”। মঙ্গলবার নবান্নে বৈঠক থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এই মন্তব্য করেই সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ” কেন্দ্র লকডাউন ঘোষণার পরে নিজেরাই তা ভাঙাচ্ছে। এটা আমরা ভাল ভাবে নিচ্ছি না। আমি মুখ্যসচিবকে এ ব্যাপারে কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলতে বলেছি।”
অন্যদিকে রেশনে চাল, ডাল বিলি নিয়েও নাম না করে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন , ”রেশনের চাল নিয়ে রাজনীতি করছে। এটা ঠিক নয়। রেশনের নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইছে। যদি দলের পক্ষ থেকে মানুষকে কিছু দিতে হয় তবে তা বাইরে থেকে কিনে দিন। আমাদের দলও কিনে দিচ্ছে”।

বিশ্ব পরামর্শদাতা কমিটি তৈরি হল পশ্চিমবঙ্গে

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : করোনাভাইরাস মোকাবিলায় বিশ্ব পরামর্শদাতা কমিটি তৈরি করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মঙ্গলবার বিকেলে কমিটির ৮ সদস্যের নাম ঘোষণা হল নবান্ন থেকে।
কমিটিতে আছেন নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘হু’-র প্রাক্তন আঞ্চলিক অধিকর্তা স্বরূপ সরকার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিডিসি-র প্রাক্তন প্রধান টম ফ্রিডেন, বিশ্বব্যাংকের অর্থনীতিবিদ জিষ্ণু দাস, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব তথা পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের আইএএস জেভিআর প্রসাদ , ইউএনএডস- এর কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট সিদ্ধার্থ দুবে, চিকিৎসক সুকুমার মুখোপাধ্যায় এবং কমিটির আহ্বায়ক হয়েছেন চিকিৎসক অভিজিৎ চৌধুরী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দফতরের বিশেষ তদারকি শাখা প্রশাসনিক বিভিন্ন সহযোগিতা এই কমিটিকে দেবে।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

স্বাস্থ্য রক্ষায় উচ্চ ক্যালিরযুক্ত চারটি পানীয় যা অবশ্যই এড়িয়ে চলা উচিত

প্রতিদিনই ড্রিংকস খাওয়া দেহের জন্য বেশ ক্ষতিকর। এই গরমে ক্ষতিকর উপাদানটি প্রায়ই খাওয়া হয়ে থাকে। সাধারণত ড্রিংকসগুলোতে ক্যালরির পরিমাণ অনেক বেশি থাকে যেগুলোতে আমদের শরীরের স্থূলতা বাড়াতে সহায়তা করে থাকে। আসুন জেনে নিই এমন চারটি উচ্চ ক্যালরিযুক্ত ড্রিংকসগুলো এর কথা যা আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। ফ্রুট স্মুথি— ফলের জুসে স্বাভাবিকভাবেই অনেক পুষ্টিকর উপাদান আছে কিন্তু ফ্রুট স্মুথিতে থাকে। এতে মোটামুটিভাবে ৪৫০ গ্রাম ক্যালরি, ২৪ গ্রাম ফ্যাট থাকে যা শরীরের জন্য আসলেই ক্ষতিকর। তাই যতটা সম্ভব এই ফ্রুট স্মুথি ড্রিংকস থেকে দুরে থাকুন শরীর সুস্থ রাখুন। স্পেশাল কফি ড্রিংকস --- সকাল সকাল কফি খেলে এর ক্যাফেইন শরীরে ক্যালরি উৎপাদন করতে থাকে। এচাড়া স্টেুবেন্টুগুলোতে করা স্পেশাল কফি ড্রিংকসগুলোতে ৫০০-৬০০ গ্রাম ক্যালরি এবং ২০-২৫ গ্রাম ফ্যাট থাকে যেগুলো আমাদের শরীরের ক্ষতিসাধন করে থাকে। তাই এই ড্রিংকসটি খাওয়া থেকেও বিরত থাকুন। ককটেল ড্রিংকস--- সাধারণত বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে ছেলেমেয়েরা এই ককটেল ড্রিংকসটি খেয়ে থাকে। এই পানীয়টিতে কয়েকটি ড্রিংকস একই সাথে মেশানো তাকে। এতে ফ্যাটের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। এতে ৭০০ গ্রামের মত ক্যালরি থাকে। শরীর সুস্থ রাখতে এই ককটেল ড্রিংকস খাওয়া থেকেও বিরত থাকা উচিত। এনার্জি ড্রিংকস— বাজারে পাওয়া বিভিন্ন ধরনের এনার্জি ড্রিংকসগুলোতে শরীরের জন্য বেশ ক্ষতিকারক। কেননা এগুলোতে ২৮০ পরিমাণ ক্যালরি, ৬২ গ্রাম ফ্যাট এবং প্রচুর পরিমামে সোডা থাকে এই এনার্জি ড্রিংকসগুলো খাওয়া থেকেও বিরত থাকা ুচিত কেননা এগুলো খেলে লিভার আক্রান্ত থেকে শুরু করে হার্টের সমস্যাও হতে পারে।

সফল ও সুস্থ যৌন জীবনের জন্য যে ব্যাপারগুলো জেনে রাখা খুব জরুরি

আমাদের সমাজে আমরা যৌনতা নিয়ে কথা বলি না, উপযুক্ত যৌন শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারেও আমরা আগ্রহী নই। পলে জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যে অধ্যায়, সেটি নিয়ে বেশিরভাগ জিনিসই রয়ে যায় আমাদের ধারণার বাইরে। অনেকেই এই তীব্র কৌতূহল মেটাবার জন্য আশ্রয় নিয়ে থাকেন পর্ণগ্রাফি বা চটি লেখার। ফলে তাদের ভ্রান্ত ধারণা তাদের বেড়ে যায় আরো অনেক বেশি। যৌনতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা একজন ম ানুষের স্বাভাবিক যৌন জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলে। বিষয়টি মোটেও অবহেলা করার মতন কিছু নয়, কেননা যৌন জীবন বিপর্যস্ত হলে দাম্পত্য সম্পর্কেও তৈরি হ তে পরে নানান সমস্যা। তাই সুন্দর দাম্পত্যের সুস্থ জীবনটাও অত্যাবশক। জেনে নিন এমন দশটি িবিষয়, যেগুলো সুস্থ, ুসন্দর ও সফল যৌন জীবনের জন্য মনে রাখা জরুরি। যৌনতা কেবল শরীরি প্রেম নয়। সুন্দর ও আনন্দময় যৌন সম্পর্কের জন্য মনসিক ভ ালোবাসার বন্ধন অটুট হওয়া বাঞ্চনীয়। এবং কেবল সেভাবেই সফল হতে পাত্রে আপনার যৌন জীবন। মনে রাখবেনত, সৌন্দর্য দেহে নয় সৌন্দর্য মানুষের দৃষ্টিতে। একেকটা মানুষের শরীরে একে রকম। প্রত্যেকেই তার নিজের মত করে সুন্দর। প্রিয়জনের মাঝে তার সে বিশেষ সৌন্দর্যকে দেখার চেষ্টা করুন। আপনার নিজের শরীরে যেমন নানা ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, তার শরীরেও আছে। এই ব্যাপারটিকে সহজভাবে গ্রহণ করুন।

যৌনতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত ও সঠিক ধারণা থাকা একান্ত জরুরি। এক্ষেত্রে নানান রকম বৈজ্ঞানিক বইপত্র ও প্রবন্ধের সাহায্য নিতে পারেন। নিজে শিক্ষিত হোন, সঙ্গীকেও করে তুলুন। বন্ধুদের সাথে যৌন জীবনে নিয়ে আলাপ আলোচনা হতেই পারে। কিন্তু কখনো তাদের সাথে নিজের ড্রেযৌন জীবনকে তুলনা করবেন না। কিংবা তাদের সঙ্গীর সাথে নিজের সঙ্গীকেও নয়। সফল যৌন জীবনের সাথে শারীরিক ভাবে সুস্থ ও ফিট থাকার একটা সম্পর্ক আছে। চেষ্টা করুন নিজেকে নীরোগ ও ঝরঝরে রাখতে। একটা কথা মনে প্রাণে গেঁথে নিন যে পর্ণগ্রাফি বা ব্লু ফিল্মে যা দেখানো হয় তার পুরোটাই অভিনয়। এসবে বাস্তবতার পরিমাণ খুবই অল্প। এত অল্প যে এগুলো নিজের বাস্তব জীবনে চেষ্টা ক রা অনেক ক্ষেত্রেই অসুস্থতায় পর্যায়ে বড় এবং সঙ্গীও বিমুখ হয়ে পড়তে পারেন আপনার প্রতি। তাই পর্ণগ্রাফির ছায়া থেকে মুকরাখুন নিজের যৌন জীবনকে।

প্রতিটি মানুষের যৌন চাহিদা বা যৌন ইচ্ছা কোনোক্রমেই একরকম হবে না। মহিলা ওপুরুষের কাছে ও যৌনতার অর্থ ভিন্ন র কম, চাহিদাও আলাদা আলাদা। তাই নিজের সঙ্গীকে বুঝতে চেষ্টা করুন। তার চাহিদা বুঝুন, তাকে নিজের চাহিদা বুঝেন।দুজনে সমঝোতার মাধ্যমে গড়ে তুলুন সুন্দর যৌন জীবন পেতে অবশ্যই এক সময়ে একজন সঙ্গীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন। একাধিক সঙ্গী আপনাকে মূলত কারো সাথেই সুখী হতে দেবে না। শারীরিক সুখ হয়ত আসবে, মানসিক প্রশান্তি নয়। মিষ্টি স্পর্শ, ছোট্ট আদর, প্রশংসা মূলক কথা, পরস্পরের নিঃশ্বাসের একান্তে থাকা ইত্যাদি যৌনতার মতই গুরুত্বপূর্ণ। আর এগুলোর বহিঃ প্রকাশের ওপরেই নির্ভর করে সফল যৌন জীবন। কেবল নিজের তৃপ্তি নয়, স ঙ্গী মানসিক ও শারীরিকভাবে তৃপ্ত হচ্ছেন কিনা সেটাও অতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখুন।

স্তনে ব্যথা কিংবা চাকার অনুভূতি ঃ সাবধান হউন

স্তনে ব্যথা কিংবা শক্ত কোনো পিন্ড অনুভব করার সমস্যাটির মুখোমুখি যে কোন মেয়েই জীবনের কোনো না কোনো সময় হয়েছে। সদ্য কৈশোর পার করা মেয়েটি তার স্তনের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন দেখে রীতিমত অবাক হয়, সে সাথে স্তনে চাকা বা ব্যথার অনুভূতি তাকে ব্রেস্ট ক্যান্সার হবার শঙ্কায় শঙ্কিতকরে তুলে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে ব্যথার বিষয়টি ডাক্তাররা বেশইতিবাচকভাবেই দেখেন, কারণ স্তনের কোন পিন্ড যদি প্রাথমিক পর্যায়েই ব্যথা করে তার মানে সেটি ক্যান্সার বা টিউমার রূপ নেবার সম্ভাবনা খুব কম। স্তন ক্যান্সারের শুরুর দিকে একেবারেই ব্যথাহীন থাকে। তাছাড়াও যাদের বয়স তুলনামূলকভাবে কম। তাদেরও ক্যান্সার হবার ঝুঁকি কম থাকে। যেহেতু আমাদের দেশে মহিলারা তাদের স্তনে কোনো সমস্যা হলে সেটি প্রকাশ করতে লজ্জা পান, তাই ঠিক কখন বা কি ধরনের সমস্যায় ডাক্তারের কাছে যেতে হবে সেই ব্যাপারটি জানা থাকা। অত্যন্ত জরুরি। ফলে কাজটি যেমন সহজ হয়ে যায়, তেমনি াপনার কারণ ভয় আর ঝুঁকির হারও কমে যায়। স্তনে অস্বাভাবিক তা দেখারআগে চলুন জেনে নেয়াক আপনার স্তনের স্বাভাবিক অবস্থা বা ঝুঁকিহীন সমস্যাগুলো কি কী হতে পারে— প্রথম বয়ঃসন্ধিকালের পর থেকেই মেয়েদের স্তন একটি ছোট ও অপরটি বড় থাকতে পারে।আকারের খুব বেশি অসামঞ্জস্য বা দৃষ্টিকটু পার্থক্য না থাকলে এ নিয়ে ভাবিত হবার কিছু নেই। তবে লক্ষ্য করুন দুই স্তনের একই জায়গাগুলোতে ঘনত্ব সমান কি না । হাত দিয়ে অনুভব করলে দেখবেন আপনার স্তনের উপরের ও বাইরের দিকের অংশ একটু শক্ত ও দড়ি পাকানো বলে মনে হয়, কারণ এই এলাকা থেকে স্তনগ্রন্থির শুরু। এর থেকে যত নিচের দিকে নামতে থাকবেন চর্বির কারণে তত নরম অনুভূত হবে। এছাড়াও প্রতি মাসে মাসিকের ঠিক আগে আগে বা মাসিকের সময় স্তনে ব্যথা বা পিন্ড অনুভূত হওয়াটা স্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু লক্ষ্য রাখুন ব্যথা বা পিন্ডটি সে মাসের মাসিকের পর বা পরবর্তী মাসিক পর্যন্ত থাকে কি না। যদি না থাকে তবে সেটা নিয়েও চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। তাহলে কখন যাবেন ডাক্তারের কাছে? প্রথমেই দেখবেন স্তনে অনুভূত হওয়া চাকাটি কি একেবারেই নতুন কী না, এর আগের কোনো মাসিকের সময় এর অস্তিত্ব টের পাননি এমন হয়েছিল কি না। নতুন অনুভূত অস্বাভাবিক অস্বস্তিকর পি ন্ডটি যদি পরবর্তী মাসিক পর্যন্ত থেকে যায় বা তুলনামূলকবাবে বড় হয় তবে অবস্যই ডাক্তারের কাছে যান। স্তনের শক্ত পিন্ডটির বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করুন যদি কয়েকদিনের মধ্যে খুব দ্রুত বড় হতে থাকে এবং ব্যথা না থাকে তাহলে দ্রুত ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়ার দরকার। যদি দেখেন পিন্ডটি নড়ছে অর্থাৎ অনুভব করার সময় হাত থেকে পালিয়ে যেতে চাইছে এবং তার নির্দিষ্ট জায়গা থেকে বেশ দূরে চলে যাচ্ছে, তবে সেটা আপনার স্তনগ্রন্থির পরিবর্ত নির্দেশ করে, এমন পরিবর্তনে অনেক ক্ষেত্রেই অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। স্তনের ত্বকে কোনো ধরনের পরিবর্তন হলে, যেমন ত্বক বেশি লাল হয়ে গেলে, কোচকানো বা বলিরেখার মত দাগ দৃষ্টি হলে, ত্বকে টোল খেয়ে গেলে কিংবা পাউরুটির শক্ত অংশের মত শক্ত হলে দেরি না করেই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। স্তনের বোটার বেশ কিছু পরিবর্তনেও সচেতন হতে হবে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়--- স্তনের বোটা স্বাভাবিক চেয়ে বেশি ভেতরে ডুকে গেলে কিংবা বোটা থেকে কোন ক্ষরণ নিঃসৃত হতে পারে। স্তন থেকে ক্ষরিত রস জলের মতো বা হলুদ, বাদামি লালচে বিভিন্ন রঙেরও হতে পারে। এছাড়াও স্তনে ব্যাকটেরিয়া আক্রমণে হঠাৎ করে প্রচন্ড ব্যথা ও পুঁজ হতে পারে, এই সময়ে ডাক্তারের ছুরির নিচে গিয়ে পুঁজের বিনাশ ঘটানোটা হবে বুদ্ধিদীপ্তি সিদ্ধান্ত।

রূপচর্চা ও ত্বক স্কিন মধু ও লেবু ব্যবহার করুন

মধু এবং লেবুতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল উপাদানে ভরপুরে মধু ও লেবু ওজন কমাতেও বেশ কার্যকরী। রূপচর্চার জন্য যদি প্রাকৃতিক উপাদান বেছে নিতে কেউ পছন্দ করলে মধু এবং লেবু হতে পারে খুব ভালো প্রাকৃতিক উপাদান। রূপচর্চাবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে ত্বক, চুল ও স্বাস্থ্যের যত্নে লেবু ও মধুর উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হয়। এই প্রতিবেদনে এমনই কিছু বিষয় তুলে ধরা হল।

বাড়তি ওজন ও পেটের মেদ কমায়

লেবুতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান দেহের চর্বি কমাতে সাহায্য করে। অন্যদিকে মধু শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে ব্যয়াম করতে সহায়তা করে। সকাল বেলা একগ্লাস কুসুম গরম জলের সঙ্গে এক চা চামচ মধু ও অর্ধেক লেবুর রস মিশিয়ে পান করলে ওজন ও পেটের মেদ কমবে।

শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত সমস্যা দূর করে

এক গ্লাস হালকা গরম জল সঙ্গে এক চা চামচ মধু ও দুই চা চামচ লেবুর রস মিশিয়ে পান করলে ঘন কফ ও শ্লেষ্মা খুব সহজেই শিথিল হয়ে বের হয়ে আসবে। তাছাড়া এই পানীয় নাক সংক্রান্ত যেকোন সমস্যা তাৎক্ষণিকভাবে উপশম করতে সাহায্য করে ।

ত্বকের কালো দাগ কমাতে

প্রাকৃতিক উপায়ে ত্বকের কালো দাগ কমাতে লেবু ও মধুর মিশ্রণ বেশ কার্যকারী। এক্ষেত্রে সমপরিমাণ মধু ও লেবু একসঙ্গে মিশিয়ে মিশ্রণটি আক্রান্ত স্থানে লাগিয়ে ২০ থেকে ৩০ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। তারপর ঠাণ্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেললেই ত্বক দেখাবে উজ্জ্বলও প্রাণবন্ত। তাছাড়া মধুতে বিদ্যমান অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উপাদান ত্বকের বলিরেখা কমাতে সাহায্য করে। দ্রুত ব্রণ শুকাতে সাহায্য করে

সমপরিমাণ মধু ও লেবুর তৈরি পেস্ট ব্রণ শুকাতে চমৎকার কাজ করে। এক্ষেত্রে লেবুর রসে থাকা অ্যাসিড ব্রণ শুকাতে এবং মধুতে থাকা অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য ত্বক সংক্রমণ ও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। তাছাড়া এ পদ্ধতিতে নারী ও পুরুষ উভয়ের ব্রণ সমস্যা দূর হবে।

ঠাণ্ডা ও ইনফ্লুয়েঞ্জা উপশমে

ভিটামিন সি সমৃদ্ধ লেবু ও মধু ঠাণ্ডা ও ইনফ্লুয়েঞ্জার সমস্যা কমাতে কাজ করে। তাছাড়া আদা শরীরের ইমিউন সিস্টেম ঠিক রাখে । ঠাণ্ডা এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে রক্ষা পেতে আদার সঙ্গে মধু ও লেবু দিয়ে তৈরি চা পান করলে উপকার পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে প্রথমে আধা লিটার জল গরম করতে হবে এবং ওই জলে তিন টেবিল চামচ মধু ও তিন টেবিল চামচ লেবু মেশাতে হবে। তারপর দুই টুকরা আদা মিশিয়ে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে নামিয়ে ফেলতে হবে।

হজম নালী ঠিক রাখতে

এক গ্লাস জলের সঙ্গে এক চা চামচ মধু ও দুই চা চামচ তাজা লেবুর রস মিশিয়ে পান করলে আলসার, উচ্চমাত্রার অ্যাসিডিটি ও বদহজম জনিত সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া পানীয়টি ত্বকের পিএইচ লেভেল স্বাভাবিক রাখতে এবং যকৃতের বিষাক্ত পদার্থ দূর করতেও সহায়তা করে।

ছোট খাটো আঘাত ও পোকা মাকড়ের কামড় ভালো করে

সমপরিমাণ মধু ও লেবু দিয়ে তৈরি পেস্ট আক্রান্ত স্থানে লাগালে ছোটখাটো আঘাত খুব সহজেই ভালো হবে। কারণ লেবু ও মধু, দুটিতেই অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল বৈশিষ্ট ভরপুর। যা ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংসের মাধ্যম সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে আরোগ্য লাভ করতে সাহায্য করে। তাছাড়া পেস্টটি পোকামাকড়ের কামড় দেওয়া জায়গায় লাগালে চুলকানি ও জ্বালাপোড়া ভাব কমবে।

কম ওজনের বাচ্চাদের বাড়িতে যত্ন নেওয়া উচিত

বেশির ভাগ শিশুরাই জন্মের সময় ১৮০০ গ্রামের বেশি হলে এবং মায়ের গর্ভে ৩৪ সপ্তাহের বেশি থাকলে, তাদেরকে বাড়ি ঘরেই যত্ন নেওয়া সম্ভব। এরা কম ওজনের বাচ্চাদের মধ্যে ৯০ শতাংশেরও বেশি পাওয়া যায়। যেসব শিশুরা ঠিকভাবে মায়ের দুধ টেনে খেতে পারে না দুর্বলতার জন্য তাদেরকে মায়ের দুধ চেপে বের করে বাটি চামচে খাওয়াতে হয়। এইসব বাচ্চাদের শরীরের তাপমাত্রা কমে যেতে পারে এবং এইসব বাচ্চাদের ভালো করে সুরক্ষিত করা হয় ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। মানে গায়ে কাপড় মাথায় টুপি, হাত মোজা ইত্যাদি পরিয়ে রাখা। কোনভাবেই যেন জীবাণুর আক্রমণ না হয়। এই বাচ্চাদের আমরা এমন ঘরে রাখব যেখানে সূর্যের আলো থাকে। তাদের কাপড় চোপড় ভালো করে ধুয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে যেন পরানো হয়। শিশুদের ধরতে গেলে বা খাওয়াতে গেলে আগে সাবান জল দিয়ে হাতটা ধুয়ে নিতে হবে।

বাইরের লোকেরা যেন শিশুদের খুব কম ধরে বা কোলে নেয়। তাতে আমরা ইনফেকশন থেকে শিশুকে রক্ষা করতে পারব। স্বাস্থ্য কর্মীরা যাতে জানেন অসুস্থ শিশুদের কখনো অযথা দেরি না করিয়ে হাসপাতালে রেফার করা যায়। আমরা সাধারণত রেফার করব সেইসব বাচ্চাদের যারা ...

(১) জন্মের ওজন ১ কিলো ৮০০ গ্রামের কম বা মায়ের পেটে ৩৪ সপ্তাহের কম সময় ছিল।

(২) যদি জন্মের পর ২৪ঘণ্টার মধ্যে পায়খানা না করে। বা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্রাব না করে।

(৩) ঠিক মতো চুষতে না পারলে বা গিলতে না পারলে।

(৪) যদি শরীরের নড়াচড়া কমিয়ে দেয় এবং ভয়ঙ্করভাবে কাঁদে।

(৫) শরীরের রঙ যদি পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন ফ্যাকাশে, নীল বা হলুদ।

(৬) যদি শিশুর শরীর ঠাণ্ডা থাকে বা জ্বর থাকে।

(৭) শ্বাস প্রশ্বাস খুব তাড়াতাড়ি নিলে (যদি ২০ মিনিটে ৬০ বারের বেশি শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় বা শ্বাসকষ্ট থাকে)।

(৮) যদি শিশুর চোখে কনজাংটিভাইটিস্ থাকে, জিবে থ্রাশ থাকে, নাভিতে ইনফেকশন থাকে, শরীরের পায়োডারমা থাকে বা কোথাও পুঁজ জমে থাকে।

(৯) যদি শিশু বমি করতেই থাকে কিংবা পাতলা পায়খানা হয়।

(১০) শরীরের কোথাও থেকে যদি রক্তপাত হয়।

(১১) যদি খিঁচুনি থাকে।

যদি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জণ্ডিসের গুরুত্ব বোঝার জন্যে ইনটেরোমিটার থাকে তবে খুব ভাল হয়। স্বাস্থ্যকর্মীরা যাতে ট্রেনিং পান কিভাবে ওরা অসুস্থ শিশুকে দেখবেন। কিভাবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দেওয়ার কাজ করবেন। শিশুর শরীর গরম রাখবেন। শিশুকে ইনফেকশন থেকে রক্ষা করবেন, এবং মায়ের দুধ খাওযাবেন। এরা যেমন জানেন কিভাবে মায়ের দুধ চিপে খাওয়াতে হয় বাটিচামচ দিয়ে এবং নাকে নল ঢুকিয়ে কিভাবে শিশুকে আলাদা খাওয়াতে হয়।

স্বাস্থ্যকর্মীরা যেন জানেন কিভাবে স্প্রীং ব্যালেন্স এর সাহায্যে নবজাতক শিশুদের ওজন নিতে হয়। আসলে আমাদের দেশে চারটি বাচ্চার মধ্যে একটি বাচ্চাই থাকে কম ওজনের। (২.৫ কেজি) যার জন্য বেশির ভাগ শিশুই অসুস্থতায় ভোগে বা মারা যায়। ৮ মিলিয়ন শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মায়, ২.৭ মিলিয়ন শিশু অপরিণত অবস্থায় জন্মায় (৩৪ সপ্তাহের কম মায়ের পেটে) এবং ১ মিলিয়নের বেশি শিশু অত্যন্ত কম ওজন নিয়ে জন্মায় (১.৫ কেজি)। প্রতি বছর প্রায় ১ মিলিয়ন শিশু জন্মের সময় শ্বাসকষ্টে জন্ডিস রোগে ভুগে আর কিছু বাচ্চা নিউমেটাল সেপ্সিস এবং জন্মগত বিকলাঙ্গতায় ভোগে। বেশির ভাগ মৃত্যুর কারণ ---

(১) শ্বাসকষ্ট (২) অপরিণত জন্ম (জন্মের সময় ৭.৫০ গ্রামের কম ওজন, হায়ালিন মেম্ব্রেন ডিজিস, মাথার ভেতর রক্তপাত) এবং নবজাতকের ইনফেকশন হলে। বাড়িঘরে যে সব শিশুর মৃত্যু হয় তার কারণ হিসাবে বলা যায় সেপ্সিস্ শ্বাসকষ্ট আর অপরিণত জন্ম হলে। গ্রামীণ এলাকায় নবজাতক শিশুদের ধনুস্ট্রংকার রোগ দেখা যায় যা এখন অনেক কমে এসেছে মায়েদের গর্ভ অবস্থায় টিকা নেওয়া জন্য। আসলে শতকরা ৮০ ভাগই নবজাতক শিশুর মৃত্যু হয়, কম ওজন নিয়ে জন্ম নেওয়ার জন্য। এত বেশি যে, কম ওজনের শিশুর জন্ম হয় তার কারণ হিসাবে বলা যায়--- পুষ্টি সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা, মেয়ে শিশুদের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা সঠিকভাবে না দেওয়া এবং মহিলাদের স্টেটাস এবং তাদের ক্ষমতা কম দেওয়া।

অল্প বয়সে বিবাহ, বয়ঃসন্ধিসময় বারবার গর্ভ হওয়া, মায়েদের অপুষ্টি, রক্তাল্পতা, ইনফেকশন এবং যৌনাঙ্গে জীবাণুর আক্রমণ ইত্যাদি কম ওজনের জন্ম নেওয়ার প্রধান কারণসমূহ।

গর্ভ অবস্থায় দেখা যায় অনেক মহিলাই উচ্চরক্তচাপে ভুগছেন। বেশিরভাগ মহিলাই অপুষ্টিতে ভুগেন এবং দারিদ্র্যতায় ভুগেন। গর্ভ অবস্থায় শেষ দিকে যদি অতিরিক্ত পরিশ্রম করেন তবে সমস্ত শক্তি কমে যায় শারীরিক পরিশ্রমের জন্য এবং খুব কম শক্তি পেটের ভেতর ফিটাসের উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হয়। যার জন্যে আমাদের দেশে দেখা যায় শিশুরা কম ওজন নিয়ে জন্মাচ্ছে।

ভারতবর্ষে এখনও প্রতি বছর প্রায় ০.৭৬ মিলিয়ন নবজাতক শিশু মারা যায় ঠিকভাবে চিকিৎসা না পাওয়ার জন্য। গ্রামে এখনও শতকরা ৫০ ভাগের বেশি শিশুর জন্ম হয় বাড়িতে। যার জন্যে বাড়িঘরে যত্নের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকা দরকার। বেশির ভাগ শিশুর মৃত্যু হয় প্রতিরোধ করা যায় এমন সমস্যা থেকে যেমন মেপ্সিস, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া এবং শ্বাসকষ্ট।

বেশির ভাগ রোগী এখনও চাননা প্রসবের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে অথবা অসুস্থ শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা করাতে। গ্রামের চিকিৎসকরা এখনও জানেন না কিভাবে একটি অসুস্থ শিশুর যত্ন নেবেন। তাই তাদেরও ট্রেনিং দেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি।

তাছাড়া নার্সগণ এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীগণ যেন ভালভাবে ট্রেনিং পান, কিভাবে সমাজের নবাগত শিশুদের যত্ন করবেন এবং মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবেন।

মঙ্গলবার আগরতলায় দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

ভারতে আটকা পড়া বাংলাদেশীদের ফেরার প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ০৭।। বিভিন্ন কারণে প্রতিবেশী দেশ ভারতে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের দেশে ফেরার প্রস্তুতির আহ্বান জানিয়েছে নয়াদিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশের হাইকমিশন।মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করনোভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ভারত সরকার ঘোষিত তিন সপ্তাহের দেশব্যাপী লকডাউন আগামী ১৪ এপ্রিল শেষ হতে যাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, এর পরদিন থেকে ধীরে ধীরে বিমান , রেল , গণ পরিবহন ও ব্যক্তিগত পরিবহণ চলাচল স্বাভাবিক হয়ে আসবে ও বিভিন্ন শহরে আটকে পড়া লোকেজন নিজ নিজ গন্তব্যে যাত্রা করতে পারবেন। তবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারসমূহের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও করনো আক্রান্তদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় স্বল্প বিরতির পর পুনরায় লকডাউনের ঘোষণা আসার সম্ভবনা সংবাদ মাধ্যমে আলোচিত হচ্ছে।এ পরিস্থিতিতে যেসব বাংলাদেশি নাগরিক ভারতের বিভিন্ন শহরে চিকিৎসা, ভ্রমণ বা অন্য কোনো কাজে এসে আটকে পড়েছেন, তাদেরকে অবিলম্বে দেশে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীগণ তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ও অভিভাবকদের পরামর্শ মোতাবেক ভারতে অবস্থান বা দেশে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া আন্তর্জাতিক ভ্রমণ না করার জন্য স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন।এতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত নির্দেশনা অনুযায়ী সব প্রত্যাবর্তনকারীদেরকে দুই সপ্তাহের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল শুরুর ব্যাপারে এখনও কোনো ঘোষণা না আসায় এবং ভারতের দূরবর্তী রাজ্য ও শহরসমূহ থেকে বাংলাদেশ সরকারের ব্যবস্থাপনায় দেশে প্রত্যাবর্তনের বর্তমানে কোনো সুযোগ না থাকায় সবাইকে নিজ উদ্যোগে সরাসরি বা বিমান,রেলপথে কলকাতা অথবা আগরতলা হয়ে দেশে ফেরার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে কলকাতা ও আগরতলায় অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ প্রয়োজনে আপনাদের সবাইকে সীমান্তে পৌঁছানোর ব্যাপারে সহায়তা করবে। লকডাউন শিথিলের সময়ের মধ্যে আপনার ভ্রমণ সম্পর্কিত তথ্যের জন্য অবিলম্বে বিমান অথবা রেল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে ভ্রমণের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করুন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সরকারি ব্যবস্থাপনা দেশে ফেরার ব্যাপারে অনির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত কোনো তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আপনার যাত্রা বিলম্বিত করবেন না। পরবর্তী লকডাউনও দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে। বাংলাদেশ হাইকমিশন তথা সরকারের অনুরোধে ভারত সরকার তামিল নাড়ুর গাই ও ভেলোরে এবং কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে চিকিৎসা গ্রহণরত বাংলাদেশি রোগী ও তাদের সঙ্গে আসা পরিবারের সদস্যদের আবাসন ও খাদ্যসহ কিছু মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ফলে আবাসনসমূহের মালিকগণ ভাড়া ও খাবার বাবদ অর্থ সম্পূর্ণ অথবা আংশিক মওকুফ করেছেন। বেঙ্গালুরুতে নারায়না হাসপাতালের আন্তর্জাতিক শাখা থেকে বিনামূল্যে দুপুর ও রাতের খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে

ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ যেকোনো প্রয়োজনে আপনাদের পাশে রয়েছে। বাংলাদেশ মিশনসমূহের হটলাইন নম্বরগুলো চালু রয়েছে। সেগুলো হলো- নয়াদিল্লি, ৯১ ৮৫৯৫৫ ৫২৪১৪, কলকাতা, ৯১ ৯৩৩৮২ ২৩৮৩৪ / , ৯১ ৯৬৭৮ ৯০০, গোয়াহাটি, ৯১ ৫৮৯ ৩৯৩০৪ এবং আগরতলা, ৯১ ৮১১৯৯ ১০৯২৪ ।বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বিশ্বব্যাপী প্রাণঘাতী করনোভাইরাস ভয়াবহ মহামারি আকার ধারণ করায় গোটা বিশ্ব এক সংকটময় সময় অতিক্রম করছে। যথাযথভাবে সুরক্ষা নিশ্চিত করা না হলে দেশে দেশে ব্যাপক সংক্রমণ ও বিপুল প্রাণহানির আশঙ্কা করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এ সময় আমাদের সচেতন , সহনশীল ও সংবেদনশীল হতে হবে। করনোভাইরাস বিস্তার রোধে স্বাগতিক দেশের নিয়মাবলী নিতে মেনে চলুন, অন্যদেরও মেনে চলতে উৎসাহিত করুন।

ভারতফেরত ৪৪ বাংলাদেশি ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিনে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ০৭।। করোনাভাইরাসের সংক্রমণের সতর্কতায় ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ফেরা ৪৮ বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন।মঙ্গলবার বেনাপোল আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট দিয়ে তারা ফিরেছেন বলে ইমিগ্রেশনের ওসি আহসান হাবীব জানিয়েছেন।ওসি বলেন, এদের মধ্যে ৪৪ জনের হাতে কোয়ারেন্টিন সিল মারার পর বাড়ি না পাঠিয়ে বেনাপোল বাসস্ট্যান্ডের কমিউনিটি সেন্টার "পৌর বিয়ে বাড়িতে" ১৪ দিনের "প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে" রাখা হয়েছে।

বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশনের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান বলেন, মঙ্গলবার ভারত থেকে ফেরা ৪৮ জনের মধ্যে কারো শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি না হওয়ায় তাদেরকে বাসায় না পাঠিয়ে "প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে" পাঠানো হয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ইউসুফ আলী বলেন, ভারত থেকে ফিরে আসা ৪৮ জন বাংলাদেশির মধ্যে ৪৪ জনকে বেনাপোলের কমিউনিটি সেন্টার "পৌর বিয়ে বাড়িতে" ১৪ দিনের "প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে" রাখা হয়েছে।বাকিদের মধ্যে দুই জনকে শার্শা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং দুই জন ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্টধারীকে ১৪ দিনের "হোম কোয়ারেন্টিনে" থাকার পরামর্শ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

করোনা : মসজিদ নয়, নিজেদের ঘরে শবেবরাত পালন করার আহ্বান উ.পূর্ব আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত সভাপতি মওলানা আব্দুল জলিলের

করিমগঞ্জ (অসম), ৭ এপ্রিল (হি.স.) : বৃহস্পতিবার রাতে পবিত্র শবেবরাত। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্য শবেবরাতের রাতের বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। করোনা ভাইরাস ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের আক্রান্ত করবে না বলে যারা প্রচার করছে, আসলে তারা সমাজকে বিপথে পরিচালিত করছে। ৯ এপ্রিল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাতেই পবিত্র শবেবরাত। শবেবরাত উপলক্ষ্যে বেশি করে এবাদত বন্দেগি করবেন। নিজের কৃতকর্মের জন্য মহান আল্লাহতালার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। মসজিদে জমায়েত না হয়ে নিজ নিজ ঘরে শবেবরাত পালন করুন। এই আহ্বান জানান উত্তর পূর্বাঞ্চল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সভাপতি তথা রাতাবাড়ি টাইটেল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মওলানা আব্দুল জলিল নিজামি।

মওলানা আব্দুল জলিল নিজামি আরও বলেন, পবিত্র শবেবরাতের রাতে যাবতীয় পাপাচার থেকে মুক্ত থাকতে এবং দেশ ও দুনিয়ার মঙ্গল কামনায় আল্লাহের সাহায্য চেয়ে দোয়া করবেন। তবে কোনও অবস্থাতেই মসজিদে সমবেত না হতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আবেদন জানান মওলানা নিজামি। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আহূত লকডাউনের সকল প্রকার বিধি নিষেধ মেনে চলারও আবেদন জানান উত্তর পূর্বাঞ্চল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সভাপতি মওলানা আব্দুল জলিল নিজামি।

তিনি বলেন, সরকার দেশের সর্বস্তরের জনগণের মঙ্গলের জন্যই এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। জনগণেরও উচিত সরকারের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা। উত্তর পূর্বাঞ্চল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সভাপতি তথা রাতাবাড়ি টাইটেল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল জলিল নিজামিও সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, নিঃসন্দেহে মানুষ অহরহ পাপাচারে লিপ্ত। পাপকর্ম থেকে বিরত থেকে শবেবরাতের রাতে বিশ্বের মঙ্গল কামনায় আল্লাহের কাছে দোয়া আদায় করতে প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের কাছে অনুরোধ জানান মওলানা নিজামি।

ছয়ের পাতায়

গোষ্ঠী সংক্রমণ ঠেকাতে এবার শুরু হবে অ্যান্টিবডি পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : দেশের একাধিক প্রান্তে স্থানীয় পর্যায়ে গোষ্ঠী সংক্রমণের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে বলে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব লব আগরওয়াল আগেই জানিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে দেশে করোনা সংক্রমণের প্রসার খতিয়ে দেখতে সংক্রমিত গণ্ডিবদ্ধ এলাকা (ক্লাস্টার) ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, দিল্লির নিজামুদ্দিনের মতো জমায়েত হয়েছে এমন এলাকায় প্রচুর সংখ্যায় অ্যান্টিবডি পরীক্ষা শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। আগামী বুধবারের মধ্যেই প্রথম দফায় অ্যান্টিবডি-কিট হাতে আসবে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের। তার পরেই শুরু হতে চলেছে ওই পরীক্ষা।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চের (আইসিএমআর) ভাইরোলজি ও কমিউনিকেবেল ডিজিজ-এর প্রধান রমন গঙ্গাখেদকর আজ জানান, প্রাথমিক পর্যায়ে পাঁচ লক্ষ অ্যান্টিবডি পরীক্ষা কিটের বরাত দেওয়া হয়েছে। যার অর্ধেক আগামী দু'দিনের মধ্যে চলে আসবে। ওই ব্যবস্থায় খুব অল্প সময়ে ফল জানা সম্ভব। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের যুগ্ম সচিব লব বলেন, "যে সব এলাকা থেকে বেশি রোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে বা দিল্লির নিজামুদ্দিনের মতো যে এলাকায় এক সঙ্গে বহু লোকের জমায়েত হওয়ার তথ্য রয়েছে, সেই ক্লাস্টারে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগের উপসর্গ (ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস বা আইএলআই) দেখা দিলে ওই পরীক্ষা করা হবে। এই পরীক্ষার মাধ্যমে আইএলআই রোগীদের শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে কি না, তা দেখা হবে। যদি অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে লালারসের নমুনা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে যে তিনি করোনায় আক্রান্ত কি না। ওই পরীক্ষার তথ্য যে ভাবে আইসিএমআর পোর্টালে দিতে হয়, সে ভাবেই যে বেসরকারি ল্যাব অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করবে, তাদেরও রোগী সংক্রান্ত তথ্য সমস্ত পোর্টালে দিতে হবে। যাতে যাঁদের দেহে অ্যান্টিবডি পাওয়া যাচ্ছে, এমন রোগীকে দ্রুত নিভৃতবাসে পাঠিয়ে, তাঁর সংস্পর্শে কারা এসেছিলেন তা খুঁজে বার করা সম্ভব হয়।

রাজ্যে করোনা মৃত ৫, নবান্ন থেকে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা,৭ এপ্রিল (হি স): ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।তবে, রাজ্যে করোনা মৃত্যুর সংখ্যা কত তা নিয়ে সংশয় চলছিল।তবে সেই সংশয় উড়িয়ে দিয়ে রাজ্যে করোনা মৃত ৫। এমনটাই মঙ্গলবার নবান্ন থেকে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান,আট জনের দেহে সংক্রমণ মিলেছে নতুন করে। মৃত্যু বেড়ে হয়েছে তিন থেকে পাঁচ। আক্রান্ত ৬৯ জনের মধ্যে ৬০ জনই ন'টি পরিবারের। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সাতটি জায়গাকে সংক্রমণের হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এইপ্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন , "সব কি বলা উচিত? এই ধরনের তথ্য বাইরে এলে গুজব ছড়াতে পারে ". সকলের সাবধানতা অবলম্বনই মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন , " কোয়ারেন্টাইনকে সুন্দর করে বলছি, নিজের ঘরে থাকা। সেফ হাউস। নিজেকে ও পরিবারকে ভাল রাখার জন্য।উৎসব আসবে, উৎসব যাবে। শবেবরাত আসছে, পয়লা বৈশাখও আসছে। ঘরে বসে উৎসব করুন"।

কলকাতায় করোনায় আক্রান্ত ফুটপাথবাসী দুই ভিক্ষাজীবী

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : এবারকলকাতায় করোনায় আক্রান্ত ভিক্ষাজীবী দুই ফুটপাথবাসী ।এদের বৌবাজার থানা এলাকার বছ্র ৪০এর এক ব্যক্তি। তিনি ভর্তি বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে। আর অপরজন গার্ডেনরিচ থানা এলাকার টুকরা পট্টির। তাঁর চিকিৎসা চলছে এমআর বাঙুরে। কলকাতার দুই প্রান্তে দু'জন ফুটপাতে থাকতেন। বিদেশ যোগ নেই। নেই কোনও ভিন্‌রাজ্যের যোগও। তবে এমন দুই ব্যক্তির দেহে করোনাভাইরাসের হদিশ মেলায় রীতিমতো উদ্বেগে চিকিৎসকমহল।

প্রথম ঘটনাটি বৌবাজার থানা এলাকার। সূত্রের খবর, গত ৩ এপ্রিল, শুক্রবার ৪০ বছর বয়সী এক ভিক্ষাজীবীকে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করেন বৌবাজার থানার এক আধিকারিক। এলাকায় টহল দিতে গিয়ে পুলিশ কবিরাজ রো-তে ওই ব্যক্তিকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পায়। ওই ব্যক্তির জ্বর, সর্দি এবং শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গ ছিল বলে জানা গিয়েছে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে। প্রাথমিক চিকিৎসায় ওই ব্যক্তির অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় সোমবার তাঁর লালারসের নমুনা পাঠানো হয় পরীক্ষার জন্য। সোমবার রাতেই তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ পাওয়া যায়। মঙ্গলবার তাঁকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি গার্ডেনরিচ থানা এলাকার টুকরা পট্টির। ৫৯ বছর বয়সী এক ফুটপাথবাসী আদতে মেটিয়াবুরুজ থানা এলাকার মিঠা তালাও এলাকার বাসিন্দা। গত ১ এপ্রিল টুকরা পট্টির ফুটপাতে তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় পাওয়া যায়। পুলিশ স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় ওই ভিক্ষাজীবীকে ভর্তি করে নাদিয়াল হাসপাতালে। সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হতে থাকে এবং করোনার উপসর্গ দেখা দেয়। এর পরই তাঁর লালারসের নমুনা পাঠানো হয় পরীক্ষার জন্য। সোমবার রাতে তাঁর রিপোর্টও পজিটিভ এসেছে। মঙ্গলবার সকালে তাঁকে এমআর বাঙুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে খবর, বৌবাজারের কবিরাজ রো-তে যেখানে প্রথম ভিক্ষাজীবী থাকতেন সেই জায়গা জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে। যে অ্যাম্বুল্যান্সে তাঁকে এনআরএসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তার চালককেও বাড়িতে আইসোলেশনে থাকতে বলা হয়েছে।

দুই ফুটপাতবাসীর আক্রান্ত হওয়ার এই ঘটনা চিন্তা বাড়িয়েছে করোনা নিয়ে রাজ্য সরকার নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটিরও। স্বাস্থ্য দফতরের একটি সূত্র জানাচ্ছে, ফুটপাতবাসীরা কী ভাবে আক্রান্ত হলেন তা অবিলম্বে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। না হলে দ্রুত অনেকের মধ্যে রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা তৈরি হবে।

স্বাস্থ্যভবন সূত্রে খবর, ফুটবাসীদের আক্রান্ত হওয়ার এই ঘটনা চিন্তার বিষয়। কারণ, ওই ব্যক্তিরা কার কার সংস্পর্শে এসেছিলেন, তা বলা খুব কঠিন। অনেকেই লকডাউনের সময়ে ওই ফুটপাথবাসীদের খাবার দিয়েছেন। পুলিশকর্মীরাও আছেন তার মধ্যে।

করোনা আক্রান্তে পুণেতে মৃত আরও তিন, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫৫

মুম্বই, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মঙ্গলবার পুনেতে আরও তিনজনের মৃত্যু হল। পুণেতে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮। গোটা রাজ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫৫।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নাভালকিশোর রাম জানিয়েছেন, এই তিন করোনার আক্রান্ত ব্যক্তি মঙ্গলবার পুণের সসুন হাসপাতালে মারা যান। মৃতদের বয়স ৬০ বছরের উর্ধে ছিল। ডায়াবেটিস, কিডনি এবং উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যার কারণে তিনজনই সসুন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। তিনজনই মঙ্গলবার সকাল ৯ টা থেকে ১১ টার মধ্যে মারা যায়। এই তিনজনের মৃত্যুর পর পুনের কোন্ধা, মহর্ষিনগর, আরটিও, বাজার পেঠ ইত্যাদি অঞ্চল পুরোপুরি সিল করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে পুণেতে ১৪৩ জন করোনার আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিতা করা হচ্ছে।

এপ্রিলে বাংলাদেশে করোনাভাইরাস ব্যাপক ছড়াতে পারে : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ০৭।। এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ব্যাপকভাবে ছড়াতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) সকালে গণভবন থেকে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের জেলাগুলোর কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে মতবিনিময়কালে তিনি এ আশঙ্কার কথা জানান।তিনি বলেন,এই ভাইরাসটির প্রসারিত হওয়ার বিষয়টি অঙ্কের মতো। এপ্রিলে আমাদের দেশে এর ধাক্কা ব্যাপকভাবে আসবে। এ রকমই আলামত পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের জন্য দুঃসময় আসছে। সব জায়গা থেকে এ ধরনের খবর পাচ্ছি। এ ধরনের কিছু প্রতিবেদনও আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেই অবস্থায় আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কেউ একটু অসুস্থতা দেখতে পেলে চিকিৎসা করাবেন। কেউ লুকাবেন না। লুকাতে গেলে নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। অন্যদের ক্ষতি করবেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। উন্নয়নের গতি যখন অব্যাহত। মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে যখন কাজ করে যাচ্ছি ঠিক তখনই করোনা ভাইরাস। সারা বিশ্বে প্রলয় সৃষ্টি করেছে। এজন্য সব কিছু স্থবির। এর প্রভাবটা বাংলাদেশে এসে পড়েছে। এটা পড়াও খুব স্বাভাবিক। সারা বিশ্বের ২০২টি দেশ এর ভুক্তভোগী। প্রতিনিয়ত এটা বাড়ছে। আমরা শুরু থেকেই চেষ্টা করেছি এর প্রভাবে মানুষ যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। তবে এই ভাইরাসটি প্রসারিত হওয়ার বিষয়টি এটা অংকের মতো। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তাতে মতে হচ্ছে এপ্রিলে আমাদের দেশে এর ধাক্কা ব্যাপকভাবে আসার কথা। এ রকমই আলামত পাওয়া যাচ্ছে। এ ধরনের কিছু প্রতিবেদনও আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেই অবস্থায় আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের এমনভাবে চলতে হবে যাতে আমাদের ক্ষতি কম হয়। এটা ঠিক যে একটা স্থবিরতা যেন এসে গেছে। শেখ হাসিনা বলেন, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে। আমাদের অর্থনৈতিক যে প্রবৃদ্ধি আমরা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম তাও কিন্তু থেমে গেছে। এটা আমাদের দেশ নয় সারা বিশ্বব্যাপী। জানমাল রক্ষা করতে হবে। অর্থনীতি গতিশীল রাখতে হবে। উন্নত বিশ্ব এরা নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে। এটা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এরজন্য সবাইকে কাজ করতে হবে। সবাইকে কাজ করে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।দুই বিভাগের ১৫টি জেলার জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তারা এতে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমেদ কায়কাউস।

বঙ্গবন্ধুর পলাতক সকল খুনিকে মুজিববর্ষেই দেশে ফেরত আনা হবে আশাবাদ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ০৭।। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আবদুল মোমেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাকি পাঁচ খুনিকে মুজিববর্ষে দেশে ফেরত আনার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় সংবাদকর্মীদের পাঠানো এক বার্তায় বলেন ,আমি আশা করি, মুজিব বর্ষের মধ্যেই (বঙ্গবন্ধুর) খুনিদের এখানে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্যতম খুনি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) ও ফাঁসির দন্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামী আব্দুল মাজেদ গ্রেফতার হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।তিনি বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে চলমান সংকটের মধ্যেও আমরা খুশির একটা খবর পেলাম।

বঙ্গবন্ধুর খুনি আব্দুল মাজেদ গ্রেফতার হয়েছে।ড় মোমেন বলেন, আমরা আশা করেছিলাম, মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনিদের অন্তত একজনকে দেশে ফিরিয়ে এনে আইনের সম্মুখীন করা হবে। আল্লাহর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা, তা সম্ভব হলো।

মন্ত্রী বলেন, তবে এখনও পাঁচজন খুনি পলাতক রয়েছে। তাদের একজন যুক্তরাষ্ট্রে, আরেকজন কানাডায়।

আমাদের প্রত্যাশা, মুজিববর্ষেই বাকি খুনিদেরও দেশে ফিরিয়ে এনে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে। এ জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি দেশের ও প্রবাসী জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন।

আমাদের আশাবাদ আগামী ২০২১ সালের ১৭ মার্চের মধ্যে মুজিববর্ষেই তা সম্ভব হবে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যকে হত্যার দায়ে ১২জন সাবেক সেনা কর্মকর্তা মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে পাঁচজনকে ফাঁসি কার্যকর এবং একজনের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়।

পাঁচজনকে দীর্ঘদিনের আইনী প্রক্রিয়ার পরে গত ২০১০ সালের ২৮ জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসি দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে ছিল- বরখাস্ত হওয়া লেফটেন্যান্ট কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, একেএম মহিউদ্দিন আহমেদ এবং মহিউদ্দিন আহমেদ এবং মেজর বজলুল হুদা। অপর আসামি বরখাস্ত কর্নেল রাশেদ পাশা পলাতক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। কুখ্যাত ইনডিমিনিটি আইন ১৯৯৬ সালে বাতিল করার আগে পর্যন্ত ওই কালো আইন খুনীদের বিচার থেকে রক্ষা করে।

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সর্বদলীয় টাস্কফোর্স চায় বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ০৭।। নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবেলায় 'সর্বদলীয় টাস্কফোর্স' গঠনসহ পাঁচ দফা প্রস্তাব দিয়েছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট।

মঙ্গলবার ফ্রন্টের প্যাডে এক যৌথ বিবৃতিতে গণফোরামের সভাপতি কামাল হোসেন, জেএসডির সভাপতি আ স ম আবদুর রব, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান, নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না, বিকল্পধারা বাংলাদেশের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নুরুল আমিন বেপারী ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের জাফরুল্লাহ চৌধুরী এসব প্রস্তাব দেন।

প্রস্তাবগুলো হল,সব রাজনৈতিক দল ও শ্রেণি-পেশার সামাজিক সংগঠন, বিভিন্ন সেক্টরের বিশেষজ্ঞ সবাই দলমত নির্বিশেষ জাতির সব অঙ্গের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে জাতীয় ঐক্যমত গড়ে তোলা, প্রায় যুদ্ধকালীন এক পরিস্থিতির বিবেচনায় স্বাস্থ্যসেবাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সর্বদলীয় টাস্কফোর্স গঠন এবং জাতীয় আঞ্চলিক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ, রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ, কর্মশ্রমিক, পোশাক কারখানার নারী শ্রমিক, হতদরিদ্র দিনমজুর, প্রান্তিক কৃষক, প্রতিবন্ধী, ছিন্নমূল শিশুসহ অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য অবিলম্বে খাদ্যসামগ্রীর ন্যায্যমূল্যে রেশনিং চালু এবং করোনাভাইরাস সংকট পরবর্তী আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে 'আপদকালীন অর্থনৈতিক কাউন্সিল' গঠন।

বিবৃতিতে বলা হয়, করোনাভাইরাসের ভয়াবহতা ইতোমধ্যেই এক বৈশ্বিক সংকটে পরিণত হয়েছে। এই সংকট ক্রমাগতভাবে বাংলাদেশেও বিস্তার লাভ করছে- এই আশঙ্কা এখন সবার মনে। সরকার কর্তৃক করোনাভাইরাসের ঝুঁকিতে পড়া ১৮ কোটি মানুষের জীবন রক্ষাকারী প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা এবং ব্যাপক ভিত্তিতে টেস্টিং কার্যক্রম সারা দেশে বিস্তৃত করা এখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

বর্তমান প্রেক্ষিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, এখন এক অপ্রতিরোধ্য গতিতে করোনা সংক্রমণ বিস্তার লাভ করার পরিস্থিতি আগতপ্রায়। এতে করে জনগণ এই মুহূর্তে এক চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে কালাতিপাত করছে।পোশাক কারখানা খোলা ও বন্ধ রাখার বিষয়ে সমন্বয়হীন 'আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত' শাটডাউন কার্যক্রমকে চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত করায় জনগণের আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে বলে ঐক্যফ্রন্ট মনে করছে।বিবৃতিতে বলা হয়,কোনো সংকীর্ণ ও দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

দীর্ঘ ৪৫ বছর পর গ্রেফতার বঙ্গবন্ধুর অন্যতম হত্যাকারী

ঢাকা, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : অবশেষে দীর্ঘ ৪৫ বছর পর গ্রেফতার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে খুনের ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত পলাতক আসামি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আবদুল মাজেদ । জানা গেছে বাংলাদেশি বরখাস্ত এই সেনা অফিসার ২০ বছরের বেশি সময় লুকিয়ে ছিল কলকাতায়। ভারতের বিভিন্ন এলাকায় আবদুল মাজেদ নিজেকে 'আবদুল মজিদ'পরিচয় দিয়ে অবস্থান করেছেন প্রায় ২৫ বছর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত করোনাভাইরাস আতঙ্কে বাংলাদেশে ফিরে গ্রেফতার হয়েছেন সেই আবদুল মাজেদ। তাঁর বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিশও জারি রয়েছে।

জানা গেছে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে, নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে আবদুল মাজেদ প্রথমে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পালিয়ে যান বলে জানা গিয়েছে, ভারত থেকে পালিয়ে তিনি প্রথমে যান লিবিয়ায়। সেখান থেকে পাকিস্তান। লিবিয়া ও পাকিস্তানে সুবিধা করতে না পেরে আবারও ভারতে ফিরে আসেন। বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে কলকাতায় অবস্থান করছিলেন তিনি। করোনাভাইরাস আতঙ্কে গত ২৬ মার্চ ভারত বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে ঢুকেছিলেন মাজেদ— এই তথ্যের সূত্রে ঢাকার মিরপুর থেকে তাঁকে গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট। মাজেদ শুধু বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডেই অংশগ্রহণ করেননি— ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকার কারাগারে বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত জাতীয় চার নেতার হত্যাতেও অংশ নিয়েছিলেন।

মঙ্গলবার দুপুরে আবদুল মাজেদকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছে ঢাকার সিএমএম আদালত। পুলিশ মাজেদকে আদালতে তোলে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে সরকারি কেঁসুলি হেমায়েত উদ্দিন খান জানান, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর এত দিন আপনি কোথায় ছিলেন জানতে চাইলে, খুনি মাজেদ বলেন, ২২-২৩ বছর তিনি কলকাতায় অবস্থান করেন। সেখান থেকে চলতি বছরের মার্চের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশে এসেছেন তিনি। এরপর তিনি ঢাকায় অবস্থান করছিলেন।"

সিটিটিসির উপ-কমিশনার মো. সাইফুল ইসলাম সংবাদমাধ্যমের কাছে বলেছেন, "গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি, আবদুল মাজেদ বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন। আমাদের গোয়েন্দা নজরদারির মাধ্যমে অবস্থান নিশ্চিত হওয়ার পর তাঁকে আটক করা হয়।"

বাংলাদেশের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদ সংবাদমাধ্যমের কাছে বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুনি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আবদুল মাজেদের ফাঁসি থেকে বাঁচতে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই।-

কাটলিছড়ায় দম্পতির ওপর প্রাণঘাতী হামলা, শীঘ্র অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি ডিমাসা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনের

হাইলাকান্দি (অসম), ৭ এপ্রিল (হি.স.) : সমগ্র বিশ্ব জুড়ে কোভিড-১৯ এক সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে ভারতে কোভিড-১৯-এর প্রকোপ বেড়ে চলছে, পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে এখন সমগ্র দেশ জুড়ে চলছে ২১ দিনের লকডাউন। এরই মধ্যে সোমবার হাইলাকান্দি জেলার কাটলিছড়ার অন্তর্গত দিনানাথপুর দ্বিতীয় খণ্ড গ্রামে এক প্রাণঘাতী হামলার ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে ডিমাসা সম্প্রদায়ের এক দম্পতির উপর প্রাণঘাতী হামলা চালায় কতিপয় দুষ্কৃতকারীর দল।
সোমবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ ডিমাসা সম্প্রদায়ের ওই দম্পতি যখন নিজেদের জুম ক্ষেতে কাজে ব্যস্ত ছিলেন তখন কতিপয় দুষ্কৃতকারী সুভাষ বর্মণ ও তার স্ত্রী মন্দাদরি বর্মণের ওপর আচমকা প্রাণঘাতী আক্রমণ চালায়। এতে সুভাষ ও তাঁর স্ত্রী মন্দাদরি গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে ওই দম্পতির ওপর প্রাণঘাতী আক্রমণ করে গ্রামের বাসিন্দা বাতৌল্লা ইসলাম ও আকলেম ইসলাম নামের দুই ব্যক্তি ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গরা। এদিকে এই ঘটনার পর স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় দুই ডিমাসা জনগোষ্ঠীর সুভাষ ও তাঁর স্ত্রী মন্দাদরিকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করেন।
এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অল ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলা কমিটির সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে খোঁজখবর নেন। তাঁরা অবিলম্বে সংগঠিত ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুই দুষ্কৃতী বাতৌল্লা ইসলাম ও আকলেম ইসলামকে গ্রেফতার করার দাবি জানিয়েছেন হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের কাছে।
অন্যদিকে ডিএইচডি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা হালালি প্রগ্রেসিভ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি দিলীপ নুনিসা সোমবার দুপুরে দিনানাথপুর দ্বিতীয় খণ্ড গ্রামে নিরীহ সুভাষ বর্মণ ও মন্দাদরি বর্মণের ওপর এ ধরনের প্রাণঘাতী হামলার চালানোর তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হাইলাকান্দির সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

নোবেল করোনা ভাইরাসের ছবি এঁকে মানুষজনকে সচেতন করতে পথে নামলেন ঝাড়্গ্রামের জেলা শাসক

ঝাড়্গ্রাম, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : গোটা বিশ্ব জুড়ে যখন করোনা ভাইসে ত্রস্ত তখন ঝাড়্গ্রাম জেলার মানুষজনেরা লকডাউনের সময় ছুটির মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। লকডাউনের আইনকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে খুশির আমেজে দিন কাটাচ্ছেন। তাই সাধারন মানুষজনকে সচেতন করতে পথে নামলেন ঝাড়্গ্রামের জেলা শাসক ও মহকুমা শাসক এবং পুর প্রশাসক। মঙ্গলবার ঝাড়্গ্রাম শহরের বিভিন্ন রাস্তার মোড়া নোবেল করোনা ভাইরাসের ছবি এঁকে মানুষজনকে সচেতন করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।
প্রশাসন সুত্রে জানা গিয়েছে জেলা শাসকের সাথে আলোচনার পর ঝাড়গ্রাম পৌরসভার উদ্যোগ জেলা শহরেএ যে সমস্ত রাস্তায় অপ্রোয়জনে মানুষ ঘুর বেড়াচ্ছেন সেই সমস্ত রাস্তায় কোভিড-১৯ সম্পর্কে ছবি এঁকে প্রচার করছেন। শহরের মূল রাস্তায় পাঁচ মাথা মোড়,ছিমছাম মোড় (কলেজ মোড়) এবং রেল ওভারব্রিজ-এর উপর তিনটি ছবির কোলাজ আঁকা হল।
উল্লেখ্য ঝাড়্গ্রাম জেলা জুড়ে দিন রাত ধরে নাকা চেকিং করছে পুলিশ। তা সত্ত্বেও পুলিশের চোখকে ধুলো দিয়ে গ্রামীন কাচা রাস্তা দিয়ে অবাধে যাতায়াত করছেন সাধারন মানুষজনেরা। পাশাপাশি পৌরসভার ও জেলার প্রত্যেকটি ব্লকের পক্ষ জেলা জুড়ে প্রচার চালাচ্ছে গ্রামীন ও শহরের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে, রাস্তায়। এমনকি স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কে লিফলেট দেওয়া হচ্ছে। তার সাথে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে খাদ্য সামগ্রী ও ত্রাণ বন্টনের সাথে সাথে প্রচার করছে জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ। এত সব কিছুর পরেও লক ডাউনকে একাবারে তোয়াক্কা না করে বাইরে বেরিয়ে আসছেন মানুষজনেরা। জেলা স্বাস্থ্য দফতর বারে বারে প্রচার করছেন প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া বাড়ীর বাইরে যাবেন না। সেখানে রাস্তায় চলছে ছোট চারচাকা গাড়ী, বাইক, সবজি, মাংস, মাছের দোকানে সকাল হলেই গাদাগাদি করে ভিড় জমাচ্ছেন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সুস্থ হওয়া ব্যক্তিদের রক্তে করোনা মুক্তি! চলছে গবেষকরা

ওয়াশিংটন, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : বিশ্ব করোনাভাইরাস সংক্রমণে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ৭৪ হাজার মত। এসবের মাঝেই সুস্থ হওয়া ব্যক্তিদের রক্ত নিয়ে নতুন পথের ইঙ্গিত পেলেন গবেষকরা।এই পদ্ধতিতে সাধারণত কোন ভাইরাল সংক্রমণ থেকে সেরে উঠা মানুষের রক্ত সংগ্রহ করে সেই রক্ত একই ধরনের ভাইরাল সংক্রমণের শিকার রোগীর দেহে প্রবেশ করানো হয়। ইবোলা, সার্সের মত রোগের চিকিৎসায়ও এটি ব্যবহার করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, চিনে করোনাভাইরাসের মহামারি শুরু হওয়ার পর সেখানে প্রথম এমন পরীক্ষা চালানো হয়।
বিবিসি জানাচ্ছে, বিজ্ঞানী এবং গবেষকরা মনে করছেন, করোনায় আক্রান্ত হওয়া সুস্থ হওয়া ব্যক্তিদের এদের রক্তে আছে এমন এক উপাদান, যা করোনাভাইরাস মহামারির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। করোন আক্রান্ত যেসব মানুষ পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ব্লাড ডোনেশন সেন্টারগুলিতে তাদের রক্ত নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিজ্ঞানীরা এই রক্ত ব্যবহার করে করোনাভাইরাসের চিকিৎসায় যে কৌশল অবলম্বনের কথা চিন্তা করছেন তাকে বলে কনভালেসেন্ট প্লাজমা থেরাপি। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটি বেশ পুরোনো একটি পদ্ধতি। গবেষকরা এই পদ্ধতিতে সাধারণত কোন ভাইরাল সংক্রমণ থেকে সেরে উঠা মানুষের রক্ত সংগ্রহ করেন।
সেই রক্ত একই ধরনের ভাইরাল সংক্রমণের শিকার রোগীর দেহে প্রবেশ করানো হয়। ইবোলা, সার্সের মতো রোগের চিকিৎসায়ও এটি ব্যবহার করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, চিনে করোনাভাইরাসের মহামারি শুরু হওয়ার পর সেখানে প্রথম এমন পরীক্ষা চালানো হয়।চিনের ন্যাশনাল ক্লিনিক্যাল রিসার্চ সেন্টার ফর ইনফেকশাস ডিজিজ এই হাসপাতালে ৩৬-৭৩ বছর বয়সী পাঁচ রোগীর দেহে এই পদ্ধতিতে চালানো চিকিৎসায় ১২ দিনেই সবাই পুরোপুরি সেরে উঠেছেন।
এই তত্ত্ব ভিত্তি করে করোনা আক্রান্ত এমন কেউ সম্পূর্ণ সুস্থ হলেই তাঁদের রক্ত সংগ্রহের হিড়িক লেগেছে।আমেরিকান রেডক্রস এমনই সম্ভাব্য রক্তদাতাদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি ওয়েবসাইট খুলেছে। কয়েকট পরীক্ষার পরে এমন ব্যক্তিদের রক্ত নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। সেই রক্তসংরক্ষণ করে গবেষকরা করোনাভাইরাস মেকাবিলার চাবিকাঠি খুঁজে পাবেন, এমনই আলোচনা বিশেষজ্ঞ মহলে।

আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে আরও ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭ জনে

মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইনে বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন,স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ এবং রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা।
চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসে বিশ্বজুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা এখন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ১৩ লাখ। মারা গেছেন প্রায় পৌনে এক লাখ মানুষ। তবে দুই লাখ ৮৬ হাজারের বেশি রোগী ইতোমধ্যে সুস্থ হয়েছেন।গত ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর থেকে প্রায় নিয়মিত কয়েকজন করে নতুন আক্রান্ত রোগীর খবর দিচ্ছিল আইইডিসিআর। এরমধ্যে ৫ এপ্রিল একবারে ১৮ জন আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হওয়ার কথা জানানো হয়। আর তার পরদিন ৬ এপ্রিল নতুন করে ৩৫ জন শনাক্ত বলে জানানো হয়। সবশেষ হিসাবে দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ১৬৪। মারা গেছেন ১৭ জন। সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৩৩ জন।
প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে নানা পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে; যার মূলে রয়েছে মানুষে মানুষে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। সে বিষয়টি মাথায় রেখে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে সর্বশেষ মুসল্লিদের ঘরে নামাজ পড়তে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আহ্বানও রয়েছে। এছাড়া, মানুষকে ঘরে রাখতে রাজপথের পাশাপাশি পাড়া-মহল্লায় টহল দিচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী, র্যাব ও পুলিশ।

লকডাউনে টেকনিশিয়ানদের অর্থ সাহায্যের জন্য শর্ট ফিল্ম তৈরির ভাবনা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি স): করোনা কাটায় নাজেহাল শহরবাসী। আর করোনা আতঙ্কে ইতিমধ্যেই বন্ধ রাখা হয়েছে টলিপাড়ার সমস্ত শুটিং। এর জেরে আর্থিক সংকটের মুখে টেকনিশিয়ানরা। আর তাই এবার টেকনিশিয়ানের পাশে দাঁড়ানোর ভাবনা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। টেকনিশিয়ানদের অর্থ সাহায্যের জন্য এবার তৈরি করা হচ্ছে শর্ট ফিল্ম।

মওলানা আব্দুল জলিলের

পাচের পাতার পর

তিনি বলেন, করোনা একটি সংক্রমণজনিত ভয়ংকর ভাইরাস। তাই আমাদেরকে সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। এতে আমরা নিজেরাই যেমন বিপদ থেকে বাঁচব, ঠিক তদরুপ অন্যদেরকেও বাঁচতে সাহায্য করতে পারব। ইসলাম হচ্ছে বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্পন্ন ধর্ম। কোনও ধরনের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার নেই ইসলামে। পবিত্র কোরআন ও হাদিস গ্রন্থে সব কিছু বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ আছে। দেশ ও দুনিয়ার পরিস্থিতি বিবেচনা করে মানব জাতির স্বার্থে মসজিদের পরিবর্তে বাড়িতে নামাজ আদায় করতে হচ্ছে সবাইকে। পৃথিবীর তাবড় তাবড় উলামায় কেরামগণ এ বিষয়ে একমত। আর এটাই এজমা, এটাই শরিয়ত। এর ব্যতিক্রম হলে গুনাহহবে। লকডাউনের ফলে জুম্মার নামাজে মুসল্লিদের মসজিদে সমবেত না হওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে মসজিদ পরিচালন কমিটির তরফ থেকে। ঠিক তদরুপ ভাবে শবেবরাতের রাতেও নিজ নিজ ঘরে বেশি বেশি করে এবাদত বন্দেগি করুন। নিজেদের ঘরকে মসজিদের মতো এবাদতখানায় পরিবর্তিত করুন।
উত্তর পূর্বাঞ্চল আহলে সুন্নত প্রধান মওলানা নিজামি আরো বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলবেন, হে বান্দা, আমি দুনিয়ায় অভুক্ত থেকে তোর কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম। কিন্তু তুই আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিস। বান্দা অবাক হয়ে বলবে, হে আল্লাহ আপনি কখন কী ভাবে সাহায্য চাইলেন? জবাবে আল্লাহ বলবেন, কেন, তোর পাশের বাড়ির যে লোকটি অভুক্ত ছিল তার মধ্যে তুই আমাকে দেখিসনি? অসহায় গরিব দুস্থদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া কতটুকু আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য এই বিষয়টি থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। লকডাউনের এই সময়ে সকলের নিজেদের সাধ্যমতো পাড়া প্রতিবেশীদের সাহায্য সহযোগিতা করার অনুরোধ জানান মাওলানা আব্দুল জলিল। তিনি আরও বলেন, রোগ ব্যাধি জাত, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, দেখে আসে না। কিছু কিছু মানুষ মনগড়া ব্যাখ্যা করে ইসলাম ও মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করছে। হজরত ওমর ফারুকের শাসনামলেও মহামারি হয়েছে। অনেক তাবড় তাবড় সাহাবাগন ও শাহাদাত বরণ করেছেন। তাই করোনা মুসলমানদের হয় না বলে যাঁরা প্রচার করছে তাঁরা আসলে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। মানুষ ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত হতে পারে, ভাইরাসে নয়। এই ভাইরাস যে কেউর সংক্রমণ হতে পারে অসতর্ক ভাবে থাকলে। ঠিক তদরুপ বিস্তারও যে কোনও আক্রান্তের মাধ্যমে হতে পারে। এজন্যই বিশেষ কোনও সম্প্রদায়কে টার্গেট করাও ঠিক নয়। এক জন যদি ভুল করে থাকে তবে এর জন্য ওর গোটা সম্প্রদায়কে দায়ী করা কখনওই সঠিক নয়। এই বিপর্যয়ের সময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সমাজের সকল শ্রেণির জনগণের প্রতি অনুরোধ জানান উত্তর পূর্বাঞ্চল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সভাপতি মওলানা আব্দুল জলিল নিজামি।

শুনছেন না কেউ

তিনের পাতার পর

খোলা হয়নি। ক্ষোভ ও দুঃখের সাথে রূপা বলেন, যেহেতু বিশুবাবু ওয়ার্ডের সদস্য। ”উনার কি দায়িত্ববোধ নেই, আমি জীবিত না মৃত, একটু খবরাখরব নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি তিনি।”

এনআরএস-কান্ডে সরকারকেই দুষল এসডিএফ

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : ডাক্তার স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে সরকার নজর না দেওয়ার ফলে এনআরএস মেডিকেল কলেজে ৭৯ জন চিকিৎসক চিকিৎসা কর্মী ”করোনা” য় আক্রান্ত হলেন বলে অভিযোগ করল সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম (এসডিএফ)।
মঙ্গলবার এসডিএফ-এর তরফে জানানো হয়, এখন ওই আক্রান্তরা কোয়ারান্টাইনে। হাসপাতাল পরিষেবা বন্ধ। যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য জনক। সংগঠনেরর সাধারণ সম্পাদক ডা: সজল বিশ্বাস এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমরা প্রথম থেকেই সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে আসছিলাম ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইড লাইন মেনে বিভিন্ন সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে। অন্যথায় তাঁরা করোনা দ্বারা আক্রান্ত হবেন এবং একসাথে অনেক ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মী নিভৃতবাসে চলে গেলে স্বাস্থ্যপরিসেবা ভেঙ্গে পড়বে। সাধারণ মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে। দু:খের বিষয় এখনও পযর্ন এই বিষয়ে সরকার নির্বিকার।
কোষাধ্যক্ষ ডা:স্বপন বিশ্বাস দাবি করেন, “আমরা দাবি জানাচ্ছি- ১) অনতিবিলম্বে সরকার সকল চিকিৎসক চিকিৎসা কর্মীকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা কীটস দেওয়া এবং ২) প্রতিটি হাসপাতালে এ রকম অসুখের জন্য আলাদা বিভাগ খোলা হোক। সমস্ত রকম রোগীদের ভর্তি করে প্রথমে করোনা পরীক্ষা করে নেগেটিভ হলে প্রয়োজন মত আলাদা আলাদা ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হোক।'

লকডাউনে তুফানগঞ্জে জরুরি পরিষেবার কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের মালা পড়িয়ে সংবর্ধনা দিল বিজেপি

তুফানগঞ্জ, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : করোনাভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে সারা দেশ জুড়ে চলছে লকডাউন। গৃহবন্দী মানুষ। বন্ধ পরিবহণ। এই পরিস্থিতিতে জরুরি পরিষেবার কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের মালা পড়িয়ে সংবর্ধনা দিল বিজেপি। মঙ্গলবার কোচবিহারের তুফানগঞ্জ পুরভবনের সামনে বিজেপির তুফানগঞ্জ শহর মণ্ডল কমিটির তরফে পুলিশ, সাফাইকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মালা পড়িয়ে ও হাততালি দিয়ে কাজের প্রতি উৎসাহিত করা হয়।
বিজেপির তুফানগঞ্জ শহর মণ্ডল কমিটির সভাপতি রিপন পাল বলেন, ‘লকডাউন পরিস্থিতিতে জরুরি পরিষেবার কাজে যুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের জীবনের কথা না ভেবে যেভাবে মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, তা প্রশংসার দাবি রাখে। তাদের কুর্নিশ জানাতে আমাদের এই উদ্যোগ।'বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, যাতে লকডাউনের বাকি দিনগুলোতেও একইভাবে জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা কাজ করে যান, সেজন্য দলের তরফে তাঁদের উৎসাহিত করা হয়েছে।

নিউটাউনের হজ টাওয়ারে নিজামুদ্দিন জমায়েতের ৩০৩

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি স):করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর কলকাতা। এরই মাঝে দিল্লির মারকাজ নিজামউদ্দিন মসজিদে ধর্মীয় জমায়েত উপলক্ষে জড়ো হয় বহু মানুষ।তাদের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উদ্ধার করে মোট ৩০৩ জনকে নিউটাউনের হজ টাওয়ারে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। এমনটাই খবর নবান্ন সূত্রে। কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন নিউটাউনের হজটাওয়ারকে কোয়ারণটাইনে সেন্টার হিসাবে ব্যবহার করার।আর তাই সেখানে নিয়ে আসা হয় উদ্ধার করা মানুষদের। নবান্ন সূত্রে আরও খবর,কোয়ারেন্টাইনে রাখা ৩০৩ জনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা ১৯৫ জন। আর বিদেশি আছেন ১০৮ জন। এরাজ্য থেকে দুই ২৪ পরগণা, দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও কলকাতা থেকে মূলত নিজামুদ্দিনে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে, বিদেশিদের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার ৩৪ জন, মায়ানমারের ২৫ জন, থাইল্যান্ডের ২১ জন, বাংলাদেশের ১৯ জন, মালয়েশিয়ার ৯ জন রয়েছেন বলে খবর।

এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতলে ছুটে মাস্ক বিতরণ করছে বেলেঘাটার বাসিন্দা

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি স): করোনা আতঙ্কে ঘুম ওড়ার জোগাড় শহরবাসীর। আর করোনা সংক্রমণ থেকে বাঁচতে চিকিৎসকরা বারবারই বলছে মাস্ক ব্যবহার করতে। কিন্তু মাস্ক এর চাহিদা বিপুল হারে বেড়ে যাওয়ায় দোকানগুলোতে মিলছে না।তাই এবার কাপড় কেটে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় মাস্ক বিতরণ করছে বেলেঘাটার বাসিন্দা। এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে বছর ৩৬ অভিষেক তেওয়ারি ছুটে ছুটে বিক্রি করছে মাস্ক। কখনও বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল, কখনও আবার এন আর এস হাসপাতাল, টালিগঞ্জ এম আর বাঙুর হাসপাতাল, এসএসকেএম হাসপাতাল, কলকাতা মেডিকেল কলেজ, শিয়ালদহ এন আর এস হাসপাতাল, পার্ক সার্কাস ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, বেলগাছিয়ার আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ফুলবাগান বি সি রায় শিশু হাসপাতাল সর্বত্রই মাস্ক নিয়ে ছুটছে অভিষেক। তার সঙ্গে বিশুদ্ধ পানীয় জলও পৌঁছে দিচ্ছেন তিনি।

কোভিড ১৯

● **প্রথম পাতার পর**

দুর্ভাগ্যজনক বলে কটাক্ষ করেন তিনি।
এদিকে,সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ এক বিবৃতিতে তাঁর বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সিপিএম রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পার্টির মুখপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট দেখে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীনি গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বলে তিনি সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম। একজন সরকারি মুখপাত্র সন্ধ্যায় জানিয়েছেন রোগিনী গোমতী জেলা হাসপাতালে ছিলেন না। সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে পরিবেশিত ভুল তথ্যটির জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি বলে বিবৃতিতে জানিয়েছেন গৌতম দাশ।

নিরাপত্তা কর্মীরা

আটের পাতার পর

তাঁকে মুইয়ের এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই ওই চায়ের দোকানে যেতেন লকডাউনের আগে। মুম্বই পুরসভার উদ্যোগে এলাকাকে স্যানিটাইজ করে ‘সিল” করে দেওয়ার পদক্ষেপ করা হয়েছে। জীবাণুনাশকও স্প্রে করা হয়েছে এলাকায়।
জানা যাচ্ছে, উদ্ধব ঠাকরে তাঁর নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলছেন। উদ্ধব ঠাকরের কালানগরের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে থাকেন তাঁর পুত্র আদিত্য ঠাকরেও। তিনি একজন মন্ত্রী। খোঁজ নেওয়া হচ্ছে তাঁক নিরাপত্তা কর্মীরাও কেউ ওই চা বিক্রেতার সংস্পর্শে এসেছিলেন কি না।ওই সব নিরাপত্তা কর্মীকে এখন পূর্ব বান্দ্রার উত্তর ভারতীয় সঙ্ঘ বিল্ডিংয়ে কোয়ারান্টাইন করে রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছেছে ৪,৪২১-এ। মৃত ১১৪।

বেড়ে ১১৪

আটের পাতার পর

মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, রাজস্থানের পরে দ্রুত করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে দিল্লি ও উত্তর প্রদেশের বাসিন্দারা। গোটা দেশে ২৮৪ টি জেলা করোনার গ্রাসে চলে গিয়েছে।

লকডাউনে গৃহবন্দি দুস্থ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে অত্যাবশ্যক সামগ্রী বিলি ‘সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চল’-এর

গুয়াহাটি, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : মহামারি করোনা ভাইরাস বর্তমানে মানবজীবনের অস্তিত্বকে সংকটে ফেলেছে। চিনের উহান শহর এর উৎপত্তি স্থল। ইতিমধ্যে করোনার ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছে আমেরিকাও। সেখানে মৃতের সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে ৩ লক্ষ অতিক্রান্ত। ভারতে এই খবর লেখা পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১১৪ জনের। আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৪২১ জন। স্বস্তির বিষয়, ৩০০-র বেশি মানুষ এই সংক্রমণের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।
সাধারণ মানুষের মধ্যে মারণ এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে তথা পরিস্থিতি সামলাতে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে গত ২৪ মার্চ মধ্যরাত থেকে সারা দেশে ২১ দিনের লকডাউন চলছে। লকডাউনের ২ সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও এখনও আরও এক সপ্তাহ বাকি। এমতাবস্থায় রুটিরোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গেছে দরিদ্র পরিবারবর্গের। খাদ্যদ্রব্য-সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতে ঘর থেকে বেরোতে পারছেন না কেউই। বাজারহাট, দোকানপাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমস্ত কিছুই বন্ধ। করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে স্বাস্থ্য বিভাগের তরফ থেকে বার বার সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে বলা হচ্ছে। ফলে সংকটে পড়েছেন শ্রমিক তথা খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং বিপর্যয় মোকাবিলায় এগিয়ে এসেছে সর্বভারতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চল’।
সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর পণ নিয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি। বেশ কিছুদিন ধরে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে গরিব তথা সাধারণ মানুষের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করছেন ‘সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চল’-এর কার্যকর্তারা। সংকটের এই মুহূর্তে সংগঠনটি তাদের সামর্থ অনুযায়ী কার্যকর্তারা অসমের বিভিন্ন প্রান্তে চাল, ডাল, নুন, তেল, সাবান, স্যানিটাইজার সমেত নিত্য প্রয়োজনীয় খাবারের জিনিস পৌঁছে দিচ্ছেন। তাছাড়া মহামারিজনিত পরিস্থিতির মোকাবিলা কীভাবে করতে হবে সাধারণ মানুষের মধ্যে তার জন্য সংগঠনটি সচেতনতামূলক অভিযোনও চালিয়েছে। ত্রাণ সামগ্রী সাধারণ মানুষের কাছে সহজে পৌঁছে দিতে সংগঠনের কার্যকর্তাদের সাহায্য করেছে সংশ্লিষ্ট প্রান্তের প্রশাসনও। সংগঠনের সদস্যরা গত দুদিনে প্রাথমিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন ৫৯, ৬৭০ কেজি চাল, ১১,২২৭ কেজি ডাল, ১,৮৮৯ লিটার তেল, ২৭ কেজি সোয়াবিন, ৬,১২৮ কেজি লবণ, ৬,২৯১টি সাবান, ১২৫ কার্টুন বিস্কুট, ৭, ৯৪৩ কেজি সবজি, চিড়ে-মুড়ি ২১৮ কেজি, গম ২৬০ কেজি, ১,০২৪টি তৈরি মধ্যাহ্ন ভোজনের প্যাকেট, বহু স্যানিটাইজার, মাস্ক বণ্টন করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বেঁধে দেওয়া নিয়মাবলি মেনে এই অভিযান চালিয়েছেন প্রায় ৭০০ জন কার্যকর্তা।
এছাড়া কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধ করতে বহু জনবহুল এলাকা এবং গৃহস্থদের বাড়ি ও বাড়ি-চত্বর, পেট্রোলপাম্প, বাজার এলাকাকে জীবাণু মুক্ত করতে স্যানিটাইজিঙের কাজও করছেন। সেবাভারতী পূর্বাঞ্চল এখন পর্যন্ত ১৪ হাজার ৫১৩টি পরিবারে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছে।

বাড়ি থেকে বেরোলেই ঢাকতে হবে নাক - মুখ, নির্দেশিকা ওড়িশা সরকারের

ভুবনেশ্বর, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : বাড়ি থেকে বেরোলেই মুখ ও নাক ঢাকতে পরতে হবে মাস্ক। করোনা রোধে এমনই নির্দেশিকা জারি করল ওড়িশা সরকার। আগামী ৯ এপ্রিল সকাল ৭ টা থেকে এই নিয়ম চালু হবে গোটা রাজ্যে। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বাড়ি থেকে বেরোলেই মাস্ক, সেটি দুই স্তরের হতে পারে বা নিদেন পক্ষে রুমাল দিয়ে মুখ বেঁধে বেরোতে হবে। পরবর্তী নির্দেশিকা পর্যন্ত এই নিয়ম বলবত থাকবে।
প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে করোনা থেকে সাধারণ নাগরিকদের বড় ধরণের বিপদ আসতে পারে। সেই জন্যই এমন নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। এই ভাইরাস ড্রপ লেটের মধ্যে দিয়ে ছড়ায়। আন্তর্জাতিক স্তরে সোশ্যাল ডিসটেন্স এর পাশাপাশি মাস্কও করোনা প্রতিহত করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ শুভঙ্কর
করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বরিস জনসনকে স্থানান্তরিত করা হল আইসিইউতে লন্ডন, ৭ মার্চ (হি. স.) : করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) স্থানান্তরিত করা হল। লন্ডনের সেন্ট থমাস হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তিনি। ভারতীয় সময় সোমবার রাতে তাঁকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। ডাক্তাররা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর করোনার লক্ষণগুলি জোরালো হচ্ছে। তবে তিনি সজ্ঞানে রয়েছেন।

মাস্ক প্রদান

আটের পাতার পর

মার্চেন্ট অ্যাসো'র সম্পাদক মোটর শ্রমিকদের মাধ্যমে আমাদের রাজ্যেও রোগ ছড়ানোর যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। সে কারণেই রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে বাংলাদেশ থেকে পণ্য সামগ্রী আমদানি বন্ধ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এলাকা সিল

● **প্রথম পাতার পর**

করেন তেমনি গত কয়েকদিনে তিনি তাঁর দৈনন্দিন জীবন পার করেছেন। তিনি জানান, ওই মহিলা রেশনেও গিয়েছেন। তাঁর স্বামী উদয়পুর শহরের মূল বাজারে এসেছেন। বাজার করেছেন, ওষুধও কিনেছেন। ফলে ওই এলাকায় আক্রান্ত মহিলার সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁদের কোনও প্রকার করোনা ভাইরাস আক্রমণ সংক্রমিত উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার আবেদন জানান জেলাশাসক।
তিনি বলেন, মহিলার কোনও বিউটি পার্লার নেই। তাছাড়া, আক্রান্ত মহিলার মেয়ের জামাই কিছুদিন আগে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন। তিনি পেশায় টিএসআর জওয়ান, অম্পিতে কর্মরত। তাঁকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। গোমতির জেলাশাসক ওই জায়গার লোকদেরও সজাগ ও সতর্ক থেকে সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর দাবি, ওই মহিলার গতিবিধি, গত কয়েকদিনে কার সাথে মেলামেশা করেছেন তা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো সকলের নৈতিক দায়িত্ব। বিশেষ করে উদয়পুর গকুলপুরের মানুষের এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রক

● **প্রথম পাতার পর**

ডাউনের সময়সীমা বাড়ানোর প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে এই নিয়ে কোনও উত্তর দিতে চায়নি তারা। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব লব আগরওয়াল বলেছেন, “লকডাউনের সময়সীমা বাড়ানোর বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। দয়া করে গুজব ছড়াবেন না। পরিস্থিতি দেখে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরা এই বিষয়ে আলোচনা করছে এবং পরিস্থিতি দেখার পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
প্রসঙ্গত, করোনা সংক্রমণ রুখতে গোটা দেশে চলছে ২১ দিনের লকডাউন। ২৫ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে এই লকডাউন। সোমবার এবিষয়ে প্রশ্ন করা হয় প্রকাশ জাভড়েকরকেও। তিনি বলেন, প্রতি মুহূর্তে সারা বিশ্বের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দেশের কল্যাণের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তিনি জানান, সঠিক সময়ে এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এবং তা জানিয়ে দেওয়া হবে। “আমরা প্রতি মিনিটে বিশ্বের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। জাতীয় স্বার্থে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এবং সেই সিদ্ধান্ত সঠিক সময়েই ঘোষণা করা হবে,” বলেন প্রকাশ জাভড়েকর। তিনি আরও জানান, সংশ্লিষ্ট একটি দল সমস্ত পরিস্থিতির মূল্যায়ন করছে। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত করোনা সংক্রমণে ৪৪২১ জন আক্রান্ত হয়েছেন। মারা গিয়েছেন ১১৪ জন। সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৩২৬ জন।

ওয়াকারের প্রশ্নদরজা বন্ধ করে খেলতে হবে কেন

করোনাভাইরাসের কারণে পৃথিবীর কোথাও খেলা নেই। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার দর্শকবিহীন পরিবেশে হলেও ক্রিকেট শুরু করা যেতে পারে বলে মত দেন। পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ও বর্তমানের বোলিং কোচ ওয়াকার ইউনিস এর তীব্র বিরোধিতাই করেছেন 'দরজা বন্ধ করে ক্রিকেট খেলতে হবে কেন?' প্রশ্নটা ওয়াকার ইউনিসের। পাকিস্তানের কিংবদন্তি ক্রিকেট তারকা ভেবে পাচ্ছেন, না যখন সারা দুনিয়াজুড়ে করোনাভাইরাসের প্রকোপ, প্রতিদিন মৃত্যুর তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে, তখন ক্রিকেট খেলার জন্য এতটা আকুলতার কোনো মানেই দেখেন না তিনি। ওয়াকারের মতে, এমন কিছু হলে (করোনার মধ্যেই ক্রিকেট) সেটি বরং সমস্যাই বাড়াবে, 'আমি কোনোমতেই দর্শকবিহীন ক্রিকেটের পক্ষপাতি নই। এটা সমস্যাই তৈরি করবে।'

ওয়াকার মনে করেন, খেলার জন্য আরও অপেক্ষা করা উচিত, 'আমার মনে হয় পাঁচ-ছয় মাস ক্রিকেট না খেললে এমন কিছু যাবে-আসবে না। দরজা বন্ধ করে খেলতে হবে কেন? পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলে তখন ক্রিকেট খেলার কথা ভাবা যাবে, সেটি দর্শকশূন্য মাঠেও হতে পারে। এ পরিস্থিতিতে এসব নিয়ে কথা বলাই উচিত নয়।'

কেবল ল্যাঙ্গার নন, বেশ কয়েকজন সাবেক ক্রিকেটারই নিজেদের ক্রিকেট বোর্ডকে ধীরে ধীরে ক্রিকেট শুরু করার অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, দর্শকবিহীন স্টেডিয়ামে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে ক্রিকেট শুরু করা যেতে পারে।

দর্শকশূন্য মাঠে এ মুহূর্তে ক্রিকেট আয়োজনের বিরোধিতা করলেও ওয়াকার আশা করেন এ বছরই অস্ট্রেলিয়াতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপটা হবে। সেটি যদি কয়েক সপ্তাহ দেরি করেও শুরু হয়, তাতেও তাঁর কোনো আপত্তি থাকবে না বলে জানিয়েছেন বর্তমানে পাকিস্তান দলের বোলিং কোচ, 'বিশ্বকাপ এ বছরই হোক। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সেটি পিছিয়ে যেতে পারে কিছুটা, তাতে সমস্যা নেই। আশা করি তার আগেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে।'

টি—টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অক্টোবরেই?

সারা দুনিয়া কাঁপছে করোনা-আতঙ্কে। মৃত্যুর মিছিল সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে পৃথিবীর অনেক দেশই। মানুষজন নিজেদের গৃহবন্দী করে ফেলেছে। বন্ধ খেলাধুলা, পিছিয়ে গেছে অলিম্পিক, ইউরোর মতো বড় ইভেন্টগুলোও। কিন্তু এরই মধ্যে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসি বলছে তারা আগামী অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যথা সময়ে আয়োজন করতে চায়।ভারতের টাইমস নাও নিউজ ডট কম আইসিসির এক বিবৃতির উল্লেখ করে জানিয়েছে, 'করোনাভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক কমিটি এ মুহূর্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিলে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে। আগামী ১৮ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর ২০২০ অস্ট্রেলিয়ার সাতটি ভেন্যুতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এটি যথাসময়ে আয়োজনের পরিকল্পনা আমাদের আছে।' তবে আইসিসির ওয়েবসাইটে এ রকম কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। করোনার কারণে ক্রিকেটের সব সিরিজই স্থগিত হয়ে গেছে। প্রতিটি দেশই অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করেছে ঘরোয়া ক্রিকেট। আইপিএলও বন্ধ। গুঞ্জন আছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও নাকি দুই বছর পিছিয়ে যাবে।

-ঃ সন্ধান চাই ঃ-

Ref :- Amtali PS G.D Entry No-18, Dated-04/04/2020

পাশের ছবিটি শ্রী প্রণব সরকার, পিতা-শ্রী মনতোষ সরকার, সাং-কাঞ্চনপল্লী, ওএনজিসি থানা-আমতলি, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স-২৫ বছর, উচ্চতা-৫ ফুট ৩ ইঞ্চি মুখমণ্ডল- ডিম্বাকৃতি, গায়ের রঙ-শ্যামলা, পরনে-জীন্স পেন্ট এবং কালো শার্ট, গত ০৩/০৪/২০২০ আনুমানিক ভোর ৪টার সময় কাউকে কোন কিছু না বলিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরিয়া আসে নাই। অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ ব্যক্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা)-০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল-০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩) আমতলি থানা-০৩৮১-২৩৭-০৩৮৫

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D/21/20

EXECUTIVE ENGINEER WATER RESOURCE, DIVISION NO.II. Khadya Bhawan. 3rd Floor P.N. Complex. AG ART ALA-799001. invites **e-EOI** against press NIEOI No 01/EE/ **WRD-II/2020-21 * Dated 07-04-2020 ***

The Executive Engineer, Water Resource Division II. invites e-Expression of Interest on behalf of the "GOVERNOR OF TRIPURA" from interested bidders having experienced for "Maintenance & repairing *of* Amphibian multi-functional dredger.

Watermaster Classic IV dredger machine or similar kind of dredger machine"".

This is an invitation for e-expression of interest open to original equipment manufacturer or their authorized Indian Agents/Multi-national companies and their joint ventures/ Firms etc having three years of experience of similar nature of work.

Last date of e-bidding document downloading *&.* Uploading 15-05-2020 upto 3.00 P.M. in website **https://tripuratenders.gov.in**

For more details kindly visit **https://tripuratenders.gov.in vide tender I.D. ....Or contact with the O/o** theExecutive Engineer.Water Resource. Division No. II, Khadya Bhawan, 3rd Floor, P.N. Complex, AGARTALA, 799001. Ph No: 9436457990/ 7005768891

For and on behalf of the Governor of Tripura.
Sd/- Illegible
Executive Engineer
Water Resource Division No.II.
Khadya Bhawan, 3r Floor. P.N. Complex
AGARTALA.799001.

ICA-C-16/20

ফেদেরারকে ছুঁতে নাদালের অপেক্ষা বাড়ল

রাফায়েল নাদাল টেনিস ইতিহাসের সর্বকালের সেরা কি না, সে নিয়ে তর্ক থাকলেও একটা জিনিসে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কারও কোনো সন্দেহ থাকার কথা না। সেটি হলো মাটির কোর্টে তাঁর দক্ষতা। এ জন্য মাটির কোর্টে হওয়া একমাত্র গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্ট ফ্রেঞ্চ ওপেনে বছরের পর বছর তাঁরই আধিপত্য দেখা যায়।

গত ১৫ বছরে মাত্র তিনবার রাফায়েল নাদাল ছাড়া অন্য কেউ ফ্রেঞ্চ ওপেনের শিরোপা জিতেছিলেন। কোনো রকমে নাদালের জয়রথ একবার করে আটকাতে পেরেছেন রজার ফেদেরার, নোভাক জোকোভিচ ও স্ট্যানিসলাস ভাভরিঙ্কা। বাকি এক ডজন শিরোপা গেছে নাদালের ঘরে। নিজের জেতা ১৯টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মধ্যে ১২টিই এসেছেন রোলাঁ গারোঁ থেকে। প্রতিবার ফ্রেঞ্চ ওপেনের সময় তাই নাদালই থাকেন অবিসংবাদিত ফেবারিট। স্বাভাবিকভাবে এবারও মনে করা হচ্ছিল নাদালই জিতবেন ফরাসি ওপেন। জিতে স্পর্শ করবেন রজার ফেদেরারের বিশটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের অনন্য রেকর্ড। কিন্তু সেটি হওয়ার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে নাদালকে। করোনাভাইরাসের কারণে গোটা টুর্নামেন্টই পিছিয়েছে প্রায় চার মাস।

আগে যে ফ্রেঞ্চ ওপেন হওয়ার কথা ছিল ২৪ মে থেকে ৭ জুন, পরিবর্তিত সময়সূচি অনুযায়ী সে ফ্রেঞ্চ ওপেন হবে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত। আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে এই সূচি পরিবর্তনের বিষয়টা জানিয়ে দিয়েছেন টুর্নামেন্টের আয়োজকেরা, 'এই অবস্থায় মে মাসে ফ্রেঞ্চ ওপেন আয়োজন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। করোনাভাইরাসের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে গোটা বিশ্বে। তাই এই প্রতিযোগিতার সঙ্গে যুক্ত সবার স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার কথা ভেবে ফরাসি টেনিস সংস্থা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই মৌসুমের প্রতিযোগিতার সময়সূচি পিছিয়ে দেওয়া হবে। ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত হবে এবারের ফ্রেঞ্চ ওপেন।'

এর আগে ডব্লিউটিএ ঘোষণা করেছিল পেশাদার টুর ২ মে পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। এদিকে এবারের উইম্বলডন শুরু হওয়ার কথা ২৯ জুন থেকে। করোনার কারণে সে টুর্নামেন্ট নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে।

কোহলির প্রিয় ধারাভাষ্যকার কে?

ইদানীং টেলিভিশন ধারাভাষ্যকারেরাও একেকজন তারকা। তাঁরা তারকা সাধারণ খেলাপ্রেমীদের কাছে, আবার বড় তারকাদের কাছেও। খেলার জগতের বড় তারকাদেরও প্রিয় ধারাভাষ্যকার আছেন। ভারতীয় অধিনায়ক বিরাট কোহলি যেমন তাঁর প্রিয় ভাষ্যকারের কথা বললের অকপটেই।করোনাভাইরানের কারণে তিনি গৃহবন্দী। সময়টা তিনি কাটাচ্ছেন নানাভাবে। ইনস্টাগ্রামে সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটার কেভিন পিটারসেনের সঙ্গে কোহলির এক কথোপকথন সম্প্রতি খুব চাউর, সেখানে তিনি পিটারসেনের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। একটা প্রশ্ন ছিল প্রিয় ধারাভাষ্যকার নিয়ে, যেটির উত্তরে কোহলি পিটারসেনকে বলেছেন ইংলিশ ধারাভাষ্যকার নাসের হুসেইনের নাম। পিটারসেনের প্রশ্নের জবাবে একটু রসিকতা করতেও ভোলেননি সময়ের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যান, 'আমার প্রিয় ধারাভাষ্যকারখুবই সোজা প্রশ্ন।' পিটারসেনও মজা করেছেন। কোহলির যখন প্রিয় ধারাভাষ্যকারের নাম বলতে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ইংলিশ তারকা বলেন, 'তুমি অযথা সময় নিচ্ছ উত্তরটা দিতে। জানি তুমি আমার নামই বলবে। ধন্যবাদ।'কোহলি পিটারসেনের রসিকতায় অবশ্য বিচলিত হননি। তাঁর প্রিয় ভাষ্যকার নাসের হুসেইনের নামটা জানিয়েছেন। ইনস্টাগ্রাম কথোপকথনে কোহলিকে করা হয়েছিল আরেকটা পুরোনো প্রশ্নও। সেটি ফুটবলের। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো না লিওনেল মেসি, কাকে বেশি পছন্দ? খেলার দুনিয়ায় বহুল চর্চিত এই প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন ভারতীয় দলপতি। রোনালদো যে তাঁর প্রিয়, সেটাই বরাবরের মতো আবারও জানিয়েছেন তিনি।

NOTICE INVITING e-TENDER

No.F.1(464)/SA-PNS/Estt./E-Tender/2020-21/11444-53 **Dated: 31/03/2020**

The Supdt. of Agriculture. Panisagar Agri. Sub-Division, North Tripura District invites on behalf of the 'Governor of Tripura' an **e-tender** from bonafied and resourceful transport contractor of Indian nationality Firms/Agencies conforming to eligibility criteria *of* the tenderer as stipulated in this tender document up to 22/04/2020 17:30 Hrs. for the following work.

SL. NO	Name of work	Tender Value/ Estimated Cost	EMD & Tender fee	Completion period	Bid Submission End Date & Time	Bid Opening Date	Place of Bidding
1	Notice Inviting tender for carrying of Agri inputs in Panisagar Agri. Sub-Division for the F/Y 2020-21.	Rs. 12,00000/-	EMD : Rs. 12,0000/- Tender fee : Rs. 1,000/-	365 Days	22/04/2020 17.30 Hrs	23/04/2020 12.00 Hrs	https://tripura-tenders.gov.in

Eligible bidders shall participate in bidding only in online mode through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing with option for Re-Submission wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e- Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding after the scheduled date and time of Bid Submission. **Submission of bids physically** is not **permitted.** Please contact sapanisagar@gmail.com

Sd/- (Sabendra Debbarma)
Supdt. of Agriculture,
Panisagar Agri. Sub-Division
Panisagar, North Tripura.

ICA-C-15/20

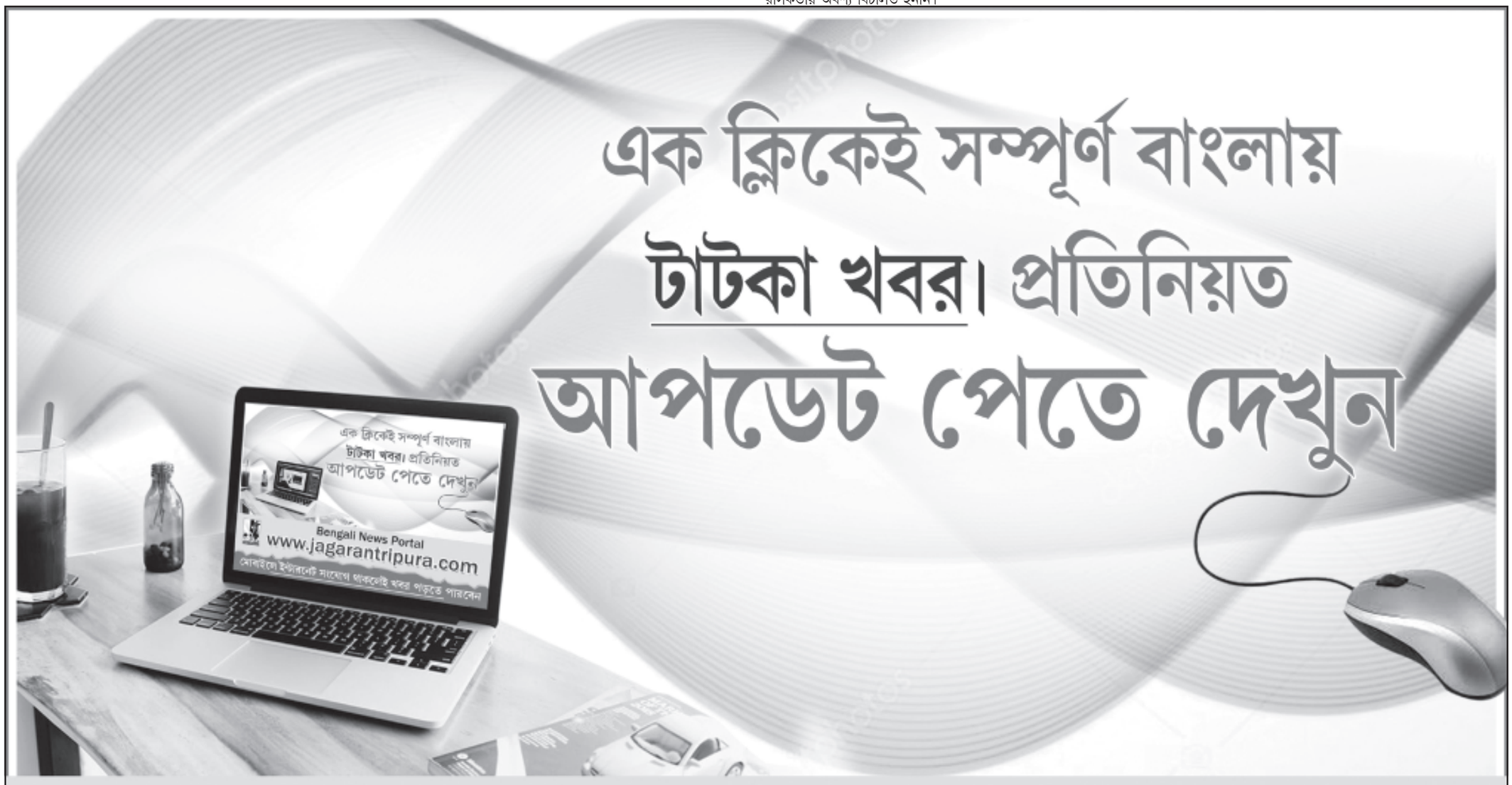

সোমবার ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত রোগী চিহ্নিত হওয়ার পর মঙ্গলবার জিবি হাসপাতালের দৃশ্য। ছবি- নিজস্ব।

সেবাই জীবনের সার্থকতা রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (হি. স.): ভারতীয় জনতা পার্টির বর্ষীয়ান নেতা তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্র কিশোর সিনহা সাংসদদের বেতন কমানোর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। পাশাপাশি সাংসদ তহবিলের অর্থ দুই বছরের জন্য বন্ধ করে দেওয়াকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি।
আগামী এক বছর পর্যন্ত সাংসদদের বেতন ৩০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া ও সংসদ তহবিলকে দুই বছর পর্যন্ত স্থগিত করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে রবীন্দ্র কিশোর সিনহা জানিয়েছেন, বেসিক পে থেকে এই অর্থ কমানো হয়েছে। তাতে করে সাংসদের উপর খুব একটা চাপ পড়বে না। সাংসদদের অন্যান্য ভাতা ও নিজেদের কার্যালয় চালাতে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে সেখানে কোনো কাটছাঁট করেনি কেন্দ্র। সাংসদ তহবিলের টাকা বন্ধ করে দেওয়ার জেরে সরকারের ১৫ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত বাঁচবে। করোনা মোকাবিলায় এই অর্থ যথেষ্ট সহায়তা করবে। স্বাস্থ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক পণ্য কেনার ক্ষেত্রে এই অর্থ ব্যয় করতে পারবে সরকার। সাধারণ সময় সাংসদ তহবিলের এই অর্থ দিয়ে সাংসদেরা নিজ এলাকার ছোটখাটো উন্নয়নকল্পে ব্যয় করে থাকেন। কিন্তু বর্তমানে দেশের চাহিদাটা অনেক বেশি বড়। রবীন্দ্র কিশোর সিনহা আরও জানিয়েছেন সংকটের এই সময় সকল রাজনীতিবিদ ও সমাজকর্মীদের জনসেবায় নিজেদের নিয়োজিত করা উচিত।
উনি ও ওনার সংস্থা পাটনা ও তৎসংলগ্ন গ্রামে খাবারের প্যাকেট ও রেশন গরিবদের মধ্যে সরবরাহ করছেন। পাশাপাশি তিনি এও ঘোষণা করেছেন বিহারের কোন শ্রমিক যদি দেশের অন্য কোন প্রান্তে থাকেন। সেই শ্রমিক যদি মনে করেন যে তার খাবারের দরকার। তবে তিনি সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্য কোন মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। রবীন্দ্র কিশোর সিনহা জানিয়েছেন যে তিনি নিজের উদ্যোগে সেই শ্রমিকের হাতে খাবার তুলে দেবেন। রবীন্দ্র কিশোর সিনহা আরও বলেন সেবাই সবথেকে বেশি মহৎ কার্য। আর সেই কাজ করে আমরা বলতে পারি যে রাজনৈতিক আঙিনায় আসাটা আমাদের সার্থক হয়েছে।

আইএলএস হাসপাতালের বিরুদ্ধে রোগী ও রোগীর পরিবারের সঙ্গে অসহযোগিতা করার গুরুতর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল ।। আইএলএস হাসপাতালের বিরুদ্ধে রোগী ও রোগীর পরিবারের সঙ্গে অসহযোগিতা করার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। সেবা ধর্মে দীক্ষিত চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের এহেন মনোভাবে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। আইএলএস হাসপাতালের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই নানা অভিযোগ উঠে আসছে। রাজ্যের একমাত্র বেসরকারি হাসপাতাল আইএলএস একদিকে মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পকেট কেটে টাকা আদায় করে চলেছে, অন্যদিকে রোগীদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা দিচ্ছে না। শুধু তাই নয়, রোগীর মৃত্যুর পরও রোগীকে আটকে রেখে জীবিত বলে রোগীর পরিবারের কাছ থেকে টাকা আদায় করার নানা অভিযোগও ইতিপূর্বে মিলেছে। সম্প্রতি হাপানিয়া এলাকার পরেশ দাস নামে এক ব্যক্তিকে ব্রেইন হেমারেজজনিত কারণে আইএলএস হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। গত ২রা এপ্রিল পরেশ দাসের অপারেশন করানো হয় আইএলএস হাসপাতালে। ৪ এপ্রিল তাকে ছুটি দেওয়া হয়। যথারীতি রোগী হাপানিয়াস্থিত নিজ বাড়িতে চলে যায়। এরই মধ্যে রোগী জ্বর অনুভব করে এবং চোখ খানিকটা ফুলে যায়। বিষয়টি আইএলএস হাসপাতালকে ফোনে রোগীর পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়। আইএলএস হাসপাতাল থেকে রোগীর পরিবারকে মঙ্গলবার আইএলএস হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে আসার জন্য বলা হয়েছিল। সে অনুযায়ী রোগী পরেশ দাসকে সঙ্গে নিয়ে পরিবারের লোকজনরা আইএলএস হাসপাতালে আসেন। কিন্তু রোগীর গায়ে জ্বর থাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক রোগীকে দেখতে অস্বীকার করেন। এমনকি রোগীর পরিবারের লোকজনদের সঙ্গেও তিনি কথা বলতে নারাজ। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে রোগীর পরিবারের লোকজনরা রোগীর জন্য ওষুধ মৌখিকভাবে হলেও বলে দিতে অনুরোধ জানানো হয়। সে অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করে দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য। নিয়োরোসার্জন সুদীপ্ত ভট্টাচার্যের এ ধরনের কার্যকলাপে রোগীর পরিবারের তরফ থেকে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। এ কোন ধরনের সেবা ধর্ম সেই প্রশ্নও তুলেছে রোগীর পরিবারের লোকজনরা। জ্বর হলেই কোভিড-১৯ পজিটিভ হবে তা মেনে নিতে নারাজ রোগীর পরিবার। আইএলএস হাসপাতালের এহেন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সংশ্লিষ্ট পরিবার।

করোনা মোকাবিলায় দেশবাসীকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য তারকাদের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (হি. স.): করোনা রোধে দেশবাসীর মনোবল বাড়ানোর জন্য বলিউড অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপশি তাদের গাওয়া একটি গানও টুইটারে শেয়ার করেন তিনি। নিজের টুইটবার্তায় প্রধানন্ত্রী জানিয়েছেন, ফের হাসবে ভারত, ফের জিতবে ভারত। দেশের চলচ্চিত্র জগতের শুভ উদ্যোগ। এর পরেই প্রধানমন্ত্রী ওই গানের ভিডিওটি রিটুইট করেন।
ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে যে প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে একটি ক্লিপ। যার পরেই একটি গান রয়েছে ভিডিওতে। যেটি গেয়েছেন ও সুর দিয়েছেন বিশাল মিশ্র। এই ভিডিওতে গান গেয়েছেন অক্ষয় কুমার, জ্যাকি শ্রফ, কার্তিক আরিয়ান, ভিকি কৌশল, রাজকুমার রাও, সিদ্ধার্থ মালহোত্রা, কৃতি শানন, ভূমি পেডনেকার, অনন্যা পান্ডে প্রমুখ। তারকারা নিজের বাড়ির মধ্যে বসে ও ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে এই ভিডিওটি শুট করেছিলেন।

করোনা মোকাবিলায় প্রতিবেশী দেশগুলিকে ওষুধ দিয়ে সহায়তা করবে ভারত

নয়াদিল্লি ৭ এপ্রিল (হি. স.): করোনায় আক্রান্ত প্রতিবেশী দেশগুলি এবং মারণ এই রোগে সব থেকে বেশি আক্রান্ত দেশগুলিকে সীমিত পরিমাণে প্যারাসিটামল ও হাইড্রোক্লোরকুইন (এইচ সি কিউ) দেওয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। এই খবরের সত্যতা কথা স্বীকার করে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অনুরাগ শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, করোনা মোকাবিলায় মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত তার প্রতিবেশী দেশগুলিকে তাদের চাহিদা অনুসারে সীমিত পরিমাণে প্যারাসিটামল ও এইচ সি কিউ সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি যে সকল দেশ করোনা সবথেকে বেশি বিপর্যস্ত তাদেরকেও এগুলি দেওয়া হবে।
দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, দেশের অভ্যন্তরে চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে ওষুধের রফতানি ওপর থেকে কিছু পরিমাণ নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়েছে। দেশের চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ওষুধ মজুদ করেই ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলি বিদেশে ওষুধ রপ্তানি করতে পারবে। পাশাপাশি এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যম যাতে কোনো রকমে বিভ্রান্তি ছড়াতে না পারে তারও আর্জি জানানো হয়েছে।

করোনাভাইরাস আক্রান্তের সংস্পর্শে আসায় কোয়ারান্টাইনে উদ্ধব ঠাকরের নিরাপত্তা কর্মীরা

মুম্বই, ৭ মার্চ (হি. স.) : করোনাভাইস আক্রান্তের সংস্পর্শে আসায় কোয়ারান্টাইনে পাঠানো হল মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সমস্ত কর্মীদের । মনে করা হচ্ছে মুম্বইয়ের কালানগরের মাতশ্রীতে তাঁর বাস ভবনের সামনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত এক চা বিক্রেতার সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁর নিরাপত্তা কর্মীরা। ১৭০ জন পুলিশ কর্মী ও অন্যান্য নিরাপত্তা কর্মীদের একাংশ মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। তাঁদের সকলকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে। তাঁদের সকলেরই নমুনা পরীক্ষা করা হবে।
ওই চা বিক্রেতার মধ্যে জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্টের উপসর্গ দেখা দেওয়ায়
ছয়ের পাতায় দেখুন

কোভিড-১৯ সংকটের সময় নিজ নিজ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আয়ুর্বেদিক পন্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল ।। কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে সারা বিশ্বের মানবজাতি আজ পিড়িত। স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখার ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে আয়ুর্বেদ অনেক বেশি ভূমিকা রাখে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বিশেষ করে স্বাশ প্রশ্বাস সম্পর্কিত রোগের ব্যাপারে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আয়ুষ মন্ত্রক নিজের শরীরি যত্ন নেওয়ার জন্য কিছু পদ্ধতি গ্রহণ করার সুপারিশ করেছে। তাঁর মধ্যে রয়েছে, ইষদুষ্ণ জল পাল করা। যোগাসন, প্রণায়াম করা, রান্নার খাবারে মশলা ব্যবহার করা। যেমন হলদি,জিরা, ধনিয়া, রসুন ইত্যাদি। প্রতিদিন সকালে চবলপ্রাশ খাওয়া। তাছাড়া, ভেষজ চা পান করা। তাতে তুলশি, ডালচিনি, গোলমরিচ, শুকনো আদা, রেশিন ইত্যাদির কারা পান করা। তাছাড়া, প্রয়োজনে গুর বা লেবুর রস পিসে খেতে পারেন। এছাড়াও আয়ুষ মন্ত্রকের তরফ থেকে সুস্বাস্থ্যের জন্য বেশ কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য পরাশর্ম দেওয়া হয়েছেথ।

আখাউড়া চেকপোস্টে সেনিটাইজার ও মাস্ক প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল ।। ইন্ডিয়া বাংলাদেশ চেম্বার্স অ্যান্ড কমার্স এবং ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে মঙ্গলবার আগরতলা আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে সেনিটাইজার ও মাস্ক প্রদান করা হয়েছে। চেকপোস্টে কর্মরত আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মীদের সুরক্ষার জন্যই সংগঠনের পক্ষ থেকে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জানান, বাংলাদেশ থেকে আগরতলা আন্তর্জাতিক বন্দর দিয়ে এখনও বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী রাজ্যে আসছে। অবিলম্বে বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী আমদানি বন্ধ করার জন্য জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।
ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটল ওডিশায়

ভুবনেশ্বর, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : করোনাভাইরাসের জেরে দেশে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যাও। এবার করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটল ওডিশায়। ৭২ বছর বয়সী ওই বৃদ্ধ ভুবনেশ্বরের ঝাড়পাড়া এলাকার বাসিন্দা। শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে গত ৪ এপ্রিল ওই বৃদ্ধকে ভুবনেশ্বরে এইমস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, সোমবার তাঁর মৃত্যু হয়। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রিপোর্টে ওই বৃদ্ধের করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে এখনও পর্যন্ত করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩ হাজার ৯৮১। সুস্থ হয়েছেন ৩২৫ জন। মৃতের সংখ্যা ১১৪। করোনাকে আটকাতে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের তরফে যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা(হু)-র তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১১ লক্ষ ছাড়িয়েছে। মৃতের সংখ্যা ৬৪ হাজারেরও বেশি।

অসমে ২৭ জনে বৃদ্ধি কোভিড-১৯ পজিটিভ সংখ্যা

গুয়াহাটি, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : অসমে কোভিড-১৯ পজিটিভের সংখ্যা ২৭-এ পৌঁছেছে। আজ মঙ্গলবার সকাল নয়টা পঁচিশ মিনিটে ট্যুইট করে এই দুঃসংবাদ দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। নতুন আক্রান্ত ব্যক্তি নিম্ন অসমের ধুবড়ি জেলার বলেও জানান তিনি। মন্ত্রী শর্মা জানিয়েছেন, আক্রান্ত ধুবড়ির নাগরিকের সঙ্গে দিল্লির মরকজ নিজামউদ্দিনে তবলিগ-ই জামাতের সম্পর্ক আছে। তিনিও গিয়েছিলেন তবলিগ-ই জামাতে। উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত অসমে কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ২৭ জনের মধ্যে ২৬ জনের নিজামউদ্দিনে তবলিগ-ই জামাত-যোগ রয়েছে।
গত ৩১ মার্চ রাজ্যে সর্বপ্রথম আক্রান্তের নাম আসে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বদরপুরের ৫২ বছর বয়সি মুফতি জামাল উদ্দিনের। এর পরের দিন ১ এপ্রিল সন্ধ্যা থেকে আজ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ২৭-এ ঠেকেছে। অসমের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ২৭ জন ছাড়া দিল্লিতে রাজ্যের আরও চারজনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভের হদিশ পাওয়া গেছে। তাঁদের দিল্লির হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

গোটা দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১১৪

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু তিনজনের। সব মিলিয়ে এখনো পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১৪। আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৪২১। বিগত ১২ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ১৪০ জন।মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে যে আক্রান্তদের মধ্যে ৬৬ জন বিদেশি।পাশাপাশি রয়েছে সুখবরও করোনা থেকে দ্রুত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে ৩২৬ জন।
এদিকে উত্তরপূর্ব এর ছোট রাজ্য ত্রিপুরা তে করোনা হানা দিয়েছে। সেখানে মারণ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন এক। অন্যদিকে
ছয়ের পাতায় দেখুন

বঙ্গবন্ধুর খুনি মাজেদের মৃত্যুদণ্ডের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ০৭।। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুনি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আবদুল মাজেদকে রাজধানী থেকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। ফাঁসির দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত এই আসামির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) গণমাধ্যমকে পাঠানো এক ভিডিও বার্তায় এমন তথ্য দেন মন্ত্রী।
আনিসুল হক বলেন, আবদুল মাজেদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়ে গেছে ।আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে দণ্ড কার্যকর করা হবে। এ সময় মন্ত্রী আরও বলেন, কারাগারে অন্যান্য ফাঁসির দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামিদের মতো আবদুল মাজেদও সলিটারি কনফাইনমেন্টে থাকবেন। এ ক্ষেত্রে তার থেকে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়ানোর কোনো ঝুকি থাকবে না। এর আগে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ডেপুটি কমিশনার (মিডিয়া) মো. মাসুদুর রহমান জানান, সোমবার রাতে মাজেদকে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের (সিটিটিসি) সদস্যরা রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করে।
উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী জুনিয়র অফিসার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের নৃশংসভাবে হত্যা করে ।হত্যাকাণ্ডের ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালের ২ অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারী মহিতুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন ।দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া শেষে ২০১০ সালে এই মামলার ১২ আসামিকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন আদালত। ওই বছরের ২৭ জানুয়ারি পাঁচ আসামির ফাঁসি কার্যকর করা হয়। তারা হলেন ,সৈয়দ ফারুক রহমান, বজলুল হুদা, এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদ, সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান ও মুহিউদ্দিন আহমেদ। ২০০২ সালে পলাতক অবস্থায় জিম্বাবুয়েতে মৃত্যু হয় মামলার আরেক আসামি আজিজ পাশা ।বর্তমানে এই মামলার পাঁচ আসামি পলাতক রয়েছেন। তারা হলেন ,শরিফুল হক ডালিম, এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী, খন্দকার আবদুর রশীদ, এ এম রাশেদ চৌধুরী ও মোসলেম উদ্দিন। তারা সবাই বিভিন্ন দেশে পালিয়ে রয়েছেন বলে জানা যায়।

নিজামুদ্দিন কাণ্ডে রয়েছে পিএফআই যোগ, দাবি তদন্তকারী আধিকারিকদের

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (হি. স.): দিল্লির নিজামুদ্দিন কাণ্ডে নতুন দিক সামনে এল। ক্রাইম ব্রঞ্চের তরফ থেকে তবলীগী জামাতের ফান্ডিং নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্তকারী আধিকারিকদের সন্দেহ পিএফআই টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে তবলীগী জামাতদের।
সূত্রে জানা গিয়েছে তবলীগী জামাতের আর্থিক সরবরাহ খতিয়ে দেখতে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের খতিয়ান তদন্ত করে দেখছে ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা। উল্লেখ করা যেতে পারে দিল্লির নিজামুদ্দিন থেকে তবলীগী জামাতের মারকজ থেকে ২৩৬১ জনকে বের করেছিল দিল্লি পুলিশ। এদের মধ্যে ৩০০ জনের শরীরে করানোর সংক্রমণ মিলেছে। মরকজ অংশগ্রহণকারী অনেক জামাতি স্থানীয় মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদেরকে খুঁজে পুলিশ করেন্টিনে পাঠিয়েছে। এই ঘটনার জেরে দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ এর তরফ থেকে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে রাজধানী দিল্লিতে দাঙ্গা ও শাহীনবাগ আন্দোলনে পিএফআই অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল ।অভিযোগের ভিত্তিতে পিএফআই এর বহু কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তির উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল ।। বাধারঘাট এলাকার এক ক্ষুদ্র সবজি ব্যবসায়ী ও গাড়ি চালক এই সঙ্কটময় মুহূর্তে সাধ্য অনুযায়ী এলাকার ১০০ জন গরিব মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ধর্মপ্রাণ সমাজসেবী ওই ব্যক্তির নাম প্রাণজিৎ দাস। তিনি সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বাধারঘাট শ্রীপল্লী এলাকায় এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১০০ জন গরিব মানুষের হাতে ৪ কেজি করে চাল, ডাল, সয়াবিন, সাবান ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দিয়েছেন। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর এই উদ্যোগে এলাকার মানুষজন রীতিমতো অভিভূত। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ধর্মপ্রাণ সমাজসেবী প্রাণজিৎ দাস জানায়, একসময় তার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। ঈশ্বরের দয়ায় তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেকারণেই তিনিও গরিবের পাশে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর। আগামীদিনেও তিনি এ ধরনের সেবামূলক কাজে এগিয়ে আসবে বলে জানান।
ডুকলি স্কুল মাঠে ১১০ জন গরিব গ্রামবাসীদের হাতে নিত্য পণ্য তুলে দিল স্থানীয় এক সমাজসেবী। ওই সমাজসেবীর নাম বিশ্বজিৎ বণিক। এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে এলাকার বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল সহ অন্যান্যরাও উপস্থিত ছিলেন। ৩৪ নং ওয়ার্ডের ১১০ জন গরিব মানুষের হাতে বিধায়ক এবং বিশ্বজিৎবাবু সহ অন্যান্যরা খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়েছেন। এ ধরনের উদ্যোগে সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষজনকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন সমাজসেবী বিশ্বজিৎ বণিক।

টোকিও সহ একাধিক জায়গায় এমার্জেন্সি ঘোষণা করল জাপান

টোকিও, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা সংক্রমণ রোধে রাজধানী টোকিও সহ একাধিক জায়গায় এমার্জেন্সি ঘোষণা করল জাপান। মঙ্গলবার এই ঘোষণা করলেন সেদেশের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে।
ইতিমধ্যেই জাপানের সাড়ে ৩ হাজারেরও বেশি মানুষ মারণ এই ভাইরাসের সংক্রমণের শিকার হয়েছেন। কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে জাপানে ৮৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। জাপানের রাজধানী টোকিওতে ব্যাপক হারে করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে ইতিমধ্যেই টোকিওতে একাধিক সতর্কতামূলক পদক্ষেপ করেছে সরকার।শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার সেদেশের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে রাজধানী টোকিও সহ একাধিক জায়গায় এমার্জেন্সি ঘোষণা করেন।
জানা গিয়েছে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের পথে হেঁটে গোটা দেশেই লকডাউন ঘোষণার পথে যাবেন না প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে। সাধারণ মানুষকে করোনার সংক্রমণ সম্পর্কে আরও সচেতন করা হবে। প্রথমত মানুষকে বাইরে না বেরিয়ে বাড়িতে থাকার আবেদন জানানো হবে। সমস্ত বাণিজ্যিক কাজকর্ম বন্ধ করা হবে। করোনার সংক্রমণ রুখতে কী কী করণীয় ইতিমধ্যেই সেদেশে সে সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সরকার।
মনে করা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলে, সেদেশের চিত্রটাও বদলাতে বাধ্য। করোনা ভাইরাসের আক্রমণের জেরে জাপানে অর্থনৈতিক মন্দার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই মন্দার হাত থেকে বাঁচতে ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করেছে জাপান সরকার। অর্থনৈতিক মন্দা এড়াতে একশো বিলিয়ন ডলারের বিশেষ প্যাকেজের ঘোষণা সম্ভবত চলতি সপ্তাহেই ঘোষণা করতে পারেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে।

বাজার খুলতেই ঊর্ধ্বমুখী সেনসেক্স ও নিফটি

মুম্বাই, ৭ মার্চ (হি. স.) : তিনদিন বন্ধ থাকার পর মঙ্গলবার বাজার খুলতেই ঊর্ধ্বমুখী হয় সেনসেক্স ও নিফটি। বিশ্বে করোনায় মৃতের সংখ্যা বাড়লেও সংক্রমণ ও মৃত্যুর গতি কিছুটা শ্লথ হওয়ায় ফের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছেন বিনিয়োগকারীরা।
এদিন প্রায় ১ হাজার ১৮০ পয়েন্ট বেড়ে সেনসেক্স দাঁড়িয়েছে ২৮ হাজার ৭৭১-এ। পাশাপাশি, ৩২৭ পয়েন্ট বেড়ে নিফটি দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ৪১২ পয়েন্ট। শুধু তাই নয়, গোটা পৃথিবীতে চলা মন্দার আবহেও আশা জাগিয়ে এদিন উপরের দিকেই রয়েছে বিশ্বের অধিকাংশ শেয়ার বাজারের সূচক। আমেরিকায় করোনার 'হট স্পট' নিউইয়র্ক শহরে মৃত্যুর হার কমায় ওয়াল স্ট্রিটেও ফিরছে আত্মবিশ্বাস। এদিন মার্কিন শেয়ার সূচক ডো জোনসও প্রায় ১ হাজার ৫০০ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২ হাজার ৬৭৯ পয়েন্টে। এদিন যে শেয়ারগুলি লাভের মুখ দেখেছে সেগুলি হল- টাটা মোটর্স, জে এস ডব্লিউ স্টিল, ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক, মহিন্দ্রা এণ্ড মহিন্দ্রা ও এইচডিএফসি ব্যাংক। পাশাপাশি, ভাল ফল করেছে ফার্মা সেক্টরও। সব মিলিয়ে বিশ্বে করোনায় মৃতের সংখ্যা বাড়লেও সংক্রমণ ও মৃত্যুর গতি কিছুটা শ্লথ হওয়ায় ফের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছেন বিনিয়োগকারীরা। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

শ্রম কমিশনের অফিসে ১০ দফা দাবিতে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান সিআইটিইউ'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল ।। সিটুর উদ্যোগে লকডাউন চলাকালেই মঙ্গলবার শ্রম কমিশনের অফিসে ১০ দফা দাবিতে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। সিটু নেতা কানু ঘোষের নেতৃত্বে ৩ সদস্যক প্রতিনিধি দল শ্রম কমিশনারের অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন। নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন, ইটভাট্টা শ্রমিক ইউনিয়ন এবং কাষ্ঠ শিল্প শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বরা ডেপুটেশনে শামিল হন। ডেপুটেশান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নেতৃবৃন্দ জানান, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে লকডাউন ঘোষণা করায় শ্রমিক শ্রেণির মানুষ জটিল সমস্যায় পড়েছেন। তাদের কাজ বন্ধ হয়ে পড়েছে। আর্থিক সঙ্কটে অনাহারের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে স্থানীয় এবং বহিরাগত প্রত্যেক নির্মাণ শ্রমিককে বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ এবং প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্যও দাবি জানানো হয়েছে।

স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের পক্ষ থেকে লকডাউন চলাকালে মঙ্গলবার রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল ।। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের পক্ষ থেকে লকডাউন চলাকালে মঙ্গলবার রক্তদান শিবির সংগঠিত করা হয়। লকডাউন চলার ফলে রক্তদান শিবির পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়েছে। এর ফলে ব্লাডব্যাঙ্কগুলিতে রক্তশূন্যতা দেখা দিয়েছে। রোগীরা চরম সঙ্কটে পড়েছেন। একথা মাথায় রেখেই রাজধানীর স্ফুলিঙ্গ ক্লাব রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শিবির করা প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় আজ ১০ জন রক্তদান করেন। অদূর ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে তারা আবারও রক্তদানে এগিয়ে আসবেন বলে ক্লাব সম্পাদক জানিয়েছেন। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে অন্যান্য ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকেও মুমূর্ষ রোগীদের কথা মাথায় রেখে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।